ছিয়াম ও ক্বিয়াম

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

ছিয়াম
ও
ক্বিয়াম

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

ছিয়াম ও ক্বিয়াম

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১০৯

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الصيام والقيام

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হি./মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া

৬৫ (পঁয়ষট্টি) টাকা মাত্র

Siyam O Qiyam (Fasting & Night worship) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের নিবেদন (كلمة المؤلف)

হে ছায়েম অনুধাবন করুন!

ওহে আত্মভোলা মানুষ! দুনিয়ার ব্যস্ততায় তোমার জীবনের গাড়ী পাথেয়শূন্য অবস্থায় এগিয়ে চলেছে তীব্র গতিতে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে। ভেবেছ একটু পরেই পাথেয় ভরব। কিন্তু বিরতির সিগন্যাল যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনি ওটা জ্বলে উঠবে, তেমনি থেমে যাবে তোমার জীবনের গাড়ী। আর পাথেয় ভরার সুযোগ তুমি পাবেনা। তাই ভাগ্যক্রমে যদি রামাযানের স্টেশন পেয়ে যাও, তবে সেখান থেকে ভরে নাও তোমার বগি। হ'তে পারে এটাই তোমার জীবনের শেষ স্টপেজ। একবার ভেবে দেখ, গতবার যারা তোমার সাথে ছিয়াম রেখেছে, তারাবীহ্‌র জামা'আতে যোগ দিয়েছে, তোমার সাথে ইফতার করেছে, একসাথে ঈদের জামা'আতে যোগদান করেছে, এ বছর তারা কি আছে? তারা ইতিমধ্যে তাদের জীবনের শেষ স্টপেজে পৌঁছে বিদায় হয়ে গেছে। ফিরে গেছে সেখানে, যেখান থেকে তারা মায়ের গর্ভে এসেছিল। বহু আকাঙ্খা ছিল বড় ধরনের সঞ্চয় সাথে নেবার। কিন্তু দুনিয়াবী ব্যস্ততায় সুযোগ হয়নি। আজ কাল করতে করতে হঠাৎ চোখের আলো নিভে গেছে। জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে। কারু কাছ থেকে বিদায় নেবারও সময় পায়নি। এটা কি তোমার হ'তে পারেনা?

একবার ভেবে দেখ, তোমার জীবনকে ও তোমার পরিবারকে তুমি কত ভালবাস! তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাকে কি তার চাইতে বেশী ভালবাসেন না? তুমি তো অসহায় একটা শিশুরূপে দুনিয়ায় এসেছিলে। এখন তুমি শক্ত-সমর্থ পূর্ণদেহী মানুষ। কিভাবে হ'লে? কে তোমাকে দেড় ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা করলেন? তুমি তো কেবল পেটের মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করাও। কে সেটা সেখানে হযম করিয়ে রক্ত-মাংস ও অস্থি-মজ্জায় পরিণত

করেন? কে তা থেকে তোমার দেহে শক্তি ও মস্তিষ্কে মেধা যোগান? যিনি তোমাকে অলক্ষ্যে থেকে এমন ভালবাসা দিয়ে তোমাকে পরম আদরে গড়ে তুলেছেন, আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, ছায়া দিয়ে, বৃষ্টি দিয়ে, খাদ্য দিয়ে তোমাকে পুষ্ট করে তুলেছেন, জীবন সংগ্রামে তোমাকে বিজয়ী হবার প্রেরণা দিচ্ছেন, সফলকাম করছেন, তার কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি ইবলীসকে সৃষ্টি করেছেন ও তোমাকে তার প্ররোচনা থেকে সাবধান করেছেন। কিন্তু তুমি কি তার থেকে সাবধান হয়েছ? আল্লাহ চান তোমার স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। জেনে-বুঝে ভীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ইবাদত। অন্যান্য প্রাণীর মত বাধ্যগত ইবাদত তিনি তোমার কাছে চান না। কেননা তুমি জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জীব। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত ইবাদত তাই তাঁর নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। সেই ইবাদত কি তুমি তাঁর জন্য পেশ করেছ?

তিনি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি চাননা তোমাকে জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করতে। তাই তোমাকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পথ-পন্থা তোমার সামনে পেশ করেছেন। তার অন্যতম প্রধান পথ হ'ল রামাযানের একমাস ছিয়াম সাধনা। অতএব জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের সুসজ্জিত তেজিয়ান ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বছরের এই বিশেষ মাসটির রহমতের দরিয়ায় ডুব দাও। তুলে নাও রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মণি-মুক্তা সমূহ। তাহ'লে মৃত্যুর পরেই তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে জান্নাতের সুসজ্জিত দৃশ্য। যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি, হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি। ইবলীস বাহিনী চাইবে তোমাকে এ মাসে অধিক ব্যবসায়ে ব্যস্ত রাখতে। তোমার সামনে লোভনীয় অফার দিবে। বিবেক একটু দুর্বল করলেই তুমি পেয়ে যাবে দুনিয়াবী বিলাসের সম্ভার। হ্যাঁ, এখানেই তোমার পরীক্ষা। তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমাকে দেখছেন অলক্ষ্যে থেকে, তুমি এখন কি কর দেখার জন্য। জিনরূপী শয়তান তোমার মধ্যে খটকা সৃষ্টি করবে। মানুষরূপী শয়তান তোমাকে প্রতারণায় ভুলাবে। তোমার মধ্যকার বিবেক তোমাকে ধিক্কার দিবে। প্রশান্ত আত্মা তোমাকে উপদেশ দিবে ও আল্লাহ্র পথ দেখাবে। মন, বিবেক ও প্রশান্ত আত্মার মধ্যে তুমি কাকে অগ্রাধিকার দিবে, সেটাই তো আল্লাহ দেখছেন। যিনি তোমার গর্দানের প্রাণশিরার চাইতেও নিকটবর্তী আছেন। কিন্তু তোমার চর্মচক্ষু তাঁকে দেখতে পাবে না। হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে একবার তাঁকে অনুধাবন

কর। হ্যাঁ, যখন তুমি তাঁকে অনুধাবনে সক্ষম হবে, তখুনি শয়তানকে থুক মেরে তুমি ফিরে আসবে আল্লাহ্র পথে। যেভাবে ফিরে এসেছিলেন ইউসুফ (আঃ) তরুণ বয়সে যুলায়খা থেকে। ফিরে এসেছিল গুহায় আটকে পড়া যুবক তার জীবনের এক চরম পরীক্ষার মুহূর্তে। শয়তানকে হটাতে পারলে অবশ্যই তুমি ফিরে আসবে সেই সরল পথে, যার সন্ধান তুমি পেয়েছ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে।

এসো ফরয ও নফল ছিয়ামের ঢাল দিয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা সমূহকে প্রতিরোধ করি। জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। মনে রেখ, নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার সময়। এরপরে আর সময় পাবেনা। তাই রামাযানের এই সুযোগে এসো আল্লাহ্র রহমতের দরিয়া থেকে আখেরাতের কলস ভরে নেই। ক্বিয়ামতের দিন হাসিমুখে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াবার পাথেয় সঞ্চয় করি। ভেবে দেখ, কারু প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছ কি? কারু সম্মানে আঘাত দিয়েছ কি? কারু সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ কি? আল্লাহ বা বান্দার কোন হক নষ্ট করেছ কি? যদি করে থাক, তাহ'লে আজই মিটিয়ে নাও। বলোনা যে, কাজটি কালকে করব *(মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩)*।

অতএব হে ছায়েম! খালেছ তওবা করে আখেরাতের ডালি ভরতে শুরু কর। ঐ শোন প্রতি রাতে তোমার প্রতিপালকের আহ্বান, হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চলো। হে অকল্যাণের অভিসারী! বিরত হও! *(তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০)*। তুমি কি শুনতে পাও এ আহ্বান ধ্বনি? তাহ'লে আর দেরী করোনা। অলসতার চাদর ছেড়ে উঠে দাঁড়াও। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। সকল নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কর। 'তাসনীম' ঝর্ণার মিশ্রণ যুক্ত জান্নাতের মোহরাংকিত শরাব পানের প্রতিযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-
১৬ই জানুয়ারী ২০২০ বৃহস্পতিবার। *-লেখক।*

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম ভাগ : ছিয়াম	
লেখকের নিবেদন	০৩
ভূমিকা	১১
ছওম বা ছিয়াম	১৫
ছিয়ামের তাৎপর্য ; ছিয়ামের প্রকারভেদ ; রামাযানের ছিয়াম	১৬
হুকুম	১৭
উদ্দেশ্য	১৮
ছিয়ামের ফাযায়েল ; এটি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়	১৮
এর ফলে বিগত সকল গোনাহ মাফ হয়	১৮
ছোট-বড় সকল পাপ থেকে তওবা করতে হবে	২০
রামাযানে জান্নাত ও রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ রাখা হয়। প্রতি রাত্রে বহু জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেওয়া হয়	২৩
আল্লাহ নিজ হাতে পুরস্কার দিবেন	২৬
ছিয়াম ও কুরআন আল্লাহ্র নিকট শাফা'আত করবে	৩৫
ছওম হ'ল জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম	৩৬
ছায়েমের জন্য জান্নাতের 'রাইয়ান' নামক দরজা নির্ধারিত	৩৬
উপকারিতা ; ইতিবৃত্ত	৩৮
প্রচলন	৪১
ছিয়াম হ'ল গোনাহ সমূহের কাফফারা	৪৩
ইহরাম অবস্থায় ত্রুটির কাফফারা	৪৩
হজ্জের ফিদ্ইয়া ; ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফফারা	৪৪

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা ৪৫
শপথ ভঙ্গের কাফফারা ; যিহারের কাফফারা ৪৬
অন্যান্য বিষয়ের কাফফারা ৪৭
রামাযান নুযূলে কুরআনের মাস ৪৮
ছিয়ামের মাসায়েল ; ছিয়ামের নিয়ত করা ৫০
চন্দ্র দর্শন ও রামাযানের ছিয়াম ৫১
চন্দ্রদর্শন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল ৫৩
ছাহাবীগণের আমল ৫৫
চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায় ৫৮
মক্কা থেকে বিভিন্ন দেশের সময়ের পার্থক্য ৫৯
রামাযান ও হজ্জ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত ৬০
মক্কার সাথে ছিয়াম ও ঈদ ৬২
ওআইসির দোহাই ৬৩
সমতল স্থানে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখবে, উঁচু টাওয়ারে বা বিমানে উঠে নয় ৬৪
৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন হ'লে সেখানকার ছালাত ও ছিয়াম ৬৫
বিভিন্ন দেশে সময়ের ভিন্নতা ৬৫
সাহারী ; সাহারীর বরকত সমূহ ৬৬
সাহারী দেরীতে করা ৬৭
সাহারীর আযান ৬৮
ইফতার ; সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে ৬৯
সুন্নাত অনুসরণের ফায়েদা ৭১
ইফতারকালে দো'আ ৭২
ছায়েমের দো'আ কবুল হয় ৭৩
ইফতার করানোর ফযীলত ৭৪
ইফতার বা সাহারীর দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য ৭৪

Contents

কি দিয়ে ইফতার করবে	৭৫
ছিয়াম ভঙ্গের কারণ ; ছিয়ামের ক্বাযা, কাফফারা ও ফিদ্ইয়া	৭৬
ছিয়ামের ফিদ্ইয়া ; মৃতের ক্বাযা অথবা ফিদ্ইয়া	৭৯
রামাযানের ক্বাযা	৮১
ছিয়াম ভঙ্গ হয় না	৮৩
ছায়েম কি কি পরিত্যাগ করবে ; মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করা	৮৪
বাজে কথা ও বেহায়াপনা	৮৪
ছায়েমের জন্য কি কি বৈধ ; নাপাক অবস্থায় ফজর করা	৮৫
মিসওয়াক করা	৮৬
কুলি করা ও নাক ঝাড়া ; স্ত্রীর সাথে মেশা ও চুম্বন দেওয়া	৮৭
খাদ্যের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইনজেকশন নেওয়া	৮৮
কিডনী ডায়ালিসিস করা	৮৮
ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া ; শিঙ্গা লাগানো	৮৮
রোগীকে রক্ত দান করা ; ছিয়াম অবস্থায় দাঁত তোলা	৮৯
খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা	৮৯
চোখে সুর্মা লাগানো ; মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা বা গোসল করা	৯০
আল্লাহ সহজ চান, কঠিন চান না ; সফরে ছিয়াম	৯১
পীড়িত ব্যক্তির ছিয়াম ; ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা	৯২
অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ; গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা	৯৩
নফল ছিয়াম ; নফল ছিয়ামের ফযীলত	৯৫
নফল ছিয়াম সমূহের বিবরণ	৯৬
প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম	৯৬
আইয়ামে বীযের ৩টি ছিয়াম	৯৭
শা'বান মাসের ছিয়াম	৯৯
শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম ; আশূরার ছিয়াম	১০১

আশূরার ছিয়ামের কারণ ১০২
যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ছিয়াম ১০৩
আরাফাহ্র ছিয়াম ১০৪
ছওমে দাঊদী ; নফল ছিয়ামের হুকুম ১০৫
ছিয়ামের নিষিদ্ধ দিবস সমূহ ; ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্তাবলী ১০৭
আমল কবুলের শর্তাবলী ; রামাযানে সালাফদের অবস্থা ১০৯

২য় ভাগ : ক্বিয়াম

রাত্রির ছালাত ১১৩
ছালাতুত তারাবীহ ; তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত ১১৪
তারাবীহ্র জামা‘আত ঈদের জামা‘আতের ন্যায় ১১৪
তারাবীহ্র জামা‘আত ; তারাবীহ্র রাক‘আত সংখ্যা ১১৫
জামা‘আতে তারাবীহ সুন্নাত ১২১
জামা‘আতে তারাবীহ কি বিদ‘আত? ১২২
বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় জামা‘আত চালু ১২৩
তারাবীহ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১২৪
বিশ রাক‘আত তারাবীহ ১২৫
খতম তারাবীহ ১২৭
এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহ ১২৯
বিতর ছালাত ১৩০
কুনূত ১৩২
দো‘আয়ে কুনূত ১৩৩
কুনূতে নাযেলাহ ১৩৬
মুনাজাত ১৩৮
ছালাতে দো‘আর স্থান সমূহ ১৩৯
ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো‘আ ১৪০

প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ ১৪০
ছালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ ; একাকী দু'হাত তুলে দো'আ ১৪১
কুরআনী দো'আ ; তাহাজ্জুদের ছালাত ১৪৩
তাহাজ্জুদে উঠে দো'আ ১৪৪
তাহাজ্জুদ ছালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১৪৭
লায়লাতুল ক্বদর ; ফযীলত ; সময়কাল ১৪৯
ক্বদরের রাত্রি কোন্‌টি ১৫০
লায়লাতুল ক্বদর কিভাবে পালন করবে? ১৫১
ই'তিকাফ ; সময়কাল ১৫৩
কখন প্রবেশ করবে ও কখন বের হবে ১৫৪
শর্ত ; ই'তিকাফ অবস্থায় বৈধ বিষয় সমূহ ১৫৫
মহিলাদের ই'তিকাফ ; মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে ১৫৬
ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ও ই'তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী ১৫৬
যাকাতুল ফিৎর ; হুকুম ১৫৯
ফিৎরা কখন জমা করবে ; কি কি খাদ্যবস্তু ১৬২
পরিমাণ ; ফিৎরা জমা ও বণ্টন ১৬৬
ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ ১৬৭
প্রসিদ্ধ চারটি যঈফ হাদীছ ১৬৯
ছিয়াম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ১৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা (مقدمة المؤلف)

রামাযান মাস মুমিনের জন্য মাসব্যাপী এলাহী প্রশিক্ষণের মাস। ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহভীরুতা অর্জন যার মুখ্য উদ্দেশ্য। যার আল্লাহভীরুতা যত বেশী হবে, তার আত্মশুদ্ধিতা তত বেশী অর্জিত হবে। মনোজগত পরিশুদ্ধ হ'লে কর্মজগত পরিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ্র হুকুমে মানুষ দুনিয়ায় এসেছে, আল্লাহ্র হুকুমে সে দুনিয়া থেকে চলে যাবে। আল্লাহ্র হুকুম মেনেই সে দুনিয়ায় বসবাস করবে। এটাই আল্লাহ্র কাম্য। জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্টি এটা মেনে চলে বাধ্যগতভাবে। কিন্তু মানুষ এটা মেনে চলে তার ইচ্ছা অনুযায়ী। কেননা মানুষের দেহজগত বাধ্য হ'লেও তার জ্ঞানজগতকে আল্লাহ স্বাধীন করে দিয়েছেন। তিনি তাকে ভাল-মন্দ নির্দেশ দিয়ে যুগে যুগে এলাহী হেদায়াত সমূহ পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণের জন্য ইসলামকে তাঁর সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে প্রেরণ করেছেন। সে লক্ষ্যে রামাযান মাসের ক্বদর রজনীতে মানুষের পথপ্রদর্শক হিসাবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড হিসাবে নুযূলে কুরআনের শুভ সূচনা করেছেন। সেই সাথে স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা নাযিল করেছেন ও তাঁর মাধ্যমে হাতে-কলমে দ্বীন বাস্তবায়ন করেছেন। দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের শেষে যা কুরআন ও সুন্নাহ রূপে মানব জাতির চিরন্তন হেদায়াতের উৎস হিসাবে আল্লাহ নিজেই হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা ঐ দু'টি বস্তু মযবূতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছেড়ে যাওয়া দু'টি জীবন্ত মু'জিযা কুরআন ও সুন্নাহ যারা মেনে চলে, তারা ইহকালে ও পরকালে সুখী হয়। আর যারা অমান্য করে

তারা শয়তানের তাবেদারী করে ধ্বংস হয়। যারা আল্লাহকে স্বীকার করে অথচ শয়তানের তাবেদারী করে, তাদের উভয়ের পরিণতি হয় সমান। তাই বান্দাকে পথ বেছে নিতে হবে, দু'টির যেকোন একটি। দু'টি একসঙ্গে নিয়ে চলার ফলাফল হবে শূন্য।

সত্যিকারের আল্লাহভীরুতা মানুষকে শয়তানের অনুসরণ থেকে মুক্তি দেয়। সে সর্বদা হকপন্থী থাকে। বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে না। যেপথে আল্লাহ খুশী হন, সেপথে সে দৃঢ় থাকে। সেকারণ শয়তান সর্বদা তার অন্তরে সন্দেহের খটকা সৃষ্টি করে। যাতে সে সত্যচ্যুত হয় ও মিথ্যার অনুসারী হয়। তাই শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মুমিনের উপর আল্লাহ বছরের একটি মাস রামাযানের ছিয়াম ফরয করে দিয়েছেন তাক্বওয়ার অনুশীলনের জন্য। এই সাথে সারা বছর নফল ছিয়াম সমূহের মাধ্যমে মুমিনের মধ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহভীরুতার প্রশিক্ষণ চলে।

ছায়েম যখন নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে ও এলাহী তারবার্তা অনুধাবন করে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য অন্তর্দৃষ্টিতে অবলোকন করে; অতঃপর তারাবীহ বা তাহাজ্জুদে রাত্রি জাগরণ করে, তখন তার অন্তরজগত পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় তার কর্মজগত উজ্জীবিত হয়। রামাযানের একমাস আল্লাহভীরুতার অনুশীলন তাকে পরবর্তী মাস সমূহে সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে জীবন নদীর উত্তাল তরঙ্গে তাক্বওয়ার নোঙর মুমিনকে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ় রাখে। হাযারো তরঙ্গাভিঘাতে সে জান্নাতের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় না।

আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা তাঁর রহমতের মধ্যে বেষ্টিত রাখুন এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

কৈফিয়ত :

বহুদিনের চাহিদা ছিল এটি। প্রতি বছর ই'তিকাফে বসে এর তীব্রতা অনুভূত হয়। অনেক আগেই সব প্রস্তুত থাকলেও আল্লাহ্র রহমত শামেলে হাল না হওয়ায় এতদিন বইটি বের হয়নি। এবার সম্ভব হ'ল বিধায় তাওফীকদাতা

আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিমধ্যে তাফসীরুল কুরআনের ২৬-২৮ ও ২৯তম পারা পৃথক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাথে 'তাফসীরুল কুরআনে'র বাকী পারা সমূহের কাজ চলছে। এরই ফাঁকে অন্যান্য বইয়ের সাথে এ বইটি বের করতে পারায় আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া।

জীবন রবির আলো যত ম্লান হচ্ছে, কর্মের তালিকা তত দীর্ঘ হচ্ছে। তাই আল্লাহ্র রহমত এবং সহৃদয় পাঠক ও শুভাকাংখী ভাই-বোনদের আন্তরিক দো'আ ব্যতীত অন্য কিছুই কাম্য নয়।

পরিশেষে অত্র গ্রন্থটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করি- আমীন!

Contents

الجزء الأول

الصيام

১ম ভাগ
ছিয়াম

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

ছওম বা ছিয়াম :

الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ অর্থ الصَّمْتُ وَالإِمْسَاكُ চুপ থাকা, কথা বলা হ'তে বিরত থাকা *(কুরতুবী)*। যা পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ এবং একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় *(মিছবাহুল লুগাত)*। যেমন হযরত মারিয়াম (আঃ)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا– 'যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তাহ'লে তাকে ইশারায় বলে দিয়ো, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবে না' *(মারিয়াম ১৯/২৬)*। তখন এর অর্থ ছিল কথা বলা হ'তে বিরত থাকা। অমনিভাবে নিঃসন্তান যাকারিয়া (আঃ)-কে সন্তান দানের নিদর্শন হিসাবে আল্লাহ তাকে বলেন, آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا– 'তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি লোকদের সাথে একটানা তিন দিন কথা বলবে না' *(মারিয়াম ১৯/১০)*। এতে বুঝা যায় যে, বিগত যুগে ছিয়াম অর্থ ছিল চুপ থাকা বা কথা বলা হ'তে বিরত থাকা।

ইসলামী পরিভাষায় 'ছিয়াম' অর্থ, الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ النِّيَّةِ– 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকা'। এর অর্থ 'রোযা' নয়, যেমন 'ছালাত' অর্থ 'নামায' নয়। ইসলামের বাকী তিনটি স্তম্ভ ঈমান, যাকাত ও হজ্জের ন্যায় ছালাত ও ছিয়াম স্ব স্ব আরবী নামেই পরিচিত হবে। নামায বা রোযা নামে নয়। কারণ এ দু'টি ফার্সী শব্দ। যেখানে 'নামায' অর্থ পূজা, বিনয় ইত্যাদি এবং 'রোযা' অর্থ উপবাস। যার মাধ্যমে ইসলামী ছালাত ও ছিয়ামের মূল অর্থ ও মর্ম স্পষ্ট হয় না।

বাহ্যিক তিনটি প্রধান বিষয় পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকাকে ছিয়ামের মূল হিসাবে গণ্য হয়েছে। নইলে ছিয়ামের সারকথা হ'ল, الْإِمْسَاكُ عَنْ

كُلِّ الْمُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَعَ النِّيَّةِ– 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে ছিয়াম ভঙ্গকারী বা ছিয়ামে ত্রুটি সৃষ্টিকারী সকল বস্তু হ'তে নিজেকে বিরত রাখা' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪০০)*। আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা না থাকলে তাকে 'ছিয়াম' বলা হবে না। সেটি স্রেফ উপবাস হবে। যা অমুসলিমদের অনেকে করে থাকেন।

ছিয়ামের তাৎপর্য :

ছিয়ামের তাৎপর্য হ'ল আল্লাহ্র দাসত্বের জন্য মনোজগতকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আর ইবাদত হ'ল তিন ধরনের। (১) আত্মিক ইবাদত (২) দৈহিক ইবাদত ও (৩) আর্থিক ইবাদত। ছিয়ামের মাধ্যমে তিনটি ইবাদত একসাথে করা হয়। যা সম্ভব হয় কেবলমাত্র আল্লাহভীরুতার মাধ্যমে। আর আল্লাহভীরুতা অর্জনই হ'ল ছিয়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহভীরুতা না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ শয়তানের তাবেদার হবে। তাতে পৃথিবী অশান্তি ও বিশৃংখলায় ভরে যাবে। ছিয়াম সাধনার মূল তাৎপর্য এখানেই।

ছিয়ামের প্রকারভেদ :

ছিয়াম ফরয ও নফল দু'ভাগে বিভক্ত। (ক) ফরয ছিয়াম তিন প্রকার। (১) রামাযান মাসের ছিয়াম (২) কাফফারা সমূহের ছিয়াম (৩) মানতের ছিয়াম *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ছিয়াম' অধ্যায় ১/৪০১ পৃ.)*। প্রথমে ফরয ছিয়ামের আলোচনা করা হবে। অতঃপর বাকীগুলি পরে আলোচনা হবে। নফল ছিয়াম সারা বছর রাখা হয়। নফল ছিয়ামের আলোচনা শেষে করা হবে।

ফরয ছিয়াম :

রামাযানের ছিয়াম

এটি ফরয। যা ২য় হিজরীর ২রা শা'বান সোমবার ফরয করা হয়। যা ছিল হিজরতের ১৮ মাসের মাথায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে বায়তুল্লাহ তথা কা'বা গৃহের দিকে ক্বিবলা ফিরানোর আদেশ হওয়ার এক মাস পর'।[১]

১. মির'আত 'ছওম' অধ্যায় শিরোনাম আলোচনা ৬/৩৯৯ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪০১ পৃ. 'ছওমে রামাযানের হুকুম' অনুচ্ছেদ।

(১) আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ’ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

(২) জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ : شَهْرَ رَمَضَانَ، আমার উপরে আল্লাহ ছিয়ামের কতটুকু ফরয করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, রামাযান মাসের ছিয়াম’ *(বুখারী হা/১৮৯১)*।

বিগত উম্মতগুলির ছিয়ামের ধরণ জানা যায় না। কেবল এতটুকু যে, ইহূদী-নাছারাদের ছিয়ামে সাহারী ছিল না’।[২] আমাদের ছিয়ামে সাহারী আছে।

(৩) ছিয়ামে রামাযান ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ– ‘ইসলাম দণ্ডায়মান রয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের উপরে : (১) সাক্ষ্য দেওয়া এই মর্মে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল (২) ছালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) হজ্জ করা ও (৫) রামাযানের ছিয়াম পালন করা’।[৩]

হুকুম :

কোন মুসলমান রামাযানের ‘ফারযিয়াত’কে অস্বীকার করলে সে উম্মতের ঐক্যমতে ‘কাফের’। আর যদি কোনরূপ শারঈ ওযর ছাড়াই স্রেফ অবহেলা ও অলসতা বশে ইচ্ছাকৃতভাবে রামাযানের ছিয়াম পরিত্যাগ করে, তাহ’লে সে হবে ‘কবীরা গোনাহগার’। বিশুদ্ধচিত্তে তওবা না করা পর্যন্ত তার ঐ পাপের কোন ক্ষমা নেই। তাকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং যথা নিয়মে রামাযানের ছিয়াম পালন শুরু করতে হবে।[৪]

---

২. মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩, রাবী ‘আমর বিন আছ (রাঃ)।
৩. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।
৪. রিয়াদ : ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৪৩ পৃ.।

তার পিছনের ছিয়ামের ক্বাযা আদায়ের প্রয়োজন নেই।[৫] উমরী ক্বাযা বলে কোন কথা শরী'আতে নেই।

উদ্দেশ্য :

মাসব্যাপী অনুশীলনে মাধ্যমে আল্লাহভীরুতা অর্জন করা। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানসিক তৃপ্তি লাভ করা এবং বৈষয়িক জীবনে পরিশুদ্ধিতা অর্জন করা।

ছিয়ামের ফাযায়েল (فضائل الصيام)

এটি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। এজন্য আল্লাহ ছিয়াম পালনকারী মুমিন নর-নারীর প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا– 'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়ী পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*।

এর ফলে বিগত সকল গোনাহ মাফ হয় :

(ক) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ– 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও

৫. শায়খুল ইসলাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.), আল-ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ ৪৬০ পৃ.; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.), মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৯/৮৯ পৃ.।

ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয় এবং যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির (নফল) ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়'।[৬]

إِيْمَانًا 'ঈমানের সাথে' অর্থ আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এবং ছিয়ামের ফরযিয়াতের উপর সন্তুষ্টির সাথে। إِحْتِسَابًا 'ছওয়াবের আশায়' অর্থ পূর্ণ পুরস্কার লাভের আশায়। যে পুরস্কারে সে দৃঢ় আশা পোষণ করবে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। 'সকল গোনাহ' অর্থ 'সকল ছগীরা গোনাহ'। কেননা কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না *(নাজম ৫৩/৩২)*। কিন্তু ছগীরা গোনাহ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যেকোন সময় মাফ করে দিতে পারেন। আবার পাকড়াও করতে পারেন। কারণ তওবা না করলে আমলনামায় সবই লিপিবদ্ধ থাকবে এবং ক্বিয়ামতের দিন ছোট-বড় সব গোনাহ হাযির করা হবে *(কাহফ ১৮/৪৯)*। বলা বাহুল্য মুমিনকে জান্নাতে নেওয়ার জন্যই আল্লাহ তার ছগীরা গোনাহ সমূহকে ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বা, হজ্জ, ওমরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

আর 'ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা' ব্যতীত ছিয়ামে বা কোন সৎকর্মে কোনরূপ কল্যাণ নেই। কেননা পরকালীন মুক্তির সংকল্প এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কোন সৎকর্মই আল্লাহ কবুল করেন না এবং তাতে সফলতা আসে না।

উক্ত হাদীছে বর্ণিত ক্ষমা প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত হ'ল ছায়েমকে 'পূর্ণ ঈমানের সাথে' ও 'ছওয়াবের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা' নিয়ে রামাযানের ছিয়াম পালন করতে হবে। লোক দেখানো বা শুনানো বা গতানুগতিক ছিয়াম নয়। ছিয়াম যাতে ত্রুটিমুক্ত থাকে এবং তার ছওয়াব যেন পুরা মাত্রায় পাওয়া যায়, সেজন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যেমন পরীক্ষার হলে ছাত্র তার খাতায় সর্বাধিক সুন্দরভাবে লেখার চেষ্টা করে।

একই হাদীছে একই শর্তে 'ক্বিয়ামে'র কথা এসেছে। অতএব দিনের ছিয়াম ও রাতের ক্বিয়াম দু'টো মিলে ছিয়ামের পূর্ণতা আসে। যদিও ক্বিয়াম নফল

৬. বুখারী হা/৩৮, ৩৭; মুসলিম হা/৭৬০, ৭৫৯; মিশকাত হা/১৯৫৮।

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটি রামাযানের নিদর্শনের মধ্যে গণ্য এবং ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহের (لِأَنَّهُ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ) অন্তর্ভুক্ত। যা ঈদায়নের সাথে সামঞ্জস্যশীল।[৭] তাই ক্বিয়াম বিহীন ছিয়াম জামা-টুপীহীন মুছল্লীর মত। যাকে দেখে চেনা যায় না এবং সে মুছল্লীর সম্মানও পায় না। তাই কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে বিরত থাকার সাথে সাথে ছগীরা গোনাহ সমূহ হ'তেও বিরত থাকতে হবে। তাতে বান্দা দ্রুত আল্লাহ্র ক্ষমা প্রাপ্ত হবে।

আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، 'যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কর্ম সমূহ হ'তে বেঁচে থাকে ছোটখাট পাপ ব্যতীত, (সে সকল তওবাকারীর জন্য) তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী' *(নাজম ৫৩/৩২)*।

ছোট-বড় সকল পাপ থেকে তওবা করতে হবে :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا– 'হে আয়েশা! তুচ্ছ গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকো। কেননা উক্ত বিষয়েও আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কৈফিয়ত তলব করা হবে'।[৮] অতএব ছগীরা গোনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ভুল। আর এটাই সঠিক যে, لاَ صَغِيْرَةَ فِي الْإِصْرَارِ وَلاَ كَبِيْرَةَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ– 'বারবার ছগীরা গোনাহ করলে সেটি আর ছগীরা থাকে না এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তা আর কবীরা থাকে না' যেমনটি হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ বলেছেন।[৯]

(খ) তওবা না করলে সেগুলি আমলনামায় যুক্ত হয়ে ঐ ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন বিচারের সম্মুখীন করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

৭. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৩২১ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ ২০১১ পৃ. ১৭৩।
৮. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; দারেমী হা/২৭২৬; বায়হাক্বী শো'আব হা/৭২৬১; মিশকাত হা/৫৩৫৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬, রাবী আয়েশা (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৭৩১।
৯. ছহীহ মুসলিম, শরহ নববী হা/৮৯-এর আলোচনা, ২/৮৭ পৃ.।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلاَ كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– ‘অতঃপর পেশ করা হবে আমলনামা। তখন তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় আফসোস! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি, সবকিছুই গণনা করেছে? আর তারা তাদের কৃতকর্ম সমূহ সামনে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাউকে যুলুম করেন না’ *(কাহফ ১৮/৪৯)*। অতএব নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত ছোট-বড় সকল পাপ হ’তে তওবা করা উচিৎ।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَّ ذَنْبَ لَهُ– ‘পাপ থেকে তওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির ন্যায়’।[১০] তিনি বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ– ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী সেই-ই, যে সর্বাধিক তওবাকারী’।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ৭০ বা ১০০ বার (অর্থাৎ অসংখ্য বার) তওবা করতেন।[১২] তওবা করার নিয়ম হ’ল, আল্লাহ্র হক হ’লে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা, সে কাজ থেকে ফিরে আসা এবং কখনোই সে কাজ না করা। আর বান্দার হক হ’লে সে ব্যাপারে বান্দার নিকট থেকে দায়মুক্ত হওয়া ও তার ক্ষমা নেওয়া এবং উপরের তিনটি কাজ করা। নইলে তওবা যথার্থ হবে না এবং সে তওবা কবুল হবে না *(দ্র. নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন ‘তওবা’ অধ্যায়)*। অতএব মুমিনকে সর্বদা তওবায় অভ্যস্ত হ’তে হবে এবং রামাযানে সেটি আরও বেশী বেশী করতে হবে। মূলতঃ মুমিনকে জান্নাতে নেওয়ার জন্যই আল্লাহ তার ছগীরা গোনাহ সমূহের কাফফারার ব্যবস্থা করেছেন।

---

১০. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৩০০৮।

১১. তিরমিযী হা/২৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১, রাবী আনাস (রাঃ)।

১২. বুখারী হা/৬৩০৭; মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৩, ২৩২৫ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় ‘ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা’ অনুচ্ছেদ-৪, রাবী আবু হুরায়রা ও আগার্র আল-মুযানী (রাঃ)।

(ঘ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَّا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ– 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত এবং এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ ও এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান, এর মধ্যেকার সকল গুনাহের কাফফারা হয়, যখন সে কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকে'।[১৩]

(ঙ) হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন,

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– الْمِنْبَرَ فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً أُخْرَى فقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقِيَ عَتَبَةً ثَالِثَةً فقَالَ آمِينَ ثُمَّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ قَالَ وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْتُ آمِينَ فقَالَ وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার 'আমীন' বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন'! ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার

১৩. মুসলিম হা/২৩৩; মিশকাত হা/৫৬৪ 'ছালাত' অধ্যায়।

কথা বলা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর সে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। আমি বললাম, আমীন'![১৪] হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও একই মর্মের বর্ণনা এসেছে।[১৫] তবে সেখানে বিস্তারিত নেই।

অত্র হাদীছে সর্বাধিক আল্লাহভীরুতা অর্জনের মাধ্যমে এবং সর্বাধিক ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানোর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। যাতে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়।

আবু হাতেম বলেন, অত্র হাদীছে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কারু জন্য আত্মপ্রশংসায় আগ্রহী হওয়া উচিৎ নয়। যেমন মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে প্রথম দু'বার রাসূল (ছাঃ) নিজে থেকে 'আমীন' বলেছেন। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি চুপ ছিলেন। তখন জিব্রীল তাঁকে বলতে বললে তিনি বললেন, আমীন! কারণ এটি ছিল তাঁর নিজের উপর দরূদ পড়ার বিষয়'।[১৬]

রামাযানে জান্নাত ও রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ রাখা হয়। প্রতি রাত্রে বহু জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেওয়া হয় :

(ক) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ– 'যখন রামাযানের প্রথম রাত্রি আগমন করে, তখন বিতাড়িত শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়; তার কোন দরজা খোলা থাকে না। আর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন,

১৪. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী।
১৫. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬, হাদীছ হাসান ছহীহ।
১৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, তাহকীক : শু'আইব আরনাঊত্ব।

‘হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে এসো! হে অকল্যাণের অভিসারী বিরত হও! এ মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্ত করা হয়। আর এরূপ (আহ্বান ও জাহান্নাম হ’তে মুক্ত) প্রতি রাত্রিতে করা হয়’।[১৭]

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ : فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ– ‘যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় ও জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়’। আরেক বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়’।[১৮]

এ কারণেই রামাযান মাসে পৃথিবীতে দুষ্কৃতি কমে যায়। কেননা বড় বড় শয়তানগুলিকে এ মাসে শৃঙ্খলিত করা হয়। আর জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। কেননা এ মাসে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী নেকীর কাজ হয়, যার ছওয়াব সর্বদা আকাশে উত্থিত হ’তে থাকে। আর রহমতের দরজা সমূহ খোলা থাকার কারণেই রামাযানে পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের শান্ত পরিবেশ বজায় থাকে।

‘বড় শয়তানগুলি শৃঙ্খলিত হয়’ এবং ‘প্রতি রাতে আহ্বানকারী ফেরেশতা মানুষকে আহ্বান করে’ বিষয়গুলি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জিন ও ফেরেশতা মানুষের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত উপরোক্ত গায়েবী বিষয় সমূহ আমাদের কেবল বিশ্বাস করে যেতে হবে। কেউ অস্বীকার করলে তাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের সন্দেহবাদ ও অহেতুক কল্পনা বিলাস থেকে মুমিনদের সাবধান থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে, নবীর যবান থেকে কোন মিথ্যা কথা বের হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তরুণ হাদীছ লেখক ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর-কে নিজের যবানের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, اُكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلاَّ

১৭. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০ ‘ছওম’ অধ্যায়।
১৮. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬ ‘ছওম’ অধ্যায়।

حَقٌّ– ‘তুমি হাদীছ লেখ। মনে রেখ, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, এই যবান থেকে ‘হক’ ব্যতীত কিছুই বের হয় না’।[১৯]

(গ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَآءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ؛ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْــرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ– ‘তোমাদের নিকটে রামাযান মাস আগমন করেছে। যা বরকতমণ্ডিত মাস। আল্লাহ এ মাসের ছিয়াম তোমাদের উপরে ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ থাকে ও বড় শয়তানগুলি শৃঙ্খলিত থাকে। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ’ল, সে (আল্লাহ্র বিশেষ রহমত থেকে) বঞ্চিত হ’ল’।[২০]

(ঘ) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَــدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مَحْــرُومٌ– ‘এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাসের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ’ল, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ’ল। আর হতভাগারাই কেবল এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়’।[২১]

উদয়াচল ও অস্তাচলের পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লায়লাতুল ক্বদরে পার্থক্য হবে। যেখানে যে সময় এই রাত উপস্থিত হবে, সেখানে সেই সময় রাতে উক্ত ছওয়াবের আশায় ইবাদত করতে হবে। এ সময় প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয় প্রহরে আল্লাহ পাক নিম্ন আকাশে নেমে আসেন ও বান্দার প্রার্থনা

১৯. হাকেম হা/৩৫৯; আহমাদ হা/৬৮০২; দারেমী হা/৪৮৪, সনদ ছহীহ।
২০. নাসাঈ হা/২১০৬; আহমাদ হা/৮৯৭৯; মিশকাত হা/১৯৬২।
২১. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৪; মিশকাত হা/১৯৬৪ ‘ছওম’ অধ্যায়।

শ্রবণ করেন।[২২] তিনি কিভাবে নামেন, এ সময় তাঁর আরশ খালি হয়ে যায় কি-না, এগুলি স্রেফ শয়তানী খটকা মাত্র। কেননা গায়েবী বিষয়ে লৌকিক জ্ঞানের কোন প্রবেশাধিকার নেই। এ বিষয়ে নবী-রাসূলদের উপর বিশ্বাস করা ব্যতীত কোন উপায় নেই। বস্তুতঃ না দেখে বিশ্বাস করার নামই হ'ল ঈমান। আর ঈমানের ৬টি স্তম্ভের প্রতিটিই হ'ল অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত হ'ল কুফরী।

মনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহকে সরাসরি দেখতে চাওয়ার অপরাধেই ৭০ জন ইহূদী নেতা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল। পরে মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনা কবুল করে আল্লাহ তাদের পুনরায় জীবিত করেন *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাযত করুন!

আল্লাহ নিজ হাতে পুরস্কার দিবেন :

ছিয়ামের সবচেয়ে বড় ফযীলত এই যে, আল্লাহ নিজ হাতে এর ছওয়াব দিবেন। নিঃসন্দেহে তা সবচাইতে বেশী এবং যা কল্পনারও বাইরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ-

'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ হ'তে সাতশ' গুণ প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, তবে 'ছওম' ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই এর পুরস্কার দেব। সে তার

২২. ক্বদর ৯৭/৪-৫ আয়াত; বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

যৌনাকাঙ্ক্ষা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি তার ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময়। ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম পালন করবে, তখন সে কোন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন সে যেন বলে, আমি 'ছায়েম'।[২৩]

উক্ত হাদীছে ছিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) অন্য সকল সৎকর্মের মধ্যে ছিয়ামকে আল্লাহ নিজের জন্য খাছ করে নিয়েছেন। সেকারণ অন্ধকারে বা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছায়েম কখনোই খানাপিনা ও যৌনসম্ভোগ করে না স্রেফ আল্লাহ্র ভয়ে। আর কতই না ভাল হ'ত, যদি না সে আল্লাহ্র ভয়ে অন্য পাপও না করত! (২) ছায়েমের পুরস্কার আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। যার অর্থ এই পুরস্কারের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، 'কোন্ সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে বহুগুণ বেশী প্রদান করবেন?' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*। আর ছিয়াম হ'ল আল্লাহকে দেওয়া অগ্রিম ঋণ সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঋণ। মানুষ মানুষের ঋণ পরিশোধ না করলেও আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার ঋণ পরিশোধ করবেন এবং বহুগুণ বেশী ফেরৎ দিবেন।

ছিয়ামের গুরুত্বের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, ছায়েম কেবল আমারই জন্য খানাপিনা ও যৌনসম্ভোগ হ'তে বিরত থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। যেমন (ক) আল্লাহ্র নিষেধ সমূহ হ'তে বিরত থাকা। (খ) আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা। (গ) কষ্টকর বিষয় সমূহের উপর ছবর করা। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ইত্যাদি। আর ছবরের পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

২৩. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১ (১৬৪); ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; মিশকাত হা/১৯৫৯।

'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের ধৈর্য্যের পুরস্কার পাবে অপরিমিত ভাবে' *(যুমার ৩৯/১০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَّحَرِيرًا– 'ধৈর্যধারণের পুরস্কার হিসাবে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করবেন' *(দাহ্র ৭৬/১২)*।

(৩) 'ছায়েমের জন্য দু'টি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে। একটি হ'ল তার ইফতারকালে'। কারণ ছিয়ামের এই আনন্দ হ'ল নিষ্কাম। যাতে থাকে প্রচুর মানসিক তৃপ্তি। দুনিয়ার কোন কিছুর সাথে যার তুলনা হয় না। এছাড়া ছিয়াম সঠিকভাবে পালনের পর তিনি আল্লাহ্র দেওয়া পবিত্র ও হালাল রূযী দিয়ে ইফতার করছেন এবং তাঁর অশেষ রহমত ও মাগফেরাত লাভে ধন্য হচ্ছেন। অথচ বহু লোক এই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত। ফলে তারা ছিয়াম রাখেনা এবং এই গভীর আত্মতৃপ্তি ও পবিত্র আনন্দ লাভ করেনা। অথচ তারাও খেয়ে-দেয়ে ফূর্তি করে, যেমনটি অন্য জীব-জন্তু করে থাকে। তাদের মধ্যে ফূর্তি আছে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। আনন্দ আছে, কিন্তু সুখ নেই। এ তৃপ্তি ও সুখ কেবল ঈমানদাররাই পায়, অন্যেরা নয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

মনে রাখতে হবে যে, খাদ্য ভক্ষণের জন্য শর্ত হ'ল দু'টি : পবিত্র ও রুচিকর হওয়া এবং হালাল হওয়া। আল্লাহ বলেন, يَآ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَّلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ– 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ– 'হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২৪] সেকারণ নিজের গাছের কলা পচা হ'লে তা খাওয়া যাবেনা। আবার চুরি করা কলা সুন্দর হ'লেও তা ভক্ষণ করা যাবেনা।

অতএব ইফতারকারী ও যিনি ইফতার করাবেন, উভয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। যিনি ইফতার বা সাহারী করান, তার দেওয়া ইফতারে বা

২৪. বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭, রাবী আবুবকর (রাঃ); ছহীহাহ হা/২৬০৯।

সাহারীতে খুঁৎ তালাশ করা ছায়েমের কাজ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। তিনি বলেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى، 'একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। অতএব ছায়েম কেবল মেযবানের কল্যাণের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করবেন।

দ্বিতীয় আনন্দ হ'ল আল্লাহ্র সাথে দীদারকালে'। সেদিন আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে নিজ হাতে অঢেল পুরস্কার দান করবেন। যারা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য এবং নিজেকে পবিত্র করার জন্য ছিয়াম রেখেছে, কাউকে দেখানো বা শুনানোর জন্য নয় বা গতানুগতিক ছিয়াম নয়, কেবল তারাই এই সৌভাগ্য লাভ করবেন।

(৪) 'তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময়'। কথাটি অন্য বর্ণনায় কসম সহ এসেছে। যেমন, وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِّيحِ الْمِسْكِ– 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, ছায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট ক্বিয়ামতের দিন মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময় হবে'।[২৫]

কেননা এটি আল্লাহ্র জন্য ছিয়ামের কারণে হয়ে থাকে, অন্য কারণে নয়। ফলে সেটি আল্লাহ্র নিকটে অতীব প্রিয়। যদিও দুর্গন্ধ হওয়ার কারণে মানুষের নিকট অপ্রিয়। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, ছায়েমকে তার মুখ দুর্গন্ধযুক্ত রাখতে হবে। বরং সে প্রয়োজনে সকাল-বিকাল নিয়মিত মিসওয়াক করবে, যাতে দুর্গন্ধ না হয়। কেননা সে মিসওয়াক করুক বা না করুক, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখ অবশ্যই মিশকের খোশবুর চাইতে সুগন্ধিময় হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে ছিয়ামের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

'মিসওয়াক' দ্বারা প্রচলিত কাঁচা বা শুকনা ডালের মিসওয়াক ও পেস্ট-ব্রাশ সবকিছুকে বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

২৫. মুসলিম হা/১১৫১ (১৬৩); বুখারী হা/১৯০৪, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ-

‘যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না হ’ত, তাহ’লে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেরীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম’।[২৬] এখানে ‘প্রতি ছালাতে’ অর্থ ‘প্রতি ছালাতের জন্য ওযূ করার সময়’। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ ও مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ ‘প্রত্যেক ওযূর সাথে বা সময়ে’।[২৭] অত্র হাদীছ মেনে চললে ছায়েমের মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার অবকাশ থাকবে না। কিছু ভাই মুছাল্লায় দাঁড়িয়ে পকেট থেকে যয়তুন ডাল বের করে দ্রুত মিসওয়াক শেষে কুলি করা ছাড়াই সেটি পকেটে রেখে ছালাত পড়েন। এটি পবিত্রতার বিরোধী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ- ‘মিসওয়াক হ’ল মুখ পবিত্রকারী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনকারী’।[২৮] অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

(৫) ‘ছিয়াম হ’ল ঢাল স্বরূপ’। কারণ এটি ছায়েমকে যাবতীয় বাজে কথা ও বাজে কাজ থেকে বিরত রাখে। প্রবৃত্তির চাহিদা ও যৌনাকাঙ্ক্ষা দমিত করে। যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ- ‘জাহান্নাম বেষ্টিত হয়ে আছে প্রবৃত্তি সমূহ দ্বারা এবং জান্নাত বেষ্টিত হয়ে আছে কষ্টসমূহ দ্বারা’।[২৯]

‘ছিয়াম’ মুমিনের দেহজগত ও মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটি যৌনাকাঙ্ক্ষাকে দমিত করে। এটি ছগীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে মুমিনকে বিরত রাখে। সেকারণ এটি ঢাল স্বরূপ।

---

২৬. বুখারী হা/৭২৪০; মুসলিম হা/২৫২; মিশকাত হা/৩৭৬ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়-৩, ‘মিসওয়াক’ অনুচ্ছেদ-৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

২৭. আহমাদ হা/৭৫০৪ ও বুখারী- তা‘লীক্ব ‘ছওম’ অধ্যায়, ২৭ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০, ১/১০৯ পৃ.।

২৮. নাসাঈ হা/৫; আহমাদ হা/২৪২৪৯; মিশকাত হা/৩৮১; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬৯৫।

২৯. বুখারী হা/৬৪৮৭; মুসলিম হা/২৮২২; মিশকাত হা/৫১৬০ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(ক) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ، يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، 'ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ। যার মাধ্যমে বান্দা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে'।[৩০]

(খ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ– 'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখতে এবং গুপ্তাঙ্গের হেফাযতে অধিক কার্যকর হয়। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা এটি তার জন্য কর্তনকারী'।[৩১] অর্থাৎ যৌনাকাঙ্ক্ষা কর্তনকারী।

(গ) বিবাহে অসমর্থ ছাহাবী ওছমান বিন মায'ঊন (রাঃ) নিজে 'খোজা' (খাসী) হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خِصَاءُ أُمَّتِى الصِّيَامُ– 'আমার উম্মতের খোজাকরণ হ'ল ছিয়াম পালন করা'।[৩২] কেননা এটি যৌনাকাঙ্ক্ষাকে দমন করে।

(৬) فَلاَ يَرْفُثْ 'মন্দ কথা বলবেনা' যা মানুষকে যৌনতায় প্রলুব্ধ করে। যেমন কথার যেনা হ'ল বলা, চোখের যেনা হ'ল দেখা, কানের যেনা হ'ল শোনা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ের যেনা হ'ল এগিয়ে যাওয়া, মনের যেনা হ'ল কামনা করা। অতঃপর গুপ্তাঙ্গ সেটিকে বাস্তবায়িত করে'।[৩৩] এজন্য সকল পর্ণো সাইট ও বাজে সাহিত্য থেকে দূরে থাকতে হবে। গৃহের পরিবেশকে ছবি-মূর্তি ও গান-বাজনা

৩০. আহমাদ হা/১৫২৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৩০৮।
৩১. বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০।
৩২. শারহুস সুন্নাহ ১/৩৬৪ পৃ.; আহমাদ হা/৬৬১২; ছহীহাহ হা/১৮৩০।
৩৩. বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

হ'তে মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও সকল প্রকার মিথ্যা এবং অনর্থক কথা ও কাজ হ'তে বিরত থাকতে হবে।

(ক) সফলকাম মুমিনের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ– 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে দূরে থাকে' *(মুমিনূন ২৩/৩)*। (খ) তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا– 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। আর যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। (গ) তিনি আরও বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ– 'যখন তারা অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। তোমাদের প্রতি সালাম (অর্থাৎ পরিত্যাগ)। আমরা মূর্খদের সাথে কথায় জড়াতে চাই না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। রামাযানে ছায়েমদের মধ্যে উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহের মাসব্যাপী নিয়মিত অনুশীলন হয়ে থাকে।

আবুবকর বিন দাস্সাহ (মৃ. ৩৪৬ হি.) বলেন, আমি ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে ৫ লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছি। তার মধ্য থেকে আমার এই সুনান গ্রন্থে 'আহকাম' বিষয়ে ৪৮০০ হাদীছ বাছাই করেছি। কিন্তু 'যুহদ' (দুনিয়া ত্যাগ) ও 'ফাযায়েল' (মাহাত্ম্য) সম্পর্কে কোন হাদীছ জমা করিনি। কারণ আমি মনে করি, একজন মুমিনের তার দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট। (১) إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'সকল কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। (২) اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ 'হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট। আর উভয়ের মধ্যবর্তী বহু বিষয় রয়েছে অস্পষ্ট। যে ব্যক্তি অস্পষ্ট বিষয়ে পতিত হ'ল, সে ঐ রাখালের মত, যে আইলের নিকটে পশু চরায়। যেকোন সময় অন্যের ফসলে পশু ঢুকে

পড়তে পারে'। (৩) مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ– 'সুন্দর ইসলামের নিদর্শন হ'ল অহেতুক কাজ পরিহার করা'। (৪) لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ– 'কেউ পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে তার অপর ভাইয়ের জন্য সেটা ভালবাসে, যেটা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।[৩৪]

মন্দ সমূহের মধ্যে সেরা হ'ল মদ ও ব্যভিচার। সেই সাথে সকল মন্দ কথা ও কর্ম এবং হারাম উপার্জন সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। কষ্ট সমূহের মধ্যে সেরা হ'ল নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ও যাকাত দেওয়া এবং ছিয়াম পালন করা। সেই সাথে সকল সুন্দর কথা ও কর্ম এবং হালাল উপার্জন সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটির পরিণাম জাহান্নাম এবং দ্বিতীয়টির পুরস্কার জান্নাত। ছিয়াম মুমিনকে সকল ফাহেশা কাজ থেকে বিরত রাখে বিধায় এটি জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে ছিয়াম সকল নেকীর কাজে উদ্বুদ্ধ করে বিধায় এটি জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হিসাবে গণ্য। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল (ছাঃ) উদাহরণ স্বরূপ বলেন, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، 'অতএব যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম পালন করে, তখন সে মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না' *(বুঃ মুঃ)*।

---

৩৪. শামসুল হক আযীমাবাদী (১২৭৩-১৩২৯ হি.), 'আওনুল মা'বূদ শরহ সুনান আবু দাউদ, তাহকীক : আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ ওছমান (মদীনা : মাকতাবা সালাফিইয়াহ, ২য় মুদ্রণ ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খৃ.) মুহাক্কিকের ভূমিকা ১/৫ পৃ.); বাদরুদ্দীন 'আয়নী হানাফী (৭৬২-৮৫৫ হি.), 'উমদাতুল ক্বারী শরহ ছহীহুল বুখারী (বৈরূত : দার এহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি) ১/২২ পৃ.।
(১) বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১; (২) বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২; (৩) তিরমিযী হা/২৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯; (৪) বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১। উল্লেখ্য যে, 'উমদাতুল ক্বারী-তে لاَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ লিখিত হয়েছে। যা বর্ণিত হয়েছে হিলইয়াতুল আউলিয়া-তে ৮/২৫ পৃ.। যা কোন হাদীছ নয়, বরং ইব্রাহীম বিন আদহাম (মৃ. ১৬২ হি.)-এর বক্তব্য। যাতে কেবল يُحِبَّ-এর বদলে يَرْضَى রয়েছে। ফলে দু'টির মর্ম একই।

(৭) وَلاَ يَصْخَبْ ‘বাজে বকবে না’ অর্থ চিৎকার দিয়ে ঝগড়া করবে না *(বুখারী হা/১৯০৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَلاَ يَجْهَلْ ‘মূর্খের মত আচরণ করবে না’ *(বুখারী হা/১৮৯৪)*। কারণ মূর্খরাই ঝগড়ার সময় চিৎকার দেয় ও ফাহেশা কথা বলে। যা ছিয়ামের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের বিপরীত। ছায়েম কখনো অহেতুক ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না। বরং সাধ্যমত তা হ’তে বিরত থাকবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ– ‘আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে কাটহুজ্জতী ঝগড়াটে’।[৩৫] প্রতারক, চোগলখোর ও মামলাবাজ লোকেরা এর মধ্যে শামিল।

(৮) فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ‘যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন সে যেন বলে, আমি ছায়েম’। এর অর্থ সে কাউকে শুরুতে গালি দিবেনা বা মারার জন্য উদ্যত হবেনা। কেউ গালি দিলে বা মারতে এলে পাল্টা গালি দিবে না বা মারবে না। বরং চুপ থাকবে এবং কথায় বা আচরণে বুঝিয়ে দিবে যে, সে ছায়েম *(মিরক্বাত)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ– ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী’।[৩৬]

একবার জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ ‘তুমি ক্রুদ্ধ হয়োনা’। তিনি কয়েকবার একই কথা বলেন’।[৩৭] তিনি বলেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ– ‘ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে কুস্তিতে অপরকে হারিয়ে দেয়। বরং শক্তিশালী ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করে’।[৩৮] তিনি আরও বলেন, مَنْ يَّضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

৩৫. বুখারী হা/৭১৮৮; মুসলিম হা/২৬৬৮; মিশকাত হা/৩৭৬২, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৩৬. বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; মিশকাত হা/৪৮১৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
৩৭. বুখারী হা/৬১১৬; মিশকাত হা/৫১০৪ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩৮. বুখারী হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১০৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ– ‘যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী ও তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী দু’টি বস্তুর (অর্থাৎ যবান ও গুপ্তাঙ্গের) যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব’।[৩৯]

আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ– وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ– ‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে’ *(৩৪)*। ‘এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা মহা সৌভাগ্যের অধিকারী’ *(ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*।

ছিয়াম ও কুরআন আল্লাহ্র নিকট শাফা‘আত করবে :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ– ‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুফারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানা-পিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ’তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুফারিশ কবুল করা হবে’।[৪০]

---

৩৯. বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় ‘সালাম’ অনুচ্ছেদ, রাবী সাহল বিন সা‘দ (রাঃ)।

৪০. বায়হাক্বী শো‘আব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৪।

অত্র হাদীছ ও অন্যান্য যেসব হাদীছে আমল কর্তৃক সুফারিশের কথা এসেছে, সেগুলিকে ঐভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। সেখানে যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফের্কাসমূহের ন্যায় কোনরূপ তাহরীফ ও তাবীল অর্থাৎ পরিবর্তন ও দূরতম ব্যাখ্যা করা যাবে না। এগুলি গায়েবী বিষয়। যার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। আর মুত্তাক্বীদের প্রথম গুণ হ'ল গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা *(বাক্বারাহ ২/৩)*। যেসকল গায়েবী বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, অন্য কারু দ্বারা নয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, ক্বিয়ামতের শেষ বিচারের দিন নিজের দেহ ত্বক ও হাত-পা কথা বলবে *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৯-২১)*। এমনকি তার বান্দা কি কি করেছে, যমীন সবই বলে দেবে আল্লাহ্র হুকুমে *(যিলযাল ৯৯/৪)*। অতএব ছিয়াম ও কুরআন কর্তৃক সুফারিশ করায় বিস্ময়ের কিছু হবে না।

ছওম হ'ল জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম :

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি ছিয়াম রাখ। এর কোন তুলনা নেই'।[৪১]

ছায়েমের জন্য জান্নাতের 'রাইয়ান' নামক দরজা নির্ধারিত :

(ক) হযরত সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ– 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। ছায়েম ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না'।[৪২]

এর দ্বারা কেবল রামাযানের ছিয়াম নয়, অন্য সময় নফল ছিয়াম পালনকারীদেরকেও বুঝানো হয়েছে। এতে ছিয়ামের ফযীলত ও ছায়েমদের

৪১. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৫-২৬; হাকেম হা/১৫৩৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৮৬।
৪২. বুখারী হা/৩২৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৭।

উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে *(মিরক্বাত)*। অতঃপর একই ব্যক্তি যখন ছায়েম ও ক্বায়েম হবে, তখন তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে *ইনশাআল্লাহ*।

(খ) হযরত আমর বিন মুর্রাহ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ : مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ-

‘জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি কালেমা শাহাদাত পাঠ করি, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি এবং রামাযানের ছিয়াম ও ক্বিয়াম করি, তাহ’লে আমি কাদের মধ্যে গণ্য হব? তিনি বললেন, তুমি ছিদ্দীক ও শহীদগণের মধ্যে গণ্য হবে’।[৪৩]

(গ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ دُعِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে (যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও ছায়েমদের দরজা)। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ- ‘হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[৪৪] আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সকল পবিত্রাত্মাগণের সাথে জান্নাতের অধিবাসী করুন-আমীন!

৪৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৩৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০০৩।
৪৪. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ ‘যাকাত’ অধ্যায়-৬, ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ-৬।

উপকারিতা :

আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'ছিয়াম হ'ল তাক্বওয়া অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কেননা (১) এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ সমূহ পরিপালন। ছায়েম আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে খানাপিনা ও যৌনসম্ভোগ সহ অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যা তাক্বওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। (২) সে আল্লাহ্র ভয়ে বহু কাম্য বস্তু থেকে নিজেকে বিরত রাখতে অভ্যস্ত হয়। (৩) ছিয়াম মানব দেহে শয়তানের যাতায়াত পথকে সংকীর্ণ করে দেয়। কেননা ছিয়াম দেহকে দুর্বল করে। ফলে তার পাপ কম হয়। (৪) ছায়েম বেশী বেশী আল্লাহ্র আনুগত্যশীল কাজ করে থাকে। যা তাক্বওয়ার স্বভাব সমূহের অন্তর্ভুক্ত। (৫) ধনীরা ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করে। যা তাদেরকে অভাবগ্রস্ত ও নিঃস্বদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে। এটিও তাক্বওয়ার স্বভাব সমূহের অন্তর্ভুক্ত'।[৪৫] সেই সাথে স্বাস্থ্যগত উন্নতি ও স্থিতি লাভ হয়। যা মুমিনকে আল্লাহ্র ইবাদতে ও নৈকট্যশীল কর্মসমূহে যোগ্য ও উৎফুল্ল রাখে। ফলে সে ক্বিয়ামতের দিন উৎফুল্ল চেহারা নিয়ে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হয় *(গাশিয়াহ ৮৮/৮)*।

ইতিবৃত্ত :

একই উদ্দেশ্যে ছিয়াম পূর্বেকার উম্মতগুলির উপরেও ফরয ছিল *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। তবে আহলে কিতাব ইহূদী ও নাছারাদের নিয়ম ছিল যে, ইফতার ছাড়াই রাতে ঘুমিয়ে গেলে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের উপর খানাপিনা ও যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ ছিল। রামাযানের ছিয়াম ফরয হবার প্রথম দিকে মুসলমানদের উপর একই নিয়ম ছিল। কিন্তু সেটি কষ্টকর হওয়ায় তা বাতিল করে ছুবহে ছাদিকের পূর্বে সাহারীর নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। যেমন,

(ক) হযরত বারা বিন 'আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ، حَتَّى يُمْسِىَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ

৪৫. আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা'দী (১৮৮৯-১৯৫৬ খৃ.), তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৩ আয়াত।

صِرْمَةَ الأَنْصَارِىَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ : لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ، فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ : خَيْبَةً لَّكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِىَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিয়াম অবস্থায় ইফতারের সময় হয়ে গেলে যদি ইফতারের আগেই ঘুমিয়ে যেতেন, তাহ’লে পরদিন সন্ধ্যার আগে আর তারা খেতেন না। ক্বায়েস বিন ছিরমাহ আনছারী ছায়েম ছিলেন। অতঃপর ইফতারের সময় স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? স্ত্রী বলল, নেই। তবে আমি যাচ্ছি, দেখি কোন ব্যবস্থা করা যায় কি-না। তিনি সারা দিন শ্রমজীবী ছিলেন। ফলে দ্রুত চোখ বুঁজে এল। অতঃপর স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত দেখে বলে ওঠেন, হায় দুর্ভাগ্য! পরদিন দুপুরে তিনি ক্ষুধায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা হ’ল। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ‘আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।[৪৬] অর্থাৎ ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখ। ইফতারের পূর্বে ঘুমিয়ে গেলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নয়।

إِلَى اللَّيْلِ، ‘রাত্রি পর্যন্ত’ অর্থ রাত্রির আগমন তথা সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এখানে ‘রাত্রির কালো রেখা’ অর্থ ছুবহে কাযেব এবং ‘ফজরের শুভ্ররেখা’ অর্থ ছুবহে ছাদেক। এর অর্থ কালো সুতা ও সাদা সুতা নয়, যা অনেকে ধারণা করেন। উক্ত ভুল ধারণা নিরসন কল্পেই مِنَ الْفَجْرِ، (ফজরের শুভ্ররেখা) আয়াতাংশটি ব্যাখ্যা হিসাবে পরে নাযিল হয়’।[৪৭]

৪৬. বুখারী হা/১৯১৫ ‘ছওম’ অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।
৪৭. বুখারী হা/১৯১৭, রাবী সাহল বিন সা‘দ (রাঃ); তাফসীর ইবনু কাছীর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন সূর্য অস্ত যায় এখান থেকে এবং রাত্রি আসে এখান থেকে, তখন যেন ছায়েম ইফতার করে'।[৪৮] অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে। দেরী করবে না।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফজর দু'টি। একটি ছুবহে কাযেব। অর্থাৎ যখন রাত্রির শেষ দিকে পূর্বাকাশে দীর্ঘ সাদা আভা দেখা যায়। এটি (সাহারী) খাওয়াকে হারাম করেনা এবং (ফজরের) ছালাতকে হালাল করে না। দ্বিতীয়টি ছুবহে ছাদেক যা দীর্ঘ লাল আভাযুক্ত। যা (সাহারী) খাওয়াকে হারাম করে এবং (ফজরের) ছালাতকে হালাল করে'।[৪৯] ত্বাল্ক্ব বিন আলী (রাঃ) বলেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ– 'তোমরা (সাহারীর) খানা-পিনা করতে থাক, যতক্ষণ না (ছুবহে ছাদিকের) লাল আভা ফুটে ওঠে'।[৫০] অর্থাৎ ফজর হয়।

(খ) বারা বিন 'আযেব (রাঃ) বলেন, রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে ছাহাবীরা পুরা মাস স্ত্রীর নিকটবর্তী হতেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে খেয়ানত করে ফেলেন। তখন বাক্বারাহ ১৮৭-এর আয়াতাংশটি নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، 'আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা খেয়ানত করেছ। তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা স্ত্রীগমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তা সন্ধান কর' (অর্থাৎ সন্তান কামনা কর)।[৫১]

(গ) একই মর্মে আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালেক (রাঃ) স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, লোকেরা রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় যদি ঘুমিয়ে যেত, তাহ'লে তার জন্য খানাপিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ পরদিন ইফতার পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকত। অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একদিন সকালে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট রাতের বেলায় তার ঘুমন্ত স্ত্রীর উপর পতিত হওয়ার বিষয়টি

৪৮. বুখারী হা/১৯৫৬; মুসলিম হা/১১০১ প্রভৃতি, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ)।
৪৯. হাকেম হা/১৫৪৯; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯২৭।
৫০. তিরমিযী হা/৭০৫; আবুদাঊদ হা/২৩৪৮; ছহীহাহ হা/২০৩১।
৫১.বুখারী হা/৪৫০৮; তাফসীর ইবনু কাছীর।

জানান। কা'ব বিন মালেক (রাঃ) থেকেও অনুরূপ ঘটনা জানানো হয়। তখন উপরোক্ত আয়াতাংশ নাযিল হয় *(আহমাদ হা/১৫৮৩৩, সনদ হাসান)*।

বস্তুতঃ এগুলি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার অনুগত বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। প্রথম দিকে ইহূদী-নাছারাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখার কারণ ছিল মানুষের স্বভাবধর্ম যাচাই করা। কেননা ইসলাম এসেছিল বিশ্বধর্ম ও সর্বশেষ ইলাহী ধর্ম হিসাবে। এতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন সংশোধনী আসবে না। অতএব চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় দ্বীন হিসাবে মানুষের স্বভাবধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা আবশ্যিক ছিল। আর নুযূলে কুরআনের নীতিই ছিল এটি যে, বান্দা কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'লেই কেবল সমাধান হিসাবে আয়াত নাযিল হ'ত। তাতে সেটি দ্রুত গ্রহণীয় হ'ত এবং তা আগ্রহের সাথে পালিত হ'ত। আর সেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্তরে শান্তিদায়ক হ'ত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً– 'অবিশ্বাসীরা বলে, তার প্রতি কুরআন একসাথে নাযিল হ'ল না কেন? (হ্যাঁ) এভাবেই হয়েছে এবং তোমার উপর আমরা ওটা ধীরে ধীরে নাযিল করেছি, যাতে তোমার হৃদয়কে আমরা ওর দ্বারা আরও মযবুত করতে পারি' *(ফুরক্বান ২৫/৩২)*।

প্রচলন :

(ক) তাবেঈ বিদ্বান ইবনু আবী লায়লা (৭৬-১৪৮ হি.) খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীগণ আমাদের বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি মাসে (আইয়ামে বীয-এর) তিন দিন ও বছরে এক দিন আশূরার ছিয়াম পালন করতেন। পরে রামাযানের ছিয়ামের হুকুম নাযিল হ'ল। যা আমাদের উপর কষ্টকর হ'ল। তখন যাদের সচ্ছলতা ছিল, তাদেরকে প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানোর অনুমতি দেওয়া হ'ল। অতঃপর সেটি রহিত করে নাযিল হয়, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، 'আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। অতঃপর সবাইকে ছিয়াম রাখার আদেশ দেওয়া হয়। তবে

মুসাফিরদের ক্বাযা করার এবং অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যারা ছিয়াম রাখতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য ফিদ্ইয়া দানের হুকুম বাকী থাকে'।[৫২]

(খ) সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) বলেন, যখন وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، (আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হবে, তারা যেন এর পরিবর্তে একজন করে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করে' -বাক্বারাহ ১৮৪) নাযিল হয়, তখন যে চাইত ছিয়াম রাখত, যে চাইত ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াতো। এরপর নাযিল হ'ল, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।[৫৩]

দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং এর দ্বারা বুঝানো হ'ল যে, সক্ষমদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল এবং অক্ষমদের জন্য ফিদ্ইয়ার হুকুম বাকী রইল। যেমন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৫০৭)*। এতদ্ব্যতীত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)* নাযিল হওয়ার পর সক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ফিদ্ইয়া দেওয়ার হুকুম বাতিল হয় এবং সেটি অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের জন্য বাকী থাকে। যারা ছিয়াম রাখলে তাদের গর্ভস্থ সন্তান ও দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের ক্ষতির আশংকা করত'।[৫৪]

(গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। তিনি বলতেন, তারা ছিয়াম রাখবে না। বরং প্রতিদিনের ফিদ্ইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে এক মুদ (সিকি ছা') গম প্রদান করবে' *(বায়হাক্বী হা/৮৩৩৫, ৪/২৩০)*। তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী ও কন্যাকেও তিনি একই নির্দেশ দেন *(দারাকুৎনী হা/২৪১৩-১৪)*। 'ছাহাবীগণের মধ্যে তাঁদের এই মতের বিরোধী কেউ ছিলেন

৫২. আবুদাঊদ হা/৫০৭, সনদ ছহীহ; বায়হাক্বী হা/৭৬৮৩, ৪/২০০; বুখারী তা'লীক্ব হা/১৯৪৮।
৫৩. বুখারী হা/৪৫০৭; মুসলিম হা/১১৪৫ (১৪৯-৫০)।
৫৪. বায়হাক্বী হা/৮৩৩৩, ৪/২৩০; আবুদাঊদ হা/২৩১৮।

না'।[৫৫] যারা সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত দ্বারা ১৮৪ আয়াতটি মানসূখ বলেন, তার অর্থ হ'ল সক্ষম লোকদের জন্য ফিদ্ইয়া মানসূখ ও ছিয়াম ফরয হবে। কিন্তু অক্ষম লোকদের উপর ফিদ্ইয়া জারী থাকবে, ছিয়াম নয়।

এরপর থেকে রামাযানের ছিয়াম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হিসাবে নির্ধারিত হয়।[৫৬]

ছিয়াম হ'ল গোনাহ সমূহের কাফফারা :

ছিয়ামের অনন্য ফযীলত হ'ল বিভিন্ন গোনাহের কাফফারা হওয়া। যা অন্য কোন ইবাদতে নেই। আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিষয়ে ছিয়ামকে কাফফারা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যার ফলে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। যেমন ইহরাম অবস্থায় কোন ত্রুটি হওয়া, পশু-পক্ষী শিকার করা, অসুখ হওয়া, মাথার কষ্ট, কুরবানী দিতে না পারা, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করা, কসম ভঙ্গ করা, যিহার করা ইত্যাদির কাফফারা। উদাহরণ স্বরূপ :

ইহরাম অবস্থায় ত্রুটির কাফফারা :

আল্লাহ বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহ'লে যা সহজলভ্য হয়, তাই কুরবানী কর। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না যতক্ষণ না কুরবানীর পশু তার যবহের স্থানে পৌঁছে যায়। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় বা তার মাথায় (যখম বা উকুনের কারণে) কোন কষ্ট থাকে (এবং সেজন্য মাথা মুণ্ডন করে ফেলে), তাহ'লে তার ফিদ্ইয়া হিসাবে ছিয়াম পালন করবে অথবা খাদ্য ছাদাক্বা করবে অথবা কুরবানী করবে' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*।

---

৫৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (কায়রো : ১৩৮৮ হি./১৯৬৮ খৃ.), মাসআলা ২০৮০, ৩/১৫০ পৃ.।
৫৬. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬; মিশকাত হা/৪, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।

হজ্জের ফিদ্‌ইয়া :

'রুকন' তরক করলে হজ্জ বিনষ্ট হয়। 'ওয়াজিব' তরক করলে 'ফিদ্‌ইয়া' ওয়াজিব হয়। এজন্য একটি বকরী কুরবানী দিবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে তিন ছা' খাদ্য দিবে অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করবে'।[৫৭] পক্ষান্তরে তামাত্তু হজ্জের হাদ্‌ই বা কুরবানী তরক করলে তাকে ১০টি ছিয়াম পালন করতে হয়। ৩টি হজ্জের মধ্যে এবং ৭টি বাড়ী ফিরে' *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*। আইয়ামে তাশরীক্ব অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে সাধারণভাবে ছিয়াম নিষিদ্ধ হ'লেও এসময় ফিদ্‌ইয়ার তিনটি ছিয়াম রাখা যায়।[৫৮]

ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফফারা :

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় কোন শিকারকে হত্যা করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করবে, তাদের উপর ফিদ্‌ইয়া ওয়াজিব হবে ঐ প্রাণীর সমান, যেটিকে সে হত্যা করেছে। আর সমান নির্ধারণের বিষয়টি ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। অতঃপর ফিদ্‌ইয়ার প্রাণীটিকে কুরবানী হিসাবে কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অথবা কাফফারা হিসাবে কয়েকজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করবে অথবা সমপরিমাণ ছিয়াম পালন করবে, যাতে সে তার কৃতকর্মের ফল আস্বাদন করতে পারে। ইতিপূর্বে যা হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করেছেন। তবে যে ব্যক্তি পুনরায় একাজ করবে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী' *(মায়েদাহ ৫/৯৫)*।

---

৫৭. বুখারী হা/১৮১৫; মুসলিম হা/১২০১; মিশকাত হা/২৬৮৮, রাবী কা'ব বিন 'উজরাহ (রাঃ); ইরওয়া হা/১১০০, ৪/২৯৯ পৃ.; ক্বাহত্বানী ৬৪-৬৫ পৃ.।

৫৮. বুখারী হা/১৯৯৭-৯৮, রাবী আয়েশা ও ইবনু ওমর (রাঃ)।

এখানে ফিদ্ইয়ার পরিমাণ হ'ল পূর্বের ন্যায়। অর্থাৎ একটি বকরী কুরবানী দিবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে তিন ছা' খাদ্য দিবে অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করবে'।[৫৯]

চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা :

আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّآ أَنْ يَّصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا– 'কোন মুমিনের উচিৎ নয়, কোন মুমিনকে হত্যা করা ভুলক্রমে ব্যতীত। (ক) যদি কোন মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে সে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে এবং তার পরিবারকে রক্তমূল্য প্রদান করবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় (সেকথা স্বতন্ত্র)। (খ) যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু দলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি মুমিন হয়, তাহ'লে একজন মুমিন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে (গ) আর যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে তার পরিবারকে রক্তমূল্য দিবে এবং একটি মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে। কিন্তু যদি সে তা না পায়, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট তওবা কবুলের জন্য একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখবে। আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/৯২)*।

কোন শারঈ ওযর যেমন অসুখ, হায়েয-নিফাস, রামাযানের ফরয ছিয়াম, দূরবর্তী কষ্টকর সফর ইত্যাদি কারণ ব্যতীত একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখতে হবে। বিরতি দেওয়া যাবে না। আর ছিয়ামে অক্ষম হ'লে ষাট জন মিসকীন খাওয়াবে।[৬০]

৫৯. বুখারী হা/১৮১৫; মুসলিম হা/১২০১; মিশকাত হা/২৬৮৮, রাবী কা'ব বিন 'উজরাহ (রাঃ); ইরওয়া হা/১১০০, ৪/২৯৯ পৃ.; ক্বাহত্বানী ৬৪-৬৫ পৃ.; ইবনু কাছীর, কুরতুবী।
৬০. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; তাফসীর সূরা নিসা ৯২ আয়াত।

শপথ ভঙ্গের কাফফারা :

আল্লাহ বলেন, لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوآ أَيْمَانَكُمْ، 'আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য। কিন্তু পাকড়াও করেন যেগুলি তোমরা দৃঢ় সংকল্পের সাথে কর। এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করবে যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে সাধারণতঃ খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করবে অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করবে। এগুলির কোনটা না পারলে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই তোমাদের শপথ সমূহের কাফফারা যখন তোমরা তা করবে। আর তোমরা তোমাদের শপথ সমূহকে রক্ষা কর' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। অর্থাৎ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, একটি দাস বা দাসী মুক্ত করা অথবা ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা ৩ দিন ছিয়াম পালন করা। তবে সাধ্যমত শপথ রক্ষা করাই কর্তব্য।

যিহারের কাফফারা :

'যিহার' (الظِّهَارُ) অর্থ নিজের স্ত্রীকে একথা বলা যে, أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي 'তুমি আমার উপর আমার মায়ের পিঠের মত'। মায়ের বদলে বোন, মেয়ে বা যেকোন মাহরাম মহিলার নাম বললেও একই কাফফারা ওয়াজিব হবে।[৬১]

আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ- فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا، فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

৬১. কুরতুবী, তাফসীর সূরা মুজাদালাহ ২ আয়াত।

‘যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারপর তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের জন্য পরস্পরে স্পর্শের পূর্বে একজন দাস মুক্তির বিধান দেওয়া হ’ল। এটা তোমাদের জন্য নির্দেশ। আর তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত’ *(৩)*। ‘অতঃপর যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য রাখেনা, তাকে পরস্পরে স্পর্শের পূর্বে একটানা দু’মাস ছিয়াম রাখতে হবে। যে তারও সামর্থ্য রাখে না, তাকে ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে হবে। এই বিধান এজন্য যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর তোমরা যেন ঈমান রাখ। এটা আল্লাহ্র সীমারেখা। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(মুজাদালাহ ৫৮/৩-৪)*। অর্থাৎ যিহারের কাফফারা হ’ল, ১টি দাসমুক্তি অথবা একটানা দু’মাস ছিয়াম অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান।

অন্যান্য বিষয়ের কাফফারা :

সম্পদে, পরিবারে বা প্রতিবেশীতে ফিৎনায় পড়লে ছিয়াম ও ছাদাক্বা তার কাফফারা হয়। যেমন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ– ‘কেউ তার পরিবারে, সম্পদে ও প্রতিবেশীতে কোন ফিৎনায় পড়লে (অর্থাৎ মনোকষ্টে পড়লে) ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাক্বা তার কাফফারা হবে’।[৬২] অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের প্রতি অবহেলার কারণে ব্যক্তি অনেক সময় ফিৎনায় পড়ে। এই ত্রুটি দূর করার জন্য তাদের প্রতি আগের চাইতে উত্তম আচরণ করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ‘নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে’ *(হূদ ১১/১১৪)*। ওমর ফারূক (রাঃ) এখানে ‘ফিৎনা’ বলতে ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক অসন্তোষ, বিশৃংখলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন *(মিরক্বাত)*। এমন অবস্থায় বেশী বেশী নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করা, ছিয়াম রাখা ও ছাদাক্বা করা আবশ্যক। যাতে আল্লাহ্র হুকুমে ফিৎনা দূর হয়ে যায়।

৬২. বুখারী হা/১৮৯৫; মুসলিম হা/১৪৪; মিশকাত হা/৫৪৩৫।

রামাযান নুযূলে কুরআনের মাস :

আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– ‘রামাযান হ’ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে। তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হবে অথবা সফরে থাকবে সে এটি অন্য দিন গুলিতে গণনা করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) গণনা পূর্ণ কর। আর তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، ‘রামাযান হ’ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে’ বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রামাযান মাসকে ফরয ছিয়ামের জন্য বেছে নেওয়ার কারণ হ’ল এই যে, এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ নুযূলে কুরআনের সম্মানে এ মাস সম্মানিত হয়েছে এবং ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদী ফরয হিসাবে এক মাস ছিয়াম পালনের জন্য এ মাসকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন, মধ্য শা‘বানের রাত্রিতে অর্থাৎ কথিত ‘শবেবরাতে’ কুরআন নাযিল হয়। যা মারাত্মক ভুল। তাদের পক্ষে দলীল হিসাবে সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে আল্লাহ অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ– فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ– ‘আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাত্রিতে; আমরা তো সতর্ককারী’। ‘এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়’ *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, ‘এখানে ‘বরকতময় রাত্রি’ অর্থ ‘ক্বদরের রাত্রি’। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ – ‘নিশ্চয়ই আমরা এটি নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে’ *(ক্বদর ৯৭/১)*। আর সেটি হ’ল রামাযান মাসে। যেমন আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، ‘এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। এক্ষণে ঐ রাত্রিকে মধ্য শা‘বান বা শবেবরাত বলে ইকরিমা প্রমুখ হ’তে যে কথা বলা হয়েছে, তা সঙ্গত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই রাতে এক শা‘বান হ’তে আরেক শা‘বান পর্যন্ত বান্দার ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এমনকি তার বিবাহ, সন্তানাদি ও মৃত্যু নির্ধারিত হয়’ বলে যে হাদীছ[৬৩] প্রচারিত আছে, তা ‘মুরসাল’ ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদরের রাতেই লওহে মাহফূযে রক্ষিত ভাগ্যলিপি হ’তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ’তে’ *(ঐ, তাফসীর সূরা দুখান ৩-৪ আয়াত)*।

৬৩. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭ : মিসরী ছাপা ১৩২৮ হি. থেকে মুদ্রিত) ২৪/৬৫ পৃ. সূরা দুখান।

ছিয়ামের মাসায়েল (مسائل الصيام)

ছিয়ামের নিয়ত করা :

ফজরের পূর্বে ফরয ছিয়ামের নিয়ত করতে হবে।[৬৪] আর সূর্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত নফল ছিয়ামের নিয়ত করা যাবে।[৬৫]

'নিয়ত' (النِّيَّةُ) অর্থ, মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। ছালাত-ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য কোন ভাষায় মুখে নিয়ত পড়া বিদ'আত। আল্লাহ বলেন, وَمَآ أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'নিয়ত' অর্থ মনন করা ও কোন কাজে সংকল্প করা। যার স্থান হ'ল হৃদয়। এর সাথে যবানের কোন সম্পর্ক নেই। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ত মুখে বলার বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এক্ষণে ত্বাহারাৎ ও ছালাতের শুরুতে মুখে যেসব নিয়ত বলা হয়ে থাকে, এগুলি শয়তান তার ওয়াসওয়াসার অনুসারীদের মাধ্যমে চালু করেছে। সে তাদেরকে একাজে আটকে দিয়েছে ও এর বৈধতা অনুসন্ধানের জন্য লিপ্ত করেছে। তুমি তাদের কাউকে দেখবে 'নিয়ত' পড়ার জন্য বারবার চেষ্টা করছে ও গলদঘর্ম হচ্ছে। অথচ ছালাতের দিকে মনোযোগ নেই।[৬৬]

শায়েখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.) বলেন, মুখে নিয়ত পাঠ করা বিদ'আত। সরবে পাঠ করা কঠিন পাপ (যেমনটি জানাযার সময় অনেক ইমাম মুছল্লীদেরকে পাঠ করিয়ে থাকেন)। কারণ নিয়তের স্থান হ'ল হৃদয়। আর আল্লাহ মানুষের গোপন কথা ও সূক্ষ্ম বিষয়

৬৪. তিরমিযী হা/৭৩০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৯৮৭।
৬৫. তিরমিযী হা/৭৩৪; আবুদাঊদ হা/২৪৫৫; দারাকুৎনী হা/২১ 'ছিয়াম' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মির'আত হা/২০০৭-এর আলোচনা।
৬৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০০-০১; ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/১৩৬-৩৭ পৃ.।

সমূহ জানেন। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরসমূহের খবর জানেন’ *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*। তিনি বলেন, يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ– ‘তিনি জানেন তোমাদের চোখের চুরি ও অন্তরের লুকানো বিষয়সমূহ’ *(মুমিন ৪০/১৯)*। এতদ্ব্যতীত রাসূল (ছাঃ) বা তাঁর কোন ছাহাবী থেকে কিংবা কোন অনুসরণীয় ইমাম থেকে মুখে নিয়ত বলার বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।[৬৭]

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছালাত ও ছিয়াম বা কোন ইবাদতের পূর্বে মুখে নিয়ত বলা সম্পর্কে কিছুই বর্ণিত হয়নি। এমনকি হজ্জ ও ওমরাহ্র পূর্বে তিনি বলেননি যে, হে আল্লাহ! আমি হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্য নিয়ত করছি’। এক্ষণে হজ্জ ও ওমরাহ্র সময় যে তালবিয়াহ পাঠ করা হয়, তা মানতের উচ্চারণের ন্যায়। কারণ মানত মুখে করতে হয়। কেবল হৃদয়ে নিয়ত করলেই হয় না। আর উক্ত তালবিয়াহ্র ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘(মদীনার যুল-হুলায়ফার নিকটবর্তী) আক্বীক্ব উপত্যকায় এক রাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জিব্রীল এসে আমাকে বলল, আপনি এখানে ছালাত পড়ুন এবং বলুন, ‘আমি ওমরাহ করব’ অথবা ‘ওমরাহ ও হজ্জ করব’।[৬৮] এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে অদূর ভবিষ্যতে ওমরাহ বা হজ্জ করার তাকীদ দিয়েছেন *(মিরক্বাত)*। অতএব তালবিয়াহ পাঠের সময় তিনি নিয়ত করেননি, বরং তালবিয়াহ্র মধ্যে তিনি তাঁর ইবাদতের কথাটি বর্ণনা করেছেন’।[৬৯]

চন্দ্র দর্শন ও রামাযানের ছিয়াম (رؤية الهلال وصيام رمضان) :

রামাযানের চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখবে ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়বে। (ক) আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি

৬৭. ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ ২/৩১৫ পৃ. (আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হি.), মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি.), আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন (১৩৫২-১৪৩০ হি.); তাহকীক : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুসনাদ (১৩৫০-১৪২৮ হি.)।

৬৮. বুখারী হা/১৫৩৪; মিশকাত হা/২৭৫৮ ‘মানাসিক’ অধ্যায়, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

৬৯. ফাতাওয়া ইসলামিইয়াহ, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩১৮২১, ২/২১৬ পৃ.।

(রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(রাক্বারাহ ২/১৮৫)*। 'এ মাস পাবে' অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে। উদয়াচলের পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর যে অঞ্চলে যারা যখন রামাযানের চাঁদ দেখবে, তারা তখন সে অঞ্চলে ছিয়াম শুরু করবে। মূলতঃ চন্দ্র দর্শনের মাধ্যমে রামাযান মাসকে স্বাগত জানাতে হয়। এই নতুন চাঁদ দেখে খুশী হয়ে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে হয়-

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ– *(আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ)* 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত কর শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা তুমি ভালবাস ও যাতে তুমি খুশী হও। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ'।[৭০]

(খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ– 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। অতঃপর যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ কর'।[৭১] (গ) হযরত 'আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– 'যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন ছিয়াম রাখল, সে ব্যক্তি আবুল ক্বাসেম (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল'।[৭২]

---

৭০. তিরমিযী হা/৩৪৫১; দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; মিশকাত হা/২৪২৮, রাবী ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ); ছহীহাহ হা/১৮১৬।

৭১. মুসলিম হা/১০৮১; বুখারী হা/১৯০৯; মিশকাত হা/১৯৭০ 'ছওম' অধ্যায় 'চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ।

৭২. নাসাঈ হা/২১৮৮; তিরমিযী হা/৬৮৬; আবুদাঊদ হা/২৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৫; মিশকাত হা/১৯৭৭; ইরওয়া হা/৯৬১।

(ঘ) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ– 'মাস ২৯ দিনে হয়। অতএব তোমরা ছিয়াম রেখোনা যতক্ষণ না চাঁদ দেখো। আর যদি চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও'।[৭৩]

উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এই চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না যেকোন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এ বিষয়ে আধুনিক চিন্তাবিদগণ বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। অথচ নুযূলে কুরআনের সময়ে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক ছিল না। তারা সাদা চোখে চাঁদ দেখে ছিয়াম রেখেছেন ও ছিয়াম ছেড়েছেন। এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল কি ছিল, সে বিষয়ে নিম্নের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।-

চন্দ্রদর্শন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল :

তিনি সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতেন। (১) ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বলেন, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ– 'যখন তোমরা এখান থেকে রাত্রির আগমন ও এখান থেকে দিনের বিদায় দেখবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে'।[৭৪]

(২) আল্লাহ বলেন, ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، 'অতঃপর তোমরা ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। অত্র আয়াতে 'রাত্রির আগমন পর্যন্ত' অর্থ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা সূর্যাস্তের সাথে সাথে রাত্রির আগমন হয় এবং রাত্রিকাল শুরু হয়।

৭৩. বুখারী হা/১৯০৭; মুসলিম হা/১০৮০; মিশকাত হা/১৯৬৯।
৭৪. বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫।

(৩) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ لِي: اِصْعَدْ فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالاَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عَوَىُ أَهْلِ النَّارِ- ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هؤُلاَءِ؟ قَالَ: هؤُلاَءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ-

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দু’জন ব্যক্তি উপস্থিত হ’ল। তারা আমার দুই বাহুর উর্ধ্বাংশ ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট নিয়ে গেল। অতঃপর বলল, আপনি এই পাহাড়ে উঠুন। আমি বললাম, এ পাহাড়ে উঠতে আমি সক্ষম নই। তারা বলল, আমরা আপনার জন্য ওঠা সহজ করে দেব। অতঃপর আমি আরোহণ করলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এসব চিৎকার-ধ্বনি কাদের? তারা বলল, এটি হ’ল জাহান্নামবাসীদের চিৎকার-ধ্বনি। পুনরায় তারা আমাকে নিয়ে চলল। হঠাৎ একদল লোককে তাদের পায়ের গোড়ালির দড়া শিরায় বাঁধা অবস্থায় দেখলাম। আর দেখলাম তাদের চোয়ালগুলো কেটে-ছিঁড়ে আছে। যা থেকে রক্ত ঝরছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি বললাম, ওরা কারা? তারা বলল, ওরা হ’ল সেই সব লোক, যারা সময় হওয়ার আগেই ইফতার করত’।[৭৫]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূর্যাস্তের আগে নয় বা পরে দেরীতেও নয়। বরং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে। অতএব সাবধানতার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে ৩ মিনিট দেরী করার প্রচলিত প্রথা পুরোপুরি শরী‘আত বিরোধী এবং ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র।

৭৫. হাকেম হা/১৫৬৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৮৬; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭৪৯১; ছহীহাহ হা/৩৯৫১।

ছাহাবীগণের আমল :

তাবেঈ বিদ্বান কুরাইব (মৃ. ৫৮ হি.) বলেন, 'আমি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশী দেখতে পাই। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তোমরা ওখানে কবে চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, শুক্রবার সন্ধ্যায়। তিনি বললেন, আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব এখানে আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'ল, মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন'।[৭৬] ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, অধিক দূরত্ব হ'লে এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয়।[৭৭]

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং প্রায় ৭০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য মদীনা থেকে ১৪ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড পরে। চন্দ্র পশ্চিম দিক থেকে ওঠে বিধায় সেখানে মদীনার একদিন আগে চাঁদ দেখা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, বর্তমান যুগে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চাঁদ দেখা ও তা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রচারের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে করে এক এলাকার চাঁদ দেখার বিষয়টি পৃথিবীর সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে কি-না। এর জওয়াবে নিম্নোক্ত হাদীছগুলি প্রণিধানযোগ্য। যেমন-

---

৭৬. মুসলিম হা/১০৮৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়-১৩ بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ– 'প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চন্দ্র দর্শন এবং এক শহরবাসীর চন্দ্র দর্শন দূরের শহরবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না' অনুচ্ছেদ-৫।
কুরাইব ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম ও একজন জ্যেষ্ঠ তাবেঈ। অনেকে তাঁকে ছাহাবীদের মধ্যে শামিল করেছেন। ইয়াহইয়া বিন বুকায়ের বলেন, আমি ধারণা করি যে, তিনি ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন *(আল-ইছাবাহ, উম্মুল ফযল ক্রমিক ১২২০০; 'কুরাইব বিন আবরাহা' ক্রমিক ৭৪৯৩; আল-ইস্তী'আব ১/৪১৩ পৃ.)*।

৭৭. মির'আত হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা ৬/৪২৮ পৃ.।

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ ثُمَّ قَالَ : اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَعْنِى تَمَامَ ثَلاَثِيْنَ- يَعْنِى مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ- 'আমরা নিরক্ষর উম্মত। আমরা লিখতে জানি না, হিসাবও জানি না। মাস হ'ল এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয় বারে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ করলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, এরূপ, এরূপ ও এরূপ। অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিন। রাবী বলেন, এর দ্বারা তিনি একবার ২৯ ও একবার ৩০ বুঝালেন'।[৭৮] অত্র হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের ১০টি আঙ্গুল তিনবার দেখিয়ে এমনভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন যা একজন মূক ও বধির ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট হয়। একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের মত তিনি এ সংক্রান্ত বিধান স্পষ্টভাবে দেখিয়ে গেছেন। অতএব এ ব্যাপারে ধূম্রজালের কোন অবকাশ নেই।

ইবনু বাত্ত্বাল (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন, অত্র হাদীছে মুসলমানদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হ'তে এবং সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও ভান করা হ'তে নিষেধ করা হয়েছে এবং কেবলমাত্র চোখে দেখার উপর নির্ভর করতে বলা হয়েছে' *(মির'আত ৬/৪৩৬)*।

রাফেযী শী'আগণ এবং তাদের সমর্থক কিছু সংখ্যক সুন্নী ফক্বীহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়ার প্রতি মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আবুল অলীদ আল-বাজী (৪০৩-৪৭৪ হি.) বলেন যে, সালাফে ছালেহীনের ইজমা তাদের বিরুদ্ধে দলীল স্বরূপ'। ইবনু বাযীযাহ (৬০৬-৬৬২ অথবা ৬৭৩ হি.) বলেন, তাদের এই মাযহাব সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা ইসলামী শরী'আত তার অনুসারীদেরকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছে। কেননা এগুলি স্রেফ কল্পনা ও অনুমান ব্যতীত কিছুই নয়। যার মধ্যে নিশ্চিত সত্য এমনকি নিশ্চিত ধারণাও পাওয়া সম্ভব নয় *(মির'আত ৬/৪৩৫)*।[৭৯]

---

৭৮. বুখারী হা/১৯১৩; মুসলিম হা/১০৮০; মিশকাত হা/১৯৭১ 'ছওম' অধ্যায় 'চন্দ্র দর্শন' অনুচ্ছেদ।

৭৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মির'আত হা/১৯৯১-এর ব্যাখ্যা; ৬/৪৩৪-৩৬ পৃ.।

(২) আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ– 'ঈদের দু'টি মাস (একই বছরে) কম হয় না। রামাযান ও যুলহিজ্জাহ'।[৮০] অর্থাৎ রামাযান ২৯ দিনে হ'লে সে বছর যিলহজ্জ মাস ৩০ দিনে হবে। পক্ষান্তরে রামাযান ৩০ দিনে হ'লে যিলহজ্জ ২৯ দিনে হবে। একই বছরে দু'টি মাস ২৯ দিনে হবে না। এর দ্বারা মাস গণনার বিষয়টি আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ– 'ছওম হ'ল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো। ঈদুল ফিৎর হ'ল যেদিন তোমরা তা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা সেটা কর'।[৮১]

অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করার। পৃথক পৃথক ভাবে নয়। কোন বাংলাদেশী যদি প্রবাসে থাকেন অথবা কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন, তাহ'লে প্রত্যেকে বসবাসরত দেশের মুসলমানদের সাথে একত্রে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশেরই কিছু কিছু লোক তাদের পসন্দনীয় ব্যক্তির ফৎওয়া অনুযায়ী একদিন আগে ছিয়াম ও ঈদ পালন করছে।

(৪) عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا لَهُ كَذَا وَكَذَا...فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ– জ্যেষ্ঠ তাবেঈ আবুল বাখতারী (মৃ. ৮২ হি.) বলেন, আমরা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। অতঃপর যখন (মক্কার

৮০. বুখারী হা/১৯১২; মুসলিম হা/১০৮৯; মিশকাত হা/১৯৭২।
৮১. আবুদাঊদ হা/২৩২৪; তিরমিযী হা/৭০১; ইবনু মাজাহ হা/১৬৬০।

পূর্ব সীমান্তবর্তী) নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলাম, তখন আমরা চাঁদ দেখলাম। এমতাবস্থায় আমাদের কেউ বলল, এটি তিন দিনের চাঁদ, কেউ বলল দু'দিনের চাঁদ। তখন আমরা ইবনু আব্বাস-এর সাথে সাক্ষাৎ করি, অন্য বর্ণনায় তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে চাঁদের বড় হওয়া বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ চাঁদকে বর্ধিত করেন তাকে দেখার জন্য। অতএব উক্ত চাঁদ ঐ রাতের, যে রাতে তোমরা তাকে দেখেছ'।[৮২] অর্থাৎ বড় বা ছোট কোন বিষয় নয়। যে রাতে তোমরা চাঁদ দেখেছ, ওটাই হ'ল তোমাদের জন্য চন্দ্রোদয়ের রাত এবং ঐ রাত থেকেই তোমরা চাঁদ গণনা করবে।

অত্র হাদীছে এ সংশয় নিরসন করা হয়েছে যে, মক্কায় চাঁদ দেখার এক বা দু'দিন পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা গেলে এবং তাতে চাঁদ বড় হয়ে গেলেও তা ঢাকার জন্য নতুন চাঁদ হিসাবে গণ্য হবে এবং সে হিসাবেই তারা ছিয়াম ও ঈদ পালন করবে।

চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায় :

সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে পৃথিবীর যেসব অঞ্চল কা'বা গৃহের পশ্চিম দিকে অবস্থিত তারা চাঁদ আগে দেখে এবং যেসব অঞ্চল পূর্ব দিকে অবস্থিত, তারা চাঁদ পরে দেখে। যেমন মক্কার পশ্চিম দিকের দেশ মিসর, সূদান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, চাদ, নাইজেরিয়া, নাইজার এবং আফ্রিকা ও ইউরোপীয় দেশ সমূহের লোকেরা চাঁদ আগে দেখতে পায় এবং আগের দিন ছিয়াম ও ঈদ পালন করে।

পক্ষান্তরে মক্কার পূর্বদিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, চীন প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ পরে দেখতে পায় এবং সঊদী আরবের এক বা দু'দিন পরে ছিয়াম ও ঈদ পালন করে। যেমন গত ২০০৯ সালের রামাযানের ছিয়াম সঊদী আরবের পশ্চিম দিকের লিবিয়া, চাদ, আলবেনিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি দেশে শুরু হয়েছে ২১শে আগস্ট তারিখে। সঊদী আরবে হয়েছে ২২শে আগস্ট এবং পূর্বদিকের দেশ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশে

৮২. মুসলিম হা/১০৮৮; মিশকাত হা/১৯৮১, 'ছাওম' অধ্যায় 'নবচন্দ্র দর্শন' অনুচ্ছেদ।

হয়েছে ২৩শে আগস্ট তারিখে। একইভাবে ঈদও হয়েছে যথাক্রমে ১৯, ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর।

মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২৭-১৪১৪ হি.) বলেন, 'আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্বাঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে'।[৮৩] জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কায় চাঁদ দেখা গেলে আশপাশের ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্ভব। অতএব উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন, সারা পৃথিবীর মানুষ নয়। অতএব দু'জন মুসলিমের সাক্ষ্য ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যে অঞ্চলে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব। এটি সরাসরি আকাশপথের দূরত্বের হিসাব, সড়ক পথের বা সমুদ্র পথের নয়।

মক্কা থেকে বিভিন্ন দেশের সময়ের পার্থক্য :

মক্কা থেকে পূর্বদিকে ইসলামাবাদের দূরত্ব ২ ঘণ্টা ১১ মিঃ ৪৪ সেকেণ্ড। নয়াদিল্লীর দূরত্ব ২ ঘণ্টা ২৭ মিঃ ৪ সেকেণ্ড। কলিকাতার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ১২ মিঃ ৩৬ সেকেণ্ড এবং ঢাকার দূরত্ব ৩ ঘণ্টা ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড। ফলে পশ্চিমে মক্কায় চাঁদ দেখার নির্ধারিত সময় পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা দেখা যায়। সেকারণ কখনো একদিন বা দু'দিন পরে বাংলাদেশে ছিয়াম বা ঈদ পালন করা হয়, স্রেফ চাঁদ দেখার আগপিছ হওয়ার কারণে। এভাবে মক্কায় যখন মাগরিব হয়, ঢাকায় তখন এশার ছালাত আদায় করে মুছল্লীগণ রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয়, তখন বিপরীত গোলার্ধে আমেরিকা বা কানাডায় ফজর হয় অথবা সকাল হয়ে যায়। বাংলাদেশে যখন লায়লাতুল ক্বদর হয়, ঐসব দেশে তখন যোহর হয়। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম, লায়লাতুল ক্বদর ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়।

---

৮৩. মির'আত হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪২৯ পৃ.।

রামাযান ও হজ্জ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত :

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হজ্জ, ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের হিসাব আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর মাসের সাথে করেননি। যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল ঋতুতে এগুলি পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় সৌর মাসের সাথে সম্পৃক্ত হ'লে কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকদের উপর অবিচার হ'ত। চান্দ্র মাস সৌর মাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার প্রতি সুবিচার করার জন্য এবং সকল মওসুমে এগুলি পালনের জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলি আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের সময়কালকে আল্লাহ সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন ছুবহে ছাদিক হ'লে ফজর হয়, দুপুরে সূর্য ঢললে যোহর হয় ও সন্ধ্যায় সূর্য ডুবলে মাগরিব হয়। অতএব চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরূম হওয়ার শামিল।

তাছাড়া একই দিনে সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ করলে তাতে চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্যকে (اخْتِلاَفُ الْمَطَالِعِ) অস্বীকার করা হবে, যা বাস্তবতার বিরোধী এবং তাতে ছিয়াম ও ঈদের সময়কালে এক বা দু'দিন আগপিছ হবেই। আর এটা করলে নিম্নোক্ত হাদীছের সরাসরি বিরোধিতা করা হবে। যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ-

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যেন রামাযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে ছিয়াম না রাখে। তবে যদি কেউ অভ্যস্ত থাকে, সে-ই কেবল ঐদিন ছিয়াম রাখতে পারে'।[৮৪] অর্থাৎ যদি কারু ঐদিন মানতের ছিয়াম থাকে কিংবা সোমবার ও বৃহস্পতিবারের নিয়মিত নফল ছিয়ামের দিন থাকে, তিনিই কেবল ঐদিন ছিয়াম রাখতে পারেন। অন্য কোন কারণে নয়। যেমন রাফেযী শী'আরা ও

৮৪. বুখারী হা/১৯১৪; মুসলিম হা/১০৮২; মিশকাত হা/১৯৭৩।

বাতেনী ভ্রান্ত ফের্কার লোকেরা রামাযানকে স্বাগত জানিয়ে চাঁদ দেখার এক বা দু'দিন আগে ছিয়াম রেখে থাকে *(মির'আত ৬/৪৩৯)*। তাছাড়া এর অর্থ এটা নয় যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখতে না পাওয়ায় এহতিয়াত্ব বা সাবধানতা অবলম্বন করে এক বা দু'দিন আগেই রামাযান শুরু করবে। কেননা এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলা আছে যে, সন্দেহের দিনে ছিয়াম রাখবে না। বরং শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নিবে। এক্ষণে নিজ নিজ দেশে বা অঞ্চলে চাঁদ দেখা না গেলেও পৃথিবীর অন্য প্রান্তে চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে নিজ এলাকায় রামাযানের ছিয়াম শুরু করা রামাযানকে এক বা দু'দিন এগিয়ে আনার শামিল। যা উক্ত হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে।

একই মর্মে নিম্নের হাদীছটিতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ-

(খ) হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা রামাযান মাসকে এগিয়ে এনো না যতক্ষণ না তোমরা তার পূর্বে চাঁদ দেখ। অথবা তোমরা শা'বান মাসের (ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর। অতঃপর ছিয়াম রাখ যতক্ষণ না (ঈদের) চাঁদ দেখ অথবা তার পূর্বে (রামাযানের ত্রিশ দিনের) গণনা পূর্ণ কর'।[৮৫]

(গ) সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এর ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯৭০)*-এর বিরোধিতা করা হবে। তাছাড়া বিগত চৌদ্দশ' বছরে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র কখনো একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ হয়েছে বলে জানা যায় না।

উপরে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রামাযানের ছিয়াম ও ঈদ চাঁদ দেখার সাথে শর্তযুক্ত এবং তা স্ব স্ব দেশ বা অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে কোন একজনের দেখার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

---

৮৫. নাসাঈ হা/২১২৬; আবুদাঊদ হা/২০১৫।

মক্কার সাথে ছিয়াম ও ঈদ :

কিছু মানুষ যুক্তি দিয়ে মক্কার সাথে একই দিনে পৃথিবীর সর্বত্র ছিয়াম ও ঈদ প্রমাণ করতে চান। অথচ কুরআন ও হাদীছ তার বিপরীত কথা বলে। সেজন্য তারা কুরআন-হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন। অথচ কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী হ'তে হবে। অন্য কোন বুঝ অনুযায়ী নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমলে যেটা দ্বীন ছিল না, এ যুগে সেটা দ্বীন নয়। তাঁদের আমলে মক্কার সাথে মিলিয়ে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ ছিল না, এযুগেও সেটা থাকবে না। যুক্তি দিয়ে করতে চাইলে সেটা হবে পথভ্রষ্টতা। কেননা কুরআন-হাদীছ হ'ল আল্লাহ্র অহি। তা মানুষের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী নয়। জ্ঞান তো তাকে বলা হয়, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত অনুভূতি থেকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮৬] ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন জ্ঞানও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক থেকে আসে। যাতে সত্য-মিথ্যা, ভুল-শুদ্ধ দু'টিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু 'অহি' আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। যা মানুষের ইন্দ্রিয় বহির্ভূত। ফলে তাতে ভুল বা মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। প্রকৃত মুমিন সর্বদা অহি-র বিধানের সামনে মাথা নত করে ও তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। মুমিন হাদীছের পক্ষে যুক্তি দিবে, হাদীছের বিপক্ষে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ : كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ– 'আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু মতভেদ দেখতে পাবে।

৮৬. পঞ্চ ইন্দ্রিয় হ'ল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। এগুলিকে 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' বলা হয়। এছাড়া আরও ৯টি ইন্দ্রিয় রয়েছে। যেমন বাক, হস্ত, পদ, পায়ু ও লিঙ্গ- এ পাঁচটিকে 'কামেন্দ্রিয়' বলা হয়। সেকারণ ইন্দ্রিয় সেবী বা ইন্দ্রিয়াসক্ত বলতে লম্পটদের বুঝানো হয়। অতঃপর মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত- এ চারটিকে 'অন্তরেন্দ্রিয়' বলা হয়। এক্ষণে মোট ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৪টি। যার মধ্যে ৫টি 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' ৫টি 'কামেন্দ্রিয়' এবং ৪টি 'অন্তরেন্দ্রিয়'। শেষেরটি বাকীগুলিকে পরিচালিত করে *(সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী)*।

সে সময় তোমাদের উপর অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা সেটা আঁকড়ে থাকবে ও মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর (ধর্মের নামে) নবোদ্ভূত বিষয় সমূহ হ'তে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবোদ্ভূত বিষয় হ'ল বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আত হ'ল ভ্রষ্টতা'।[৮৭] 'আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!

ওআইসির দোহাই :

অনেকে OIC (Organisation of Islamic Co-operation)-এর দোহাই দিয়ে থাকেন। ১৯৮৬ সালের ১১-১৬ অক্টোবরে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ওআইসির অঙ্গ সংস্থা 'আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী'র ৫নং প্রস্তাবে বলা হয় যে, কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশের মুসলমানদেরও তাই মেনে চলা দরকার। চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য বিবেচনার প্রয়োজন নেই। কেননা 'চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো' কথাটি সার্বজনীন ও সবার জন্য প্রযোজ্য'।[৮৮]

আমাদের প্রশ্ন : বৈঠকের উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে হাদীছ বিরোধী। ফলে এটি মেনে চলা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অপরিহার্য নয়। ছাহেবে মির'আত বলেন, হানাফী, মালেকী ও সাধারণভাবে শাফেঈগণ একথা বলেন যে, যদি দুই শহর নিকটবর্তী হয়, তাহ'লে তাদের উদয়স্থলে পরিবর্তন হবেনা। যেমন বাগদাদ ও বছরা। তাদের যেকোন একটি শহরে চাঁদ দেখলে তারা সবাই ছিয়াম রাখবে। আর যদি দূরত্ব বেশী হয়, যেমন ইরাক, হিজায ও শাম, তাহ'লে প্রত্যেক অঞ্চলে স্ব স্ব চন্দ্রদর্শন প্রযোজ্য হবে' *(মির'আত ৬/৪২৬)*।

---

৮৭. আহমাদ হা/১৭১৮৪; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫, রাবী 'ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)।

৮৮. Finally, I would like to inform you that the question of sighting the moon for each lunar month including Zul-Hijjah was thoroughly discussed at the annual sessions of the Islamic Fiqh Academy (held in Jordan, October 11-16, 1986) attended by more than a hundred outstanding scholars of Shari'ah. The academy adopted the resolution recommended that all Muslim countries should determine all the lunar months including Zul-Hijjah on the same basis for both Eid al-Fitr as well as Eid al-Adha. This resolution represents the consensus of Muslim jurists throughout the world. (http://www.as-sidq.org/darusalam/saudi-moon.htm).

সমতল স্থানে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখবে, উঁচু টাওয়ারে বা বিমানে উঠে নয় :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى سَفَرٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ : يَا فُلاَنُ قُمْ، فَاجْدَحْ لَنَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ : انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ : يَا رَسُولَ للهِ! فَلَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ : انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ : انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ-

‘আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (রামাযান মাসে) এক সফরে ছিলাম। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশিয়ে দাও (অর্থাৎ ইফতারের ব্যবস্থা কর)। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন! তখন তিনি বললেন, তুমি উট থেকে নাম এবং আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশিয়ে দাও। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন! তিনি বললেন, নামো আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশিয়ে দাও। তখন সে বলল, এখনও দিন আছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি নামো! আমাদের জন্য ছাতু ও পানি মিশাও। অতঃপর সে নামল এবং তাঁদের জন্য ছাতু ও পানি মিশাল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পান করলেন। রাবী বলেন, যদি কেউ তখন উটের পিঠে উঠত, তাহ’লে সূর্য দেখতে পেত। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) পূর্বদিকে ইশারা করে বললেন, যখন তুমি এদিক থেকে রাত্রির আগমন দেখবে, তখন ইফতার করবে’।[৮৯]

উপরোক্ত হাদীছে বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক চোখে সূর্যাস্ত দেখলেই ইফতার করতে হবে। একই উদয়স্থলের মধ্যে বসবাসকারীদের জন্যই এটা প্রযোজ্য হবে। অন্য উদয়স্থল বা বিশ্বের সমগ্র এলাকার জন্য নয়। এমনকি ঢাকার

৮৯. বুখারী হা/১৯৫৫; মুসলিম হা/১১০১।

সূর্যাস্তের সময় রাজশাহীতে প্রযোজ্য নয়। কেননা ঢাকার ৭/৮ মিনিট পরে রাজশাহীতে সূর্যাস্ত যায়।

৬ মাস রাত ও ৬ মাস দিন হ'লে সেখানকার ছালাত ও ছিয়াম :

এমতাবস্থায় রাত-দিন হিসাবে ২৪ ঘণ্টার সময়কাল ভাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের সাথে মিলিয়ে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা দিনে ও রাতে মোট ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। এছাড়া দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় তার প্রথম দিন বর্তমানের এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের, এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। বাকী ৩৭ দিন বর্তমানের দিনের সমান হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) হাদীছ বর্ণনা করলে ছাহাবীগণ সেসময় ছালাত কিভাবে পড়তে হবে তা জানতে চাইলে তিনি দিনের সময়কালকে পাঁচভাগে ভাগ করার সমাধান প্রদান করেন।[৯০]

বিভিন্ন দেশে সময়ের ভিন্নতা :

বিভিন্ন দেশে ছিয়াম পালনে সময়ের ভিন্নতা রয়েছে। সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ছিয়াম পালন করেন ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও ডেনমার্কের মুসলমানরা। আর সবচেয়ে কম সময় পালন করেন আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানরা।

দীর্ঘতম ছিয়ামের দেশ ফিনল্যাণ্ডে মাত্র ৫৫ মিনিটের জন্য সূর্য অস্ত যায়। তারা সাধারণতঃ বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে সাহারী খান ও ইফতার করেন সন্ধ্যা ১২টা ৪৮ মিনিটে। অর্থাৎ মোট ২৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট তাদের ছিয়াম রাখতে হয়। এভাবে ডেনমার্কে ২১ ঘণ্টা, নেদারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে সাড়ে ১৮ ঘণ্টা, স্পেনে ১৭ ঘণ্টা, জার্মানীতে সাড়ে ১৬ ঘণ্টা। অন্যদিকে আর্জেন্টিনায় মাত্র সাড়ে ৯ ঘণ্টা, অস্ট্রেলিয়ায় ১০ ঘণ্টা ও ব্রাজিলে ১১ ঘণ্টা।

এসব এলাকার লোক কিভাবে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে, সে বিষয়ে বিদ্বানগণ দু'ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। (১) মক্কা ও মদীনার ন্যায় যে সকল স্থানে দিন-রাতের স্বাভাবিক তারতম্য রয়েছে, তাদের অনুসরণ করা। অথবা (২) স্বাভাবিক তারতম্যের নিকটবর্তী দেশ সমূহের অনুসরণ করা' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩১)*।

৯০. মুসলিম হা/২৯৩৭; তিরমিযী হা/২২৪০; আবুদাঊদ হা/৪৩২১; মিশকাত হা/৫৪৭৫, রাবী নাঊওয়াস বিন সাম'আন (রাঃ)।

সাহারী

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (১) تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً– ‘তোমরা সাহারী কর। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে’।[৯১] তিনি বলেন, (২) فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ– ‘আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ’ল সাহারী খাওয়া’।[৯২] তিনি বলেন, (৩) تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِّنْ مَّاءٍ– ‘তোমরা সাহারী কর যদি তা এক ঢোক পানি দিয়েও হয়’।[৯৩] (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ– ‘মুমিনের জন্য কতই না সুন্দর সাহারী হ’ল খেজুর’।[৯৪] একইভাবে ইফতারের জন্যও খেজুর উত্তম *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৬ প্রভৃতি)*।

সাহারীর বরকত সমূহ :

(১) সুন্নাত অনুসরণের ফলে অধিক ছওয়াব লাভ হয়। (২) এটি ইহূদী-নাছারাদের ছিয়াম রীতির বিপরীতে মুসলমানদের অন্যতম নিদর্শন। (৩) এর দ্বারা দেহের শক্তি বৃদ্ধি হয়। যা ছিয়ামে উৎসাহ এনে দেয় এবং ইবাদতে অধিক স্পৃহা সৃষ্টি হয়। (৪) এটি বরকতমণ্ডিত খানা। যেমন ‘ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, একদিন রামাযানে সাহারীর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে ডেকে বলেন, هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ– ‘এসো এই বরকত মণ্ডিত খানার দিকে’।[৯৫] (৫) সাহারী খাওয়ার একটি বড় কল্যাণ এই যে, আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দো‘আ করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতামণ্ডলী সাহারীকারীদের উপর

---

৯১. বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২, রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)।
৯২. মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩, রাবী হযরত ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ)।
৯৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৭৬, রাবী আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ); ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭১।
৯৪. আবুদাঊদ হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/১৯৯৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৯৫. আবুদাঊদ হা/২৩৪৪; নাসাঈ হা/২১৬৫; মিশকাত হা/১৯৯৭, রাবী ‘ইরবায বিন সারিয়াহ (রাঃ)।

রহমত বর্ষণ করেন'।[৯৬] (৬) এর ফলে ক্ষুধা দূরীভূত হয় এবং ক্ষুধাজনিত অনিষ্টকারিতা হ'তে দেহ রক্ষা পায়।

(৭) সাহারীর সময়টাই একটি বরকত মণ্ডিত সময়। কেননা এসময় আল্লাহ স্বয়ং নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বান্দাকে ডাকেন ক্ষমা, আরোগ্য ও রূযী প্রাপ্তির জন্য।[৯৭] যিনি সাহারী খেতে ওঠেন, তিনি একটু আগেভাগে চেষ্টা করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের মাধ্যমে উক্ত বরকত লাভ করতে পারেন। (৮) দেরীতে সাহারীর কারণে ছায়েম ফজরের জামা'আতের বরকত লাভে ধন্য হ'ল। অথচ আগে সাহারী করে ঘুমিয়ে গেলে ফজর ক্বাযা হওয়ার ভয় থাকে। (৯) সাহারীতে কখনোই অতিভোজন কাম্য নয়। তাতে হযম ক্রিয়া বিঘ্নিত হবে এবং সারা দিন অস্বস্তিতে ভুগতে হবে। এর ফলে সাহারীর বরকতই নষ্ট হয়ে যাবে।

সাহারী দেরীতে করা :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَجِّلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخِّرُوا السُّحُورَ– 'তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর'।[৯৮]

---

৯৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪৬৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৫৪, রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)।

৯৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَّدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? এভাবে তিনি ফজর স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহবান করেন' *(বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৭৭৩)*। আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সম্পর্কে বলেন,– اَلصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ 'যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, আল্লাহ্র পথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী' *(আলে ইমরান ৩/১৭)*; তিনি অন্যত্র বলেন,– وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 'রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত' *(যারিয়াত ৫১/১৮)*।

৯৮. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৮৯, রাবী উম্মে হাকীম বিনতে ওয়াদে' আল-খুযা'ইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)।

(২) ক্বাতাদাহ ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হ’তে বর্ণিত, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً– ‘এক রাত্রে নবী করীম (ছাঃ) ও যায়েদ ইবনু ছাবেত সাহারী খেলেন। যখন তাঁরা দু’জন সাহারী থেকে ফারেগ হ’লেন, তখন রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং ছালাত পড়লেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহারী থেকে ফারেগ হওয়া ও ছালাতে প্রবেশ করার মধ্যে কী পরিমাণ সময় ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার পরিমাণ’।[৯৯]

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ– ‘তোমাদের কেউ সাহারীর সময় খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন শেষ করা ব্যতীত পাত্র না রেখে দেয়’।[১০০]

উপরোক্ত দু’টি হাদীছে বুঝা যায় যে, সাহারীর সর্বশেষ সাধারণ সময় হ’ল সাহারী খাওয়ার পরে পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময় বাকী থাকা। কিন্তু চূড়ান্ত সময় হ’ল ফজর পর্যন্ত। এমনকি ফজরের আযান শুনেও প্রয়োজন পূর্ণ করা পর্যন্ত।

সাহারীর আযান :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা থেকে অদ্যাবধি মক্কা ও মদীনার দুই পবিত্র হারামে সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযান চালু আছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৯৯. বুখারী হা/৫৭৬; মিশকাত হা/৫৯৯।
১০০. আবুদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮, রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)।

‘বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়’। রাবী বলেন, ইবনু উম্মে মাকতূম ছিলেন অন্ধ ব্যক্তি। তিনি আযান দিতেন না, যতক্ষণ না তাকে বলা হ’ত, أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ ‘ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে’।[১০১]

অতএব কোন মহল্লায় যদি সারা বছর তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস থাকে, তবে সারা বছরই সেখানে তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দেওয়া যাবে। যেমন মক্কা-মদীনার দুই হারামে চালু আছে।[১০২]

সুরূজী প্রমুখ কিছু সংখ্যক হানাফী বিদ্বান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানার উক্ত আযানকে সাহারীর জন্য লোকজনকে আহ্বান ও সরবে যিকর বলে দাবী করেছেন। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এই দাবী ‘মারদূদ’ বা প্রত্যাখাত। কেননা লোকেরা ঘুম জাগানোর নামে আজকাল যা করে, তা সম্পূর্ণরূপে ‘বিদ‘আত’ যা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি। উক্ত আযান-এর অর্থ সকলেই ‘আযান’ বুঝেছেন। যদি ওটা আযান না হয়ে অন্য কিছু হ’ত, তাহ’লে লোকদের ধোঁকায় পড়ার প্রশ্নই উঠতো না। আর রাসূল (ছাঃ)-কেও সাবধান করার দরকার পড়তো না।[১০৩]

ইফতার

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বলেন, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ– ‘যখন পূর্ব দিক থেকে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে এবং পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবে যাবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে’।[১০৪] ইফতারে দেরী করা ইহূদী-নাছারাদের স্বভাব।

---

১০১. أَصْبَحْتَ অর্থ دَخَلْتَ فِي الصَّبَاحِ او قَارَبْتَ الصَّبَاحَ ‘ভোর হয়েছে’ *(ফাৎহুল বারী)*। বুখারী হা/৬১৭; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০; নায়লুল আওত্বার ২/১২০ পৃ.।

১০২. ফাৎহুল বারী ২/১২৪ পৃ., হা/৬২১-২৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৯/৯ সংখ্যা, জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩৪৭ পৃ.।

১০৩. ফাৎহুল বারী শরহ ছহীহ বুখারী ‘ফজরের পূর্বে আযান’ অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪ পৃ.।

১০৪. বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫, রাবী ওমর (রাঃ)।

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَّا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ– 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহূদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[১০৫]

(৩) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطْرَ– 'মানুষ অতদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে'।[১০৬] (৪) একই রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ– 'আমার উম্মত আমার সুন্নাতের উপর অতদিন থাকবে, যতদিন তারা ইফতারের জন্য নক্ষত্র দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা না করবে'।[১০৭]

(৫) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ আমর বিন মায়মূন আল-আওদী (মৃ. ৭৪ হি.) বলেন, كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُ سُحُورًا– 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে দ্রুত ইফতারকারী এবং সবচেয়ে দেরীতে সাহারী গ্রহণকারী'।[১০৮] এর মধ্যে ইহূদী-নাছারাদের বিরোধিতা রয়েছে। কেননা তারা দেরীতে ইফতার করে *(আবুদাঊদ হা/২৩৫৩)*। তারা সূর্যাস্তের পর নক্ষত্র দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। শী'আ ও রাফেযীরাও এটা করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা হ'ল তার বিপরীত। অতএব সাবধানতার অজুহাতে ৩ মিনিট দেরী করার প্রচলিত প্রথা পুরোপুরি শরী'আত বিরোধী এবং ইহূদী-নাছারাদের অনুকরণ মাত্র।

---

১০৫. আবুদাঊদ হা/২৩৫৩; ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৮; মিশকাত হা/১৯৯৫।
১০৬. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।
১০৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫১০; হাকেম হা/১৫৮৪; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৭৪।
১০৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৭৫৯১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪৮৭৪, সনদ ছহীহ।

সুন্নাত অনুসরণের ফায়েদা :

সুন্নাত অনুসরণের সবচেয়ে বড় ফায়েদা হ'ল (ক) এর মাধ্যমে পূর্ণ নেকী লাভ হয়। এর বিপরীত করলে সেটি অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইহূদী-নাছারাদের অনুসরণ করা হবে। (খ) এর মাধ্যমে আল্লাহ্র আদেশ পালন করা হবে। যেখানে তিনি বলেছেন, وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، 'আমার রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি বলেন, اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً، 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

এক্ষণে ইফতার দেরীতে করা ও সাহারী না করা অথবা আগেভাগে সাহারী করে ঘুমিয়ে যাওয়া, এমনকি ফজরের জামা'আতে হাযির হ'তে না পারা, সেই সাথে এগুলিকে ছোট-খাট বিষয় ও শাখা-প্রশাখা বলে হালকা মনে করা আধুনিক জাহেলিয়াত ও নিকৃষ্ট বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অথচ 'বিশ্ববাসীর জন্য রহমত' (رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ) হিসাবে আগমনকারী *(আম্বিয়া ২১/১০৭)* মহান রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর বুযর্গ ছাহাবীগণ আমাদেরকে এর বিপরীত নির্দেশ দিয়েছেন এবং কাজের মাধ্যমে তা দেখিয়ে গেছেন।

অতএব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে। সমাজ ও লৌকিকতার তোয়াক্কা করবে না। এর মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قِيلَ: وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى– 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে অসম্মত। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে অসম্মত? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে, সে (জান্নাতে প্রবেশে) অসম্মত'।[১০৯] এক্ষণে যে কাজ তিনি করেননি, করতে বলেননি, সে

১০৯. বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৩ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)।

কাজ ধর্মের নামে করা কি তাঁর আনুগত্য হবে, না অবাধ্যতা হবে? আর রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করে জান্নাত পাওয়ার আশা করা স্রেফ আত্ম প্রতারণা ব্যতীত আর কি হ'তে পারে?

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ الْإِفْطَارَ، وَأَنْ نُؤَخِّرَ السَّحُورَ، وَأَنْ نَضْرِبَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ– 'আমরা নবীগণ আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা দ্রুত ইফতার করি, দেরীতে সাহারী করি এবং ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখি'।[১১০] এতে বুঝা গেল যে, সকল নবী দ্রুত ইফতার করতেন, দেরীতে সাহারী করতেন এবং ছালাতে বুকে হাত বাঁধতেন। এক্ষণে যারা সাবধানতার নামে ইফতারে ৩ মিনিট দেরী করেন এবং যঈফ 'আছারে'র ভিত্তিতে ছালাতে নাভির নীচে হাত বাঁধেন, তারা বিষয়টি চিন্তা করুন!

(৭) একই মর্মে অন্য বর্ণনায় এসেছে, ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مِّنْ أَخْلاَقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ– 'তিনটি বস্তু হ'ল নবীদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। (১) দ্রুত ইফতার করা (২) দেরীতে সাহারী করা এবং (৩) ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা'।[১১১] এটি মওকূফ ছহীহ। যা মরফূ-এর হুকুম রাখে। কেননা কোন ছাহাবী নিজে থেকে এরূপ কথা বলতে পারেন না।

ইফতারকালে দো'আ :

'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[১১২] ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ *'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফত্বারতু'* হাদীছটি 'যঈফ'।[১১৩] ইফতার শেষে পড়া যাবে- ذَهَبَ الظَّمَأُ

১১০. ত্বাবারাণী কাবীর হা/১১৪৮৫; ছহীহুল জামে' হা/২২৮৬।
১১১. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২৬১১; ছহীহুল জামে' হা/৩০৩৮।
১১২. বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম হা/২৭৩৪; মিশকাত হা/৪২০০।
১১৩. আবুদাঊদ হা/২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৪, রাবী মু'আয বিন যুহরাহ (রাঃ); ইরওয়া হা/৯১৯; তারাজু'আত হা/২৭।

وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَآءَ اللهُ– *‘যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ’* (‘পিপাসা দূরীভূত হ’ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ’ল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হ’ল’)।[১১৪]

ছায়েমের দো‘আ কবুল হয় :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُّسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ– ‘তিনটি দো‘আ কবুল করা হয়। (১) ছায়েমের দো‘আ (২) মুসাফিরের দো‘আ ও (৩) মযলূমের দো‘আ।[১১৫] একই রাবী হ’তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُم : اَلصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ– ‘তিন জনের দো‘আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (১) ছায়েম যতক্ষণ না সে ইফতার করে (২) ন্যায়নিষ্ঠ নেতা এবং (৩) মযলূমের দো‘আ’।[১১৬] তিনি বলেন, إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذَلِكَ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ– ‘নিশ্চয় প্রত্যেক ইফতারের সময় আল্লাহ্র জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা রয়েছে। আর এটি (রামাযানের) প্রতি রাত্রে হয়ে থাকে’।[১১৭]

‘রাত্রি’ অর্থ সূর্যাস্তের পর। এজন্য প্রত্যেক ছায়েম ইফতারের সময় আল্লাহ্র নিকটে একাকী প্রার্থনা করতে পারেন। এটা নয় যে, একজন হাত উঠিয়ে দো‘আ করবেন এবং অন্যেরা সেই সাথে হাত উঠিয়ে আমীন আমীন বলবেন। এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে এরূপ আমলের কোন প্রমাণ নেই।

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) ইফতারের সময় পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের ডেকে দো‘আ করতেন’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[১১৮]

---

১১৪. আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩, সনদ হাসান, রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)।
১১৫. বায়হাক্বী শো‘আব হা/৩৫৯৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩০।
১১৬. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৪২৮; ছহীহাহ হা/১৭৯৭।
১১৭. ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৩; আহমাদ হা/২২২৫৬, রাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।
১১৮. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৩৯০৭; মুসনাদে ত্বায়ালেসী হা/৬২৬২; ইরওয়া ৪/৪৪ পৃ.।

এছাড়া ‘ইফতারের সময় দো‘আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[১১৯] তাছাড়া উক্ত হাদীছে হাত তুলে জামা‘আতবদ্ধ দো‘আর কথা বলা হয়নি। বরং ছায়েমের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। ছিয়ামের অবস্থায় তার দো‘আ যে কোন সময় কবুল হয় *(নববী, আল- মাজমূ‘ ৬/৩৭৫)*।

সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময় নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় সর্বদাই দো‘আ কবুল হওয়ার যোর সম্ভাবনা রয়েছে। আর এটাই হাদীছ সম্মত।

ইফতার করানোর ফযীলত :

যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا– ‘যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ছায়েমদের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না’।[১২০]

ইফতার বা সাহারীর দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ– ‘যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হবে, তখন সে যেন তা কবুল করে। যদি সে ছায়েম হয়, তাহ’লে তার জন্য দো‘আ করবে। আর যদি তা না হয়, তাহ’লে সে খাবে’।[১২১] আর মেযবানের জন্য দো‘আ করা মুস্তাহাব। এ সময় নিম্নোক্ত দো‘আ সমূহ অথবা যেকোন একটি দো‘আ পড়বে।-

(১) أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ–

---

১১৯. إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ– ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; যঈফাহ হা/৪৩২৫; যঈফুত তারগীব হা/৫৮২; যঈফুল জামে‘ হা/১৯৬৫।

১২০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; তিরমিযী হা/৮০৭; বায়হাক্বী শু‘আব হা/৩৯৫৩; মিশকাত হা/১৯৯২।

১২১. মুসলিম হা/১৪৩১; মিশকাত হা/২০৭৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

(ক) *'আফত্বারা ইনদাকুমুছ ছা-য়েমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-র, ওয়া ছল্লাত 'আলায়কুমুল মালা-য়েকাহ'* (ছায়েমগণ আপনার নিকট ইফতার করুন! নেককার ব্যক্তিগণ আপনার খাদ্য ভক্ষণ করুন এবং ফেরেশতাগণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন!)।[১২২]

(٢) اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنَا وَاسْقِ مَنْ سَقَانَا-

(খ) *'আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানা ওয়াসক্বি মান সাক্বা-না'* (হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাদের খাওয়ালেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাদের পান করালেন)।[১২৩]

অথবা বলবে,

(٣) اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ-

(গ) *'আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম'* (হে আল্লাহ! তুমি তাদের যে রূযী দান করেছ, তাতে বরকত দাও! তুমি তাদের ক্ষমা কর ও তাদের উপর রহম কর!)।[১২৪]

কি দিয়ে ইফতার করবে :

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ، حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ- 'রাসূল (ছাঃ) ডাসা-পাকা খেজুর (রুত্বাব) দিয়ে ইফতার করতেন। না পেলে শুকনা খেজুর দিয়ে। সেটাও না পেলে কয়েক চুল্লু পানি দিয়ে ইফতার করতেন'।[১২৫]

---

১২২. আবুদাঊদ হা/৩৮৫৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭; শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪২৪৯, রাবী আনাস (রাঃ)।

১২৩. মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/১৫১৭; মুসলিম হা/২০৫৫ (১৭৪) 'পানীয় সমূহ' অধ্যায়-৩৬, অনুচ্ছেদ-৩২; আহমাদ হা/২৩৮৬৯, সনদ 'ছহীহ' রাবী মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ)।

১২৪. মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/২৪২৭ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ-৭, রাবী আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ)।

১২৫. আবুদাঊদ হা/২৩৫৬; তিরমিযী হা/৬৯৬; হাকেম হা/১৫৭৬; মিশকাত হা/১৯৯১; ছহীহাহ হা/২৮৪০।

নির্জীব দেহকে সজীব করার জন্য খেজুর সঞ্জীবনী সুধার মত কাজ করে। শূন্য পাকস্থলীতে খেজুরের মিষ্ট রস দেহে প্রয়োজনীয় শর্করা বৃদ্ধি করে। যা দেহে শক্তি সঞ্চয়ে সহায়ক হয়। প্রচুর লৌহ সমৃদ্ধ হওয়ায় খেজুরকে 'আয়রণ ক্যাপসুল' (Iron capsule) বলা হয়। এছাড়াও খেজুরের অন্যান্য পুষ্টিগুণ রয়েছে। খেজুর না পেলে পানি। কেননা পানি যেমন মৃত যমীনকে জীবিত করে, তেমনি ছায়েমের শুষ্ক দেহকে সতেয করে। ইফতার পেট ভরে খাওয়া উচিৎ নয়। কেননা তাতে দেহ এলিয়ে পড়বে ও কর্মস্পৃহা নষ্ট হবে।

ছিয়াম ভঙ্গের কারণ :

আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا، 'আর তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। অতঃপর ছিয়াম পূর্ণ কর রাত্রির আগমন পর্যন্ত।... এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। এতে বুঝা যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করা যাবে না। করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে।

ছিয়ামের ক্বাযা, কাফফারা ও ফিদ্ইয়া :

(১) কোনরূপ শারঈ ওযর ছাড়াই ছিয়াম ভঙ্গ করলে যেমন, দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে খেলে বা পান করলে, হস্তমৈথুন বা অনুরূপ কিছু করলে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে সর্বাগ্রে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করতে হবে। অতঃপর ঐ দিনের বদলে একটি ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ– 'ছিয়াম অবস্থায় যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, তার জন্য ক্বাযা নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করবে, সে যেন ক্বাযা আদায় করে'।[১২৬]

১২৬. তিরমিযী হা/৭২০; মিশকাত হা/২০০৭, সনদ ছহীহ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪২৬-২৭ পৃ.।

(২) (ক) রামাযানে দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে যৌন সম্ভোগের মাধ্যমে ছিয়াম ভঙ্গ করলে তার জন্য শাস্তি স্বরূপ ক্বাযা ও কাফফারা দু'টিই ওয়াজিব হয় *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/১৩৯)*। এর কাফফারা হ'ল, একটি দাসমুক্তি। তাতে সক্ষম না হ'লে দু'মাস একটানা ছিয়াম। তাতেও সক্ষম না হ'লে ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক প্রদান।[১২৭]

এরূপ ক্ষেত্রে কেবল স্বামীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তির স্ত্রীর উপর পৃথক কাফফারার কথা বলেননি। (খ) তবে এই ছিয়াম যদি রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম অথবা মানতের ছিয়াম হয় এবং সেসময় স্ত্রী মিলনের মাধ্যমে ছিয়াম ভঙ্গ করে, তাহ'লে তার উপরে কেবল ক্বাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪২৮ পৃ. টীকা-৪)*।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এতে সম্মত থাকলে উভয়কে ক্বাযা ও কাফফারা দু'টিই আদায় করতে হবে।[১২৮] আর স্বামী যদি জোরপূর্বক এরূপ করে, তাহ'লে কেবল স্বামীকে ক্বাযা ও কাফফারা আদায় করতে হবে, স্ত্রীকে নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার ছিয়াম পূর্ণ করবে।[১২৯]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ قَالَ: اجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ

১২৭. মায়েদাহ ৫/৮৯; বুখারী হা/৬৭০৯; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়।
১২৮. বুখারী হা/৬৭০৯; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া ১৫/৩০৭ পৃ.।
১২৯. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৪০৪ পৃ.।

الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ-

‘আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি স্ত্রী সহবাস করেছি, অথচ আমি ছায়েম ছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি একটি দাস মুক্ত করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একটানা দু’মাস ছিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বস। অতঃপর সে বসে রইল। ইতিমধ্যে খেজুর পাতায় বানানো বড় একটি ঝুড়ি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এল, যাতে ১৫ ছা‘ খেজুর ধরে। তিনি সেটি তাকে দিয়ে বললেন, এগুলি ছাদাক্বা করে দাও। জওয়াবে সে বলল, আমার চাইতে বড় মিসকীন আর কে আছে হে আল্লাহ্র রাসূল? আল্লাহ্র কসম! এ তল্লাটে আমার চাইতে বড় মিসকীন আর কেউ নেই। এ কথা শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে ফেললেন যাতে তাঁর মাড়ির দাঁতগুলি বেরিয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, এগুলি নিয়ে যাও। তোমার পরিবারকে খাওয়াও’।[১৩০]

(গ) একটানা দু’মাস ছিয়াম রাখার মধ্যে কোন বাধ্যগত শারঈ ওযর দেখা দিলে ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে। তাতে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সে স্ত্রী স্পর্শ করে।[১৩১]

(ঘ) ভুলক্রমে সহবাস করলে কেবল ক্বাযা আছে, কাফফারা নেই। কাফফারার ছিয়াম শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্পর্শ করবে না। কিন্তু যদি অধৈর্য হয়ে করেই

১৩০. বুখারী হা/৬৭০৯, ১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; নিসা ৪/৯২, মুজাদালাহ ৫৮/৪।
১৩১. ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২৯ পৃ.; মাসিক ‘আত-তাহরীক’ প্রশ্নোত্তর ২৮/৩৮৮, জুলাই’১৬।

ফেলে, তাহ'লে কাফফারা শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় আর স্ত্রী স্পর্শ করবে না।[১৩২]

ছিয়ামের ফিদ্ইয়া :

(ক) অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। ছাহাবী আনাস (রাঃ) অতি বৃদ্ধ অবস্থায় গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১৩৩] (খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্ইয়া আদায় করতে বলতেন।[১৩৪] ফিদ্ইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা' চাউল অথবা গম।[১৩৫] তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، 'যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দান করে, তবে সেটি তার জন্য উত্তম হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

মৃতের ক্বাযা অথবা ফিদ্ইয়া :

মৃতের ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম কিছুই আদায় করতে হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একজনের ছিয়াম ও ছালাত অন্যজনে আদায় করতে পারেনা।[১৩৬] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত, যা নিজেকেই করতে হয়। এগুলি জীবদ্দশায় যেমন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়, মৃত্যুর পরেও তেমনি অন্যের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এগুলির ছওয়াবও অন্যকে দেওয়া যায় না। যেমন জীবদ্দশায়

---

১৩২. ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); ইরওয়া ৭/১৭৯-৮০ পৃ.।
১৩৩. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।
১৩৪. বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃ.।
১৩৫. বায়হাক্বী হা/৮৪৭৫-৭৬, ৪/২৫৪ পৃ.।
১৩৬. عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِّنْ رَّمَضَانَ أَوْ نَذْرٌ يَقُولُ : لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ تَصَدَّقُوا عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لِلصَّوْمِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمُؤَطَّأ : وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ- বায়হাক্বী ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ, আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত ২/৩৩৬; যঈফাহ ১০ (১)/৬২ পৃ.; মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, মিশকাত হা/২০৩৫, 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৫।

একজনের ছওয়াব অন্যকে দেওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ– ‘যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই সেটা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তার প্রতিফল তার উপরেই বর্তাবে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৬)*। তিনি বলেন, وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى، ‘একের বোঝা অন্যে বহন করবেনা’ *(আন‘আম ৬/১৬৪)*। তিনি আরও বলেন, وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى– ‘মানুষ সেটাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে’ *(নাজম ৫৩/৩৯)*।

তবে মুসলিম মাইয়েতের জন্য দো‘আ, ছাদাক্বা ও হজ্জ করা যাবে এবং তারা তার ছওয়াব পাবে। যেমন (ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ– ‘যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল ব্যতীত (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্‌ম, যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে’।[১৩৭]

(খ) কুরায়েশ নেতা ‘আছ বিন ওয়ায়েল কাফের অবস্থায় মৃত্যুর আগে তার দুই ছেলে হিশাম ও আমর-কে দু’শ গোলাম আযাদ করার অছিয়ত করে যান। ছেলেরা মুসলিম হওয়ার পর এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ– ‘যদি মৃত ব্যক্তি মুসলমান হ’ত, অতঃপর তোমরা তার পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করতে অথবা ছাদাক্বা করতে অথবা হজ্জ করতে, তাহ’লে তার ছওয়াব তার আমলনামায় পৌঁছত’।[১৩৮] এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কাফের

১৩৭. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩ ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়।

১৩৮. আবুদাঊদ হা/২৮৮৩; মিশকাত হা/৩০৭৭, রাবী ‘আমর বিন শু‘আয়েব তার পিতা ও দাদা অর্থাৎ ‘আমর বিন ‘আছ (রাঃ) হ’তে; বায়হাক্বী শু‘আব; মির‘আত হা/১৭৩১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৫/৪৫৩ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০; তালখীছ ৭৬ পৃ.।

হওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তি কিছুই পাবে না। কিন্তু তার ছেলেরা মুসলিম হওয়ার কারণে উক্ত দানের ছওয়াব তারা পাবে *(মিরক্বাত)*।

অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা রাখতে পারেন।[১৩৯] অথবা প্রতি ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে তারা একজন মিসকীন খাওয়াবেন কিংবা এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) গম (বা চাউল) মিসকীনকে দিবেন,[১৪০] যদি তা মাইয়েতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশে সংকুলান হয়। নইলে তা পূরণ করা ওয়ারিছের জন্য ওয়াজিব নয়।[১৪১]

খ্যাতনামা তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি.) বলেন, إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ– ‘যদি তার উপর রামাযানের ছিয়ামের মানত থাকে, আর তার পক্ষ হ’তে যদি ৩০ জন ব্যক্তি একদিন ছিয়াম রাখে, তবে সেটি জায়েয হবে’।[১৪২] আর যদি তার উত্তরাধিকারীরা ফিদ্ইয়া দেয়, তবে একই দিনে ত্রিশজন মিসকীনকে জমা করে পেট ভরে খাইয়ে দিবে। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) তাদেরকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন।[১৪৩]

রামাযানের ক্বাযা :

রামাযানের ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব। এগুলি একটানা অথবা পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ‘এগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করায় কোন দোষ নেই’। কেননা আল্লাহ বলেন, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ‘সে যেন এটি

১৩৯. আবুদাঊদ হা/৩৩০০; বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩, রাবী আয়েশা (রাঃ); তালখীছ পৃ. ৭৫; মির‘আত ৭/২৮-২৯, ৩১-৩২ পৃ.।

১৪০. বায়হাক্বী ৪/২৫৪; যঈফাহ হা/৪৫৫৭-এর আলোচনা শেষে দ্রষ্টব্য ১০ (১)/৬২।

১৪১. মির‘আত ৭/৩২ পৃ., হা/২০৫৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২. বুখারী তা‘লীক্ব ‘ছওম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪২; আলবানী, মুখতাছার ছহীহুল বুখারী হা/৪৫৪, অনুচ্ছেদ-৪২।

১৪৩. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত; দারাকুৎনী হা/১৬; ইরওয়া হা/৫২৪, সনদ ‘ছহীহ’।

অন্য সময় গণনা করে'।[১৪৪] অতএব পরবর্তী রামাযানের পূর্বে যেকোন সময় আদায় করবে। তবে সেগুলি পরবর্তী রামাযানের আগেই আদায় করা উত্তম।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ، الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কারণে আমার রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম সারা বছরে আদায় করা সম্ভব হ'তো না। ফলে আমি সেগুলি পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতাম'।[১৪৫] অন্য বর্ণনায় বর্ধিতভাবে এসেছে, حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'যতদিন না রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেন'।[১৪৬] ইবনু হাজার বলেন, অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ওযর থাক বা না থাক রামাযানের ক্বাযা দেরীতে আদায় করা জায়েয *(ফাৎহুল বারী ৪/১৯১)*। ঐ ছিয়ামগুলি একটানা হৌক বা পৃথকভাবে হৌক।[১৪৭]

তবে যেকোন নেকীর কাজের ন্যায় এটিও যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। তিনি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ- 'এরাই দ্রুত কল্যাণ কাজে ধাবিত হয় এবং তার প্রতি অগ্রগামী হয়' *(মুমিনূন ২৩/৬১)*।

---

১৪৪. বুখারী তা'লীক্ব 'ছওম' অধ্যায়-৩০ অনুচ্ছেদ-৪০; বাক্বারাহ ২/১৮৪।
১৪৫. মুসলিম হা/১১৪৬; বুখারী হা/১৯৫০; মিশকাত হা/২০৩০ 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
১৪৬. আহমাদ হা/২৪৯৭২; তিরমিযী হা/৭৮৩, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
১৪৭. ইরওয়া হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৪/৯৪-৯৮ পৃ.।

ছিয়াম ভঙ্গ হয় না :

(১) অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে, পান করলে বা বমি করলে। স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৪৮]

এমনকি ভুলক্রমে স্ত্রীমিলনকেও অনেক বিদ্বান এর মধ্যে শামিল করেছেন।[১৪৯] কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ– 'যে ব্যক্তি রামাযানে ভুলক্রমে ইফতার করে, তার উপরে ক্বাযাও নেই, কাফফারাও নেই'।[১৫০]

(২) ছায়েম ভুল বশতঃ পেট ভরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। ঐভাবেই সে ছিয়াম পূর্ণ করবে। পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِذَا نَسِىَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ– 'ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন'।[১৫১]

তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মত থেকে ভুল ও ভ্রান্তির গোনাহসমূহ মাফ করে দিয়েছেন এবং যেসব কাজ তাকে বাধ্যগতভাবে করানো হয়'।[১৫২]

---

১৪৮. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃ.।
১৪৯. শাওকানী, আদ-দারারিইয়ুল মাযিইয়াহ শারহুদ দুরারিল বাহিইয়াহ (বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) ২/১৭৪ পৃ.।
১৫০. হাকেম হা/১৫৬৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৬০৭০।
১৫১. বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/১১৫৫; মিশকাত হা/২০০৩; মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৯/৯ সংখ্যা, জুন ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৫২।
১৫২. ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); ইরওয়া হা/৮২।

ছায়েম কি কি পরিত্যাগ করবে :

ছিয়ামের উদ্দেশ্য হ'ল মুমিনকে পাপমুক্ত করা ও তার চরিত্রকে উন্নত করা। এজন্য তাকে রামাযানের মাসব্যাপী সংযমী জীবনে অভ্যস্ত করা হয়। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ– 'যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। এর অর্থ আল্লাহ্র ভয়ে সর্বদা পাপ থেকে দূরে থাকা এবং বল্গাহীন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصَّوْمُ جُنَّةٌ 'ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ' *(তিরমিযী হা/৭৬৪)*। নিঃসন্দেহে এটি ঢালের ন্যায়। যা পাপ থেকে মুমিনকে বাঁচিয়ে রাখে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানূনের ঊর্ধ্বে এটি হ'ল মুমিনের আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যা সবকিছুর চাইতে কার্যকর।

উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং মুমিনের আত্মিক স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক বিষয় পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।-

মিথ্যা কথা ও কাজ পরিহার করা :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ– 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[১৫৩] এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধমকানো হয়েছে, ছিয়াম ভঙ্গ করতে বলা হয়নি।

বাজে কথা ও বেহায়াপনা :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ– 'খানা-পিনা থেকে বিরত থাকার নাম

১৫৩. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯।

ছিয়াম নয়; বরং ছিয়াম হ'ল বাজে কথা ও কাজ এবং ভোগ-সম্ভোগ ও বেহায়াপনা হ'তে বিরত থাকা। অতঃপর যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় বা তোমার উপর মুর্খতাসূলভ আচরণ করে, তাহ'লে তুমি বল, আমি ছায়েম, আমি ছায়েম'।[১৫৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، 'মন্দ কথা বলেনা ও উচ্চৈঃস্বরে গালি-গালাজ করে না'।[১৫৫] সে কারণ সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) যিনি আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া নিজ থেকে কোন কথা বলেন না, তিনি বলেছেন, رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ– 'বহু ছায়েম রয়েছে যার মধ্যে ছিয়ামের কিছুই নেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যতীত এবং বহু রাত্রি জাগরণকারী আছে, যাদের মধ্যে কিছুই নেই রাত্রি জাগরণ ব্যতীত'।[১৫৬]

এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যারা ছিয়াম রাখে তারা সবাই ছিয়ামের মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করে না। সেকারণ শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার ও ছওয়াব থেকে মাহরূম করেন। এর অর্থ এটা নয় যে, ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে। বরং এর অর্থ হ'ল ছিয়ামের যথাযথ হক আদায় করতে হবে। যাতে পূর্ণ নেকী পাওয়া যায়। আর এখানেই ছওয়াবের কমবেশী হবে। পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানে ফলাফল কারু শূন্য হ'তে পারে, কারু কম হ'তে পারে, কারু পূর্ণ হ'তে পারে।

ছায়েমের জন্য কি কি বৈধ

আল্লাহ পাক ছায়েমের সুবিধার জন্য অনেক বিষয় বৈধ করেছেন। যেমন-

নাপাক অবস্থায় ফজর করা :

নাপাক হ'লে সেই অবস্থায় সাহারী করে ফরয গোসল সেরে ফজরের ছালাত আদায় করবে।

---

১৫৪. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৬; হাকেম হা/১৫৭০, সনদ ছহীহ।
১৫৫. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৫৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৯৯৭; আহমাদ হা/৮৮৪৩; হাকেম হা/১৫৭১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

নাপাক অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে শুধু সাহারী খাওয়ার সময়টুকু অবশিষ্ট থাকলে বিনা গোসলেই সাহারী খাবে। অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করবে । তবে সাহারী খাওয়ার সময় বা সুযোগ নেই এমন অবস্থায় ঘুম ভাঙলে গোসল করে ফজর পড়ে মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করবে *(হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৬ পৃ.)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِى رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ফজর করতেন। অতঃপর গোসল করতেন ও ছিয়াম রাখতেন'।[১৫৭]

মিসওয়াক করা :

ছিয়াম অবস্থায় মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সেকারণ প্রতি ছালাতের ওযূর সময় মিসওয়াক করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ- 'যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেরীতে পড়ার এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[১৫৮] এখানে মিসওয়াকের জন্য ছিয়াম ও ছিয়ামের বাইরে এবং সকাল ও সন্ধ্যা সকল অবস্থাকে শামিল করা হয়েছে।

'প্রতি ছালাতে' অর্থ প্রতি ছালাতের ওযূতে। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'প্রতি ছালাতের জন্য ওযূ করার সময়'।[১৫৯] অতএব ঘুম থেকে উঠে এবং প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের জন্য ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা উত্তম। এই সময় জিহ্বার উপরে ভালভাবে হাত ঘষে গরগরা ও কুলি করবে।

---

১৫৭. বুখারী হা/১৯৩০; মুসলিম হা/১১০৯; মিশকাত হা/২০০১; দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, মে ২০১৭, প্রশ্নোত্তর ১১/২৯১।

১৫৮. বুখারী হা/৮৮৭; মুসলিম হা/২৫২; মিশকাত হা/৩৭৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়-৩, 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ-৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৫৯. কেননা উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা অন্য হাদীছে এসেছে عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ ও مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ অর্থাৎ 'প্রত্যেক ওযূর সাথে বা সময়ে' (আহমাদ ও বুখারী- তা'লীক্ব 'ছওম' অধ্যায়, ২৭ অনুচ্ছেদ); আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭০, ১/১০৯ পৃ.।

অনেকে ছালাতে দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করেন। অতঃপর ভিজা মিসওয়াক পকেটে রেখে ও কুলি না করে সেই অবস্থায় ছালাত পড়েন, যা পরিচ্ছন্নতার বিরোধী। বরং উক্ত হাদীছের মর্ম না বুঝার কারণে তারা এটা করে থাকেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ছায়েম অবস্থায় মিসওয়াক করতাম'। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ছায়েম অবস্থায় দিনের প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে মিসওয়াক করতাম। কিন্তু থুথু গিলতাম না।... ইবনু সীরীন বলেন, কাঁচা মিসওয়াকে কোন দোষ নেই। তাকে বলা হ'ল, তাতে তো স্বাদ আছে? জবাবে তিনি বলেন, পানিতেও স্বাদ আছে। অথচ তা দিয়ে তুমি কুলি করে থাক'।[১৬০] একইভাবে আধুনিক যুগের যেকোন ধরনের টুথপেস্ট ও ব্রাশ ব্যবহার করা জায়েয। কেননা এগুলি খাদ্য নয়। যদিও স্বাদ বুঝা যায়।

কুলি করা ও নাক ঝাড়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا– 'তুমি নাকে পূর্ণভাবে পানি প্রবেশ করাও। তবে যদি তুমি ছায়েম হও'।[১৬১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَبَالِغْ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ 'তুমি পূর্ণভাবে কুলি কর ও নাকে পানি প্রবেশ করাও' *(মির'আত ২/১০৮)*। তবে ছায়েম এজন্য বাড়াবাড়ি করবে না। যেন পেটের মধ্যে পানি চলে না যায়।

স্ত্রীর সাথে মেশা ও চুম্বন দেওয়া :

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ– 'রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় চুমু খেতেন এবং গায়ে গা মিশাতেন। তবে তিনি তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তোমাদের চেয়ে অধিক সক্ষম ছিলেন'।[১৬২] অতএব যারা নিজেকে সংযত রাখতে পারে, কেবল তাদের জন্য এটি জায়েয।

---

১৬০. বুখারী তা'লীক্ব, ফাৎহুল বারী 'ছওম' অধ্যায়-৩০ 'ছায়েমের গোসল করা' অনুচ্ছেদ-২৫, ৪/১৫৩-৫৪ পৃ.।

১৬১. আবুদাঊদ হা/২৩৬৬; তিরমিযী হা/৭৮৮; নাসাঈ হা/৮৭; মিশকাত হা/৪০৫, রাবী লাক্বীত্ব বিন ছাবেরাহ (রাঃ)।

১৬২. বুখারী হা/১৯২৭; মুসলিম হা/১১০৬; মিশকাত হা/২০০০।

খাদ্যের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইনজেকশন নেওয়া :

ছিয়াম অবস্থায় খাদ্য নয় এরূপ বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। এক্ষণে যেসব টিকা, ইনস্যুলিন বা ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যাবে। কারণ এগুলি স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশনের ন্যায় খাদ্য বা পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৬৩]

কিডনী ডায়ালিসিস করা :

সক্ষম থাকলে এমন অবস্থায় ছিয়াম পালনে কোন বাধা নেই। কারণ ডায়ালিসিস ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। এটা শিঙ্গা লাগানোর ন্যায়।[১৬৪] তবে যদি ছিয়াম পালন কষ্টকর হয়, তাহ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে। আর যদি জীবনের আশংকা থাকে, তবে প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন করে মিসকীনকে ফিদ্ইয়া প্রদান করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।[১৬৫]

ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া :

চোখে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। কারণ তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তবে নাকের ড্রপ-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে পেটে চলে না যায়।[১৬৬]

শিঙ্গা লাগানো :

ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো জায়েয। যদি তাতে দুর্বলতা অনুভূত না হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহরিম ও ছায়েম উভয় অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন' *(বুখারী হা/১৯৩৮)*। হযরত আনাস (রাঃ)-কে

১৬৩. মাসিক আত-তাহরীক, ১৫/১২তম সংখ্যা, জুলাই ২০১২, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৯২।
১৬৪. বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯; মিশকাত হা/২০০২।
১৬৫. মাসিক আত-তাহরীক, ১৮/১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৩৭০।
১৬৬. আবুদাঊদ হা/২৩৬৬, মিশকাত হা/৪০৫, রাবী লাক্বীত্ব বিন ছাবেরাহ (রাঃ); উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫০ পৃ.।

জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনারা কি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতে অপসন্দ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে দুর্বলতার বিষয়টি ভিন্ন।[১৬৭]

রোগীকে রক্ত দান করা :

রোগীকে ছিয়াম অবস্থায় রক্ত দান করায় কোন বাধা নেই। তাছাড়া দেহের রক্ত কণিকা স্বাভাবিকভাবেই ১২০ দিন পর পর মারা যায় ও নতুন রক্তের জন্ম হয়। অতএব রক্ত দানে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের সুস্থ পুরুষের দেহের কোন ক্ষতি হয় না। রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন *(বুখারী হা/১৯৩৮)*।

ছিয়াম অবস্থায় দাঁত তোলা :

এতে কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।[১৬৮]

খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা :

এতে কোন দোষ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَ بَأْسَ أَنْ يَّذُوقَ الْخَلَّ أَوِ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَّتَطَاعَمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِدْرِ– 'সিরকা' অর্থাৎ টক পানীয় বা অন্য কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই, যদি তা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করে। আর হাড়ি থেকে খাদ্যের স্বাদ আস্বাদনে ছায়েমের জন্য কোন বাধা নেই'।[১৬৯] হাসান বছরী (রহঃ) মধুর স্বাদ আস্বাদন করে ফেলে দেওয়ায় কোন দোষ মনে করতেন না'।[১৭০]

---

১৬৭. বুখারী হা/১৯৪০; মিশকাত হা/২০১৬, রাবী (তাবেঈ) ছাবেত আল-বুনানী (রহঃ); মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৯/১১ সংখ্যা আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৬/৪০৬।

১৬৮. বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯; মিশকাত হা/২০০২, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ); মাসিক আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর ১৮/৩৭৮ জুলাই'১৬।

১৬৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯৩৬৯-৭০; বায়হাক্বী হা/৮০৪৩, ৪/২৬১, সনদ হাসান; ইবনু হাজার, তাগলীকুত তা'লীক্ব 'আলা ছহীহিল বুখারী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ৩/১৫২ পৃ.।

১৭০. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৯৩৭১।

চোখে সুর্মা লাগানো :

হযরত আনাস (রাঃ), হাসান বাছরী, ইব্রাহীম নাখাঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ ছায়েমের জন্য সুর্মা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না।[১৭১] বড় কথা হ'ল সুর্মা কোন খাদ্য নয়। অতএব তা চোখে ব্যবহার করায় কোন সমস্যা নেই।

মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা বা গোসল করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এটা করেছেন পিপাসায় অথবা গরমে।[১৭২] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ছায়েম অবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে তা গায়ে লাগাতেন। ইমাম শা'বী ছায়েম অবস্থায় গোসল করতেন। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন, ছায়েমের জন্য গরগরা সহ কুলি করায় এবং দেহ ঠাণ্ডা করায় কোন দোষ নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ছায়েমের জন্য মাথায় তৈল দেওয়ায় ও চিরুনী করায় কোন দোষ নেই। আনাস (রাঃ) বলেন, আমার একটি পানি ভর্তি গর্ত (اَلْأَبْزَنُ) ছিল। ছায়েম অবস্থায় প্রচণ্ড গরমে আমি তাতে নেমে গোসল করি।[১৭৩]

অতএব 'এসি' ঘরে থাকলে ছিয়ামের নেকী কম হবে, এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে 'এসি' থাকলে তাঁরা পানিতে গোসল করতেন না। অতএব কৃচ্ছ্র সাধনের নামে নিজের দেহের উপরে কষ্ট দেওয়ার কোন বিধান ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا؛ 'নিশ্চয় এই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি নিজের উপরে দ্বীনকে কঠিন করে নিবে, দ্বীন তাকে পরাজিত করবে। অতএব তোমরা সঠিক পথে চল এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর'।[১৭৪] অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করলে সে দ্বীন পালনে ব্যর্থ হবে। যেমনভাবে খৃষ্টানদের পোপ-পাদ্রীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সাধু থাকার ভান করে চিরকুমার সাজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং চরম বদনাম কুড়িয়েছে।

---

১৭১. বুখারী তা'লীক্ব, ফাৎহুল বারী 'ছায়েমের গোসল করা' অনুচ্ছেদ ৪/১৫৩-৫৪ পৃ.।
১৭২. আবুদাঊদ হা/২৩৬৫; হাকেম হা/১৫৭৯; মিশকাত হা/২০১১।
১৭৩. বুখারী, তা'লীক্ব 'ছওম' অধ্যায়-৩০, 'ছায়েমের গোসল করা' অনুচ্ছেদ-২৫; ফাৎহুল বারী ৪/১৫৪ পৃ.।
১৭৪. নাসাঈ হা/৫০৩৪; বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মধ্যমপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

আল্লাহ সহজ চান, কঠিন চান না

আল্লাহ বলেন, يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। যাতে তোমরা (এক মাসের) গণনা পূর্ণ কর। আর তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। নিম্নের বিষয়গুলি উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।-

সফরে ছিয়াম :

ছায়েম তার সফরে ছিয়াম রাখতেও পারেন, ছাড়তেও পারেন। যেমন ছাহাবী হামযাহ বিন ‘আমর আসলামী (রাঃ) যিনি অধিক ছিয়াম পালনকারী ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সফরে ছিয়াম রাখব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ‘তুমি চাইলে ছিয়াম রাখতে পার, চাইলে ছাড়তে পার’।[১৭৫] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ মনে করতেন, مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ– ‘যে ব্যক্তি শক্তি রাখে, অতঃপর ছিয়াম রাখে, সেটি উত্তম। আর যে ব্যক্তি দুর্বলতা অনুভব করে, অতঃপর ছিয়াম না রাখে, সেটিও উত্তম’।[১৭৬] কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ– ‘(কষ্টের অবস্থায়) সফরে ছিয়াম রাখা কোন নেকীর কাজ নয়’।[১৭৭]

এটা বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মক্কা বিজয়ের সফরের কথা স্মরণ করা যায়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় ছিয়াম অবস্থায় ছিলেন। সাথীগণের কেউ ছায়েম ছিলেন, কেউ ছিলেন না। অতঃপর মক্কার ৪২ মাইল নিকটবর্তী

১৭৫. বুখারী হা/১৯৪৩; মুসলিম হা/১১২১; মিশকাত হা/২০১৯।
১৭৬. তিরমিযী হা/৭১৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৫৫৮; আহমাদ হা/১১০৯৮।
১৭৭. বুখারী হা/১৯৪৬; মুসলিম হা/১১১৫; মিশকাত হা/২০২১।

কুরাউল গামীম-এর কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন এবং তা উঁচু করে সবাইকে দেখিয়ে পান করে দিনের বেলায় ছিয়াম ভঙ্গ করলেন'...*(মুসলিম হা/১১১৩-১৪)*।[১৭৮]

পীড়িত ব্যক্তির ছিয়াম :

যিনি ছিয়ামে রোগবৃদ্ধি বা জীবনের আশংকা করেন অথবা আরোগ্য বিলম্বিত হবে বলে যদি চিকিৎসক মত প্রকাশ করেন তাহ'লে তিনি ছিয়াম ক্বাযা করতে পারেন।

ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলা :

দিনের শুরুতে বা শেষে যখনই এটা দেখা দিবে, তখনই ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে এবং সেটি ক্বাযা করবে। হযরত মু'আযাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ- قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ- 'আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতীদের কি হ'ল যে তারা ছিয়াম ক্বাযা করবে, অথচ ছালাত ক্বাযা করবে না? আয়েশা বললেন, তুমি কি হারূরী? আমি বললাম, না আমি হারূরী নই। আমি কেবল জিজ্ঞেস করছি মাত্র। আয়েশা বললেন, এমন অবস্থায় আমরা ছিয়াম ক্বাযা করার জন্য আদিষ্ট হ'তাম। কিন্তু ছালাত ক্বাযা করার জন্য নয়'।[১৭৯]

'হারূরী' বলতে খারেজী চরমপন্থীদের বুঝায়। যারা আলী (রাঃ)-এর দল থেকে বেরিয়ে কূফা থেকে দু'মাইল দূরে 'হারূরা' শহরে অবস্থান নেয়। এরাই হ'ল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বহির্গত দল, যারা খেলাফতের আনুগত্য ছিন্ন করে। যারা 'খারেজী' নামে পরিচিত হয়। অতঃপর খলীফা আলীর বিরুদ্ধে তারা চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে বিধ্বস্ত হয়। অতঃপর তারা ছদ্মবেশে এসে ফজর ছালাতের সময় মসজিদের দরজায় তাঁকে

১৭৮. দ্র. সীরাতুর (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫২৬ পৃ. 'মক্কার পথে রওয়ানা' অনুচ্ছেদ; ইবনু হিশাম ২/৪০০।
১৭৯. মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২।

হত্যা করে। এরা অতি ধার্মিকতা দেখাতে গিয়ে সীমালংঘন করে ঋতুবতী নারীদের ক্বাযা ছালাত আদায়কে ওয়াজিব বলত। অথচ আল্লাহ এটি মাফ করেছেন। সেকারণ আয়েশা (রাঃ) প্রশ্নকারী মহিলাকে সন্দেহ করে 'হারূরী' বলেন।

বস্তুতঃ ধর্মের নামে খারেজী চরমপন্থীদের এরূপ বাড়াবাড়ি অদ্যাবধি আছে। তারা সুন্নাত সমূহের বিরুদ্ধে তাদের নানাবিধ মনগড়া অভিযোগ পেশ করে থাকে। এরা কবীরা গোনাহগারদের কাফের বলে ও তাদের রক্ত হালাল মনে করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের এই আগ্রাসী মনোভাবের কারণে রাসূল (ছাঃ) এদের সম্পর্কে বলেছেন, الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ– 'খারেজীরা জাহান্নামের কুকুর'।[১৮০]

অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা :

ছাহাবী আনাস (রাঃ) অতি বৃদ্ধকালে অক্ষম অবস্থায় এক বছর রামাযানের শেষে ৩০ জন মিসকীনকে 'ছারীদ' (ثَرِيدٌ) অর্থাৎ গোশত-রুটি পেট ভরে খাওয়ান।[১৮১] বিস্তারিত 'প্রচলন' শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা :

হযরত আনাস বিন মালেক আল-কা'বী (রাঃ) বলেন,

أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَانْتَهَيْتُ أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ : اِجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا. فَقُلْتُ : إِنِّى صَائِمٌ. قَالَ : اِجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى–

১৮০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৩; মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শরহ ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪১৫/১৯৯৪) ৩/৫০৯ পৃ.।

১৮১. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত; দারাকুৎনী হা/১৬; ইরওয়া হা/৫২৪, সনদ 'ছহীহ'।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোড়া লুট হয়ে গেল। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম। এ সময় তাঁকে দেখলাম যে, উনি খাচ্ছেন। তিনি আমাকে বললেন, কাছে এস, খাও। আমি বললাম, আমি ছায়েম। তিনি বললেন, কাছে এস। আমি তোমাকে ছালাত ও ছিয়াম সম্পর্কে বলব। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে অর্ধেক ছালাত নামিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ চার রাক'আতকে দু'রাক'আত করেছেন) এবং দুগ্ধ দানকারিণী ও গর্ভবতী মহিলা থেকে ছওমের ভার নামিয়ে দিয়েছেন'।[১৮২] এরা প্রতিদিনের ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। অর্থাৎ প্রতিদিনের ফিদ্ইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে কমপক্ষে এক মুদ (সিকি ছা') গম প্রদান করবেন'।[১৮৩] বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

১৮২. আবুদাঊদ হা/২৪০৮; তিরমিযী হা/৭১৫; ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৭ 'হাসান ছহীহ'। অত্র রাবী থেকে এই একটি মাত্র হাদীছই বর্ণিত হয়েছে *(আল-ইছাবাহ ক্রমিক ২৭৮)*।

১৮৩. বায়হাক্বী হা/৮৩৩৫, ৪/২৩০; দারাকুৎনী হা/২৪১৩-১৪।

নফল ছিয়াম (صيام النافلة)

নফল ছিয়ামের ফযীলত :

(ক) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন'।[১৮৪] 'খারীফ' অর্থ শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী মওসুম। ত্বীবী বলেন, অন্য মওসুম বাদ দিয়ে 'খারীফ' মওসুমকে নির্দিষ্ট করার কারণ হ'ল এই মওসুমে ফল পাকে ও তা কাটা হয়। এ সময় মানুষের সচ্ছলতা থাকে *(মিরক্বাত)*। এটি বছরের শ্রেষ্ঠ মওসুম হিসাবে এর দ্বারা 'পুরা বছর' বুঝানো হয়েছে।

(খ) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ رَكْضَ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضْمَرِ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হ'তে একশ' বছরের পথ দূরে রাখবেন হালকা তেযী ঘোড়ার দৌড়ের হিসাবে'।[১৮৫]

সত্তুর বা একশ' বছর বলে 'আধিক্য' বুঝানো হয়েছে। 'দূরে রাখা হয়' বলে জাহান্নাম থেকে 'মুক্তির নিশ্চয়তা' বুঝানো হয়েছে। জিহাদের 'হালকা তেযী ঘোড়া'র সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, এই ঘোড়া হয় সবচেয়ে দ্রুতগামী। তাছাড়া যুদ্ধের সময় এই ঘোড়া ক্ষুধার্ত থাকলেও সে পিছিয়ে আসে না। একইভাবে ছায়েম ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'লেও ছিয়াম ভঙ্গ করে না'।[১৮৬]

---

১৮৪. বুখারী হা/২৮৪০; মুসলিম হা/১১৫৩; মিশকাত হা/২০৫৩।
১৮৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮০৬, ৭৯০২; ছহীহাহ হা/২৫৬৫।
১৮৬. মির'আত হা/২০৭৩-এর আলোচনা।

(গ) আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَـيْنَ السَّـمَآءِ وَالأَرْضِ– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম রাখবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে এমন একটি গর্ত সৃষ্টি করবেন, যার ব্যাপ্তি হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যাপ্তির ন্যায়’।[১৮৭]

নফল ছিয়াম সমূহের বিবরণ (بيان صيام النافلة)

(১) প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম। (২) প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তিনদিন আইয়ামে বীযের ছিয়াম। (৩) শা‘বান মাসের ছিয়াম। (৪) শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম। (৫) ৯ ও ১০ই মুহাররম আশূরার ২টি ছিয়াম, (৬) যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ছিয়াম। (৭) ৯ই যিলহজ্জ আরাফার দিনের ছিয়াম। (৮) একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম। যাকে ‘ছওমে দাঊদী’ বলা হয়। কেননা হযরত দাঊদ (আঃ) এরূপ ছিয়াম রাখতেন। এছাড়া নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া বছরের যেকোন সময় নফল ছিয়াম রাখা যায়। আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম ও আশূরার ছিয়াম আগে থেকেই চালু ছিল *(মির‘আত)*।

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম (صيام يومى الإثنين و الخميس) :

(ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন’।[১৮৮] (খ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ– ‘প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমল সমূহ আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই আমার আমলগুলি ছিয়াম অবস্থায় পেশ করা হৌক’।[১৮৯]

---

১৮৭. তিরমিযী হা/১৬২৪; মিশকাত হা/২০৬৪; ছহীহাহ হা/৫৬৩।
১৮৮. নাসাঈ হা/২৩৬৪; মিশকাত হা/২০৫৫ ‘ছওম’ অধ্যায়।
১৮৯. তিরমিযী হা/৭৪৭; মিশকাত হা/২০৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪১।

(গ) রাসূল (ছাঃ)-কে সোমবার ছিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَىَّ– 'এদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এদিন আমার উপরে প্রথম 'অহি' নাযিল হয়েছে'।[১৯০] (ঘ) রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَّ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না'।[১৯১] (ঙ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ– 'সপ্তাহে দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলনামা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাইয়ের সাথে তার শত্রুতা রয়েছে। তখন বলা হবে, এ দু'জনকে অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে'।[১৯২] এখানে 'প্রতি জুম'আ' অর্থ প্রতি সপ্তাহ *(মিরক্বাত)*।

ইবনুল মালাক বলেন, অত্র হাদীছ ঐ হাদীছের বিপরীত নয়, যেখানে বলা হয়েছে, সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়। কেননা প্রতিদিনের আমল জমা করে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে একত্রে পেশ করা হ'তে পারে' *(মির'আত হা/২০৭৬-এর ব্যাখ্যা ৭/৮৫ পৃ.)*।

আইয়ামে বীযের ৩টি ছিয়াম (ثلاثة صيام أيام البيض) :

'আইয়ামে বীয' অর্থ 'মধ্যবর্তী দিনগুলি'। প্রতি চান্দ্র মাসের মধ্যবর্তী ১৩, ১৪ ও ১৫ অর্থাৎ পূর্ণিমা ও তার আগে-পিছের দু'দিন মোট তিন দিন এই নফল ছিয়াম রাখতে হয়। হযরত মু'আয বিন জাবাল, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আত্বা, ক্বাতাদাহ, যাহহাক প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন যে,

১৯০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৫, রাবী আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ)।
১৯১. মুসলিম হা/২৫৬৫ (৩৫); মিশকাত হা/৫০২৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৯২. মুসলিম হা/২৫৬৫ (৩৬); মিশকাত হা/৫০৩০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকে আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম পালনের রেওয়াজ চলে আসছে।[১৯৩] যেমনভাবে ফেরাঊনের সাগরডুবির পর থেকে আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে ১০ই মুহাররম আশূরার ছিয়াম চালু আছে। জাহেলী আরবেও উক্ত ছিয়াম চালু ছিল। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে উক্ত ছিয়ামগুলি নফল ছিয়ামে পরিণত হয়।

(ক) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ– 'হে আবু যার! যখন তুমি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখবে, তখন তার ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখবে'।[১৯৪] (খ) আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، 'প্রতি মাসে ৩ দিন ছিয়াম রাখা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা প্রতিটি সৎকর্মের ছওয়াব দশগুণ করে হয়। অতএব এটিই তোমার জন্য সারা বছরের ছিয়ামের সমপরিমাণ হবে' *(বুখারী হা/১৯৭৫)*।

(গ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, أَوْصَانِى حَبِيبِى –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ، بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ– 'আমার বন্ধু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, যা আমি যতদিন বাঁচি কখনও ছাড়ব না। প্রতি মাসে তিন দিন নফল ছিয়াম, ছালাতুয যোহা এবং বিতর পড়ার আগে না ঘুমানো' *(মুসলিম হা/৭২২)*। একই ধরনের বর্ণনা এসেছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে।[১৯৫]

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দু'টি ছিয়াম এবং প্রতি মাসে আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম উভয়টিই উত্তম আমল। দু'টির মধ্যে ছওয়াবের দিক

১৯৩. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৩ আয়াত।
১৯৪. তিরমিযী হা/৭৬১; নাসাঈ হা/২৪২৪; মিশকাত হা/২০৫৭।
১৯৫. বুখারী হা/১১৭৮; মুসলিম হা/৭২১; মিশকাত হা/১২৬২।

দিয়ে উত্তম-অনুত্তম ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। তবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَتَحَرَّى صَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়ামের প্রতি অধিক আগ্রহ দেখাতেন'।[১৯৬] তাছাড়া এটি স্বাস্থ্যগত ভারসাম্য রক্ষার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আইয়ামে বীযের নফল ছিয়াম এবং সোমবার বা বৃহস্পতিবারের ছিয়াম একই দিনে পড়ে গেলে যেকোন একটির নিয়ত করলেই হবে। ছায়েমের নিয়ত ও আমল অনুযায়ী আল্লাহ তাকে ছওয়াব দিবেন।

উল্লেখ্য যে, আইয়ামে বীযের নফল ছিয়ামকে যেন কেউ অমুসলিমদের পূর্ণিমার উপবাসের অনুকরণ না ভাবেন। এটি মারাত্মক ভুল। কেননা তারা অমাবশ্যাতেও উপবাস থাকেন। তাছাড়া তাদের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ থাকেনা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট গোনাহ মাফের আকাঙ্ক্ষাও তাদের থাকেনা। ফলে মুসলিমদের ছিয়াম ও অমুসলিমদের উপবাসের মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে।

শা'বান মাসের ছিয়াম (صيام شهر شعبان) :

রামাযানের প্রস্তুতির মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল, অধিকহারে নফল ছিয়াম পালন করা। এর জন্য কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ...وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ- وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهَا : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কখনো মাসব্যাপী ছিয়াম পালন করতে দেখিনি রামাযান ব্যতীত। আর আমি কোন মাসে তাঁকে এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি শা'বান ব্যতীত'। তাঁর থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, 'রাসূল

১৯৬. তিরমিযী হা/৭৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪৪।

(ছাঃ) পুরা শা'বান ছিয়াম রাখতেন শেষের কয়েকটা দিন ব্যতীত'।[১৯৭] অবশ্য যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন না করলেও চলে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا– 'মধ্য শা'বানের পর তোমরা আর ছিয়াম রেখ না'।[১৯৮] তবে যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।[১৯৯] অতএব এ মাসে শা'বানের নিয়তে বেশী বেশী নফল ছিয়াম রাখা সুন্নাত। কেননা এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর রীতি ছিল। যেমন,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِّنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَّرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُّرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ–

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে কোন মাসে এত বেশী ছিয়াম রাখতে দেখিনা, যত বেশী ছিয়াম আপনি শা'বান মাসে রাখেন। জবাবে তিনি বলেন, 'রজব ও রামাযানের মধ্যবর্তী এই মাসটির ব্যাপারে মানুষ উদাসীন থাকে। অথচ এ মাসে বান্দার আমল সমূহ বিশ্বপালকের দরবারে উঠানো হয়। সুতরাং আমি এটাই ভালবাসি যে, আমার আমলগুলি ছিয়াম অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে উঠুক' *(নাসাঈ হা/২৩৫৭)*।

অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে বান্দার আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে উঠানো হ'লেও শা'বান মাসে সম্ভবতঃ বার্ষিক আমলনামা একত্রে উঠানো হয় *(মিরক্বাত হা/২০৫৬-এর ব্যাখ্যা)*।

উল্লেখ্য যে, খাছ করে মধ্য শা'বানের দিন অর্থাৎ কথিত শবেবরাতের দিনে ছিয়াম রাখা ও রাত্রিতে ইবাদত করার বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি

১৯৭. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।
১৯৮. আবুদাঊদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; ইবনু মাজাহ হা/১৬৫১; মিশকাত হা/১৯৭৪।
১৯৯. বুখারী হা/১৯১৪, ১৯৮৩; মুসলিম হা/১০৮২, ১১৬১; মিশকাত হা/১৯৭৩, ২০৩৮।

এবং এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল প্রমাণিত হয়নি। শরী'আতে যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।[২০০]

শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম (صيام ستٍّ من شوال) :

হযরত আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ– 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল। অতঃপর তার পিছে পিছে শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল'।[২০১]

অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ– 'আল্লাহ রামাযানের একমাসের ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরে) ১০ মাসের সমান করেছেন। আর ঈদুল ফিৎরের পর (শাওয়ালের) ৬টি ছিয়াম ৬০দিন বা দু'মাসের সমান। এভাবে বছর পূর্ণ হ'ল'।[২০২] এই ছিয়ামগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে পৃথকভাবেও করা যায় *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/৩৭৯)*। শাওয়াল মাসের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যেই করা কর্তব্য *(মিরক্বাত)*। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না।

আশূরার ছিয়াম (صوم يوم عاشوراء) :

'আশূরা' عَاشُــوْرَاءَ অর্থ 'দশম দিন'। এদিন হযরত মূসা (আঃ) ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। সেজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া হিসাবে তিনি এদিন ছিয়াম রাখেন। তখন থেকেই এটি 'আশূরার ছিয়াম' হিসাবে চালু আছে।

এই ছিয়াম মূসা, ঈসা (আঃ)-এর শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

---

২০০. বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য লেখক প্রণীত ও হা.ফা.বা প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই।
২০১. মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।
২০২. ত্বাহাবী, মুশকিলুল আছার হা/১৯৪৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২১১৫; ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া হা/৯৫০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর এই ছিয়াম নফল ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম নফল হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(ক) হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– 'আশূরার ছিয়াম আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তিনি বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে গণ্য করবেন'।[২০৩]

(খ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ، صُوْمُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।[২০৪] তবে রাসূল (ছাঃ) নিজের জন্য বলেছিলেন যে, لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ– 'যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহ'লে আমি অবশ্যই ৯ তারিখে ছিয়াম রাখব'।[২০৫]

উক্ত হাদীছগুলিতে আশূরার ছিয়াম রাখার তিনটি নিয়ম জানা গেল। (১) ৯ ও ১০ই মুহাররম। এটাই সর্বোত্তম। (২) কেবলমাত্র ১০ই মুহাররম। (৩) ১০ ও ১১ই মুহাররম'।[২০৬]

আশূরার ছিয়ামের কারণ :

আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসা (আঃ)-এর শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে মদীনার ইহূদীরা বলেছিল যে, هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ،

২০৩. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।
২০৪. বায়হাক্বী হা/৮৬৬৭, ৪/২৮৭ পৃ.। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ' (আলবানী)। দ্র. হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, তাহকীক : ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ'যমী ৩/২৯০ পৃ.।
২০৫. মুসলিম হা/১১৩৪ (১৩৩-১৩৪); মিশকাত হা/২০৪১।
২০৬. মির'আত হা/২০৬১-এর ব্যাখ্যা ৭/৪৭ পৃ.।

فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ– ‘এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে এদিন মূসা (আঃ) ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এদিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন’ (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[২০৭]

আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালা প্রান্তরে ৬১ হিজরীতে ১০ই মুহাররম তারিখে।[২০৮] যা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরের ঘটনা। যার পূর্বেই ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

অতএব ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে আশূরার ছিয়াম পালন করতে হবে। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম রাখলে ছওয়াব হবে না, বরং গোনাহ হবে। কারণ এ বিষয়ে শরী‘আতে কোন নির্দেশনা নেই।

যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ছিয়াম (صيام الأيام العشرة) :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ

২০৭. মুসলিম হা/১১৩০; মিশকাত হা/২০৬৭, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)।

২০৮. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ (বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪১২ হি.) হোসায়েন বিন আলী ক্রমিক ১৭২৬; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তী‘আব।

رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ– ‘যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি (অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করেছে)’।[২০৯] অতএব এই দশকে একাধিক নফল ছিয়াম, ছাদাক্বা ও অন্যান্য নেক আমল সমূহ করা উচিৎ।

আরাফাহ্র ছিয়াম (صوم يوم عرفة) :

হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ– ‘আরাফাহ্র দিনের ছিয়াম আমি আল্লাহ্র নিকটে আশা করি যে, তিনি এটি বান্দার বিগত ও আগত দু’বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে গণ্য করবেন’।[২১০] এটি যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য। কেননা হজ্জের দিন হাজী ছাহেবদের জন্য ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ’ *(মির‘আত ৭/৬১)*। যেহেতু এখানে চাঁদ দেখার শর্ত নেই, সেহেতু মক্কায় যেদিন আরাফাহ হবে, সেদিন সারা বিশ্বে আরাফাহ্র ছিয়াম পালন করবে। তাতে বাংলাদেশসহ মক্কার পূর্ব দিকের অর্থাৎ উপমহাদেশের দেশ সমূহে ৯-এর স্থলে ৮ই যিলহজ্জ হ’লেও কোন দোষের হবে না। তারা ইচ্ছা করলে নফল ছিয়াম পরের দিনও যোগ করতে পারেন। একইভাবে মক্কার পশ্চিম দিকের দেশ সমূহে ৯-এর স্থলে ১০ই যিলহজ্জ হ’তে পারে। মূল বিষয় হ’ল আরাফাহ্র দিন। এর সাথে চাঁদ দেখা শর্ত নয়। ইতিপূর্বে যখন আরাফার দিনের খবর দূর দেশের লোক জানতে পারত না, তখন তাদের অজুহাত ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সে অজুহাত নেই।

২০৯. বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘কুরবানী’ অনুচ্ছেদ।
২১০. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।

ছওমে দাঊদী (صوم داؤد) :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে আব্দুল্লাহ আমাকে কি খবর দেওয়া হয়নি যে, তুমি দিনে ছিয়াম রাখ ও রাত্রিতে ইবাদতে জেগে থাক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি এটা করো না। বরং তুমি একদিন ছিয়াম রাখ ও একদিন ছিয়াম ছাড়। রাত্রিতে ছালাত পড় ও ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে। তোমার চোখের হক আছে। তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার সাক্ষাত প্রার্থীদের হক আছে। ঐ ব্যক্তি ছিয়াম রাখেনা, যে সারা বছর ছিয়াম রাখে। বরং প্রতি মাসের তিন দিন ছিয়াম সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান। অতএব তুমি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখ ও মাসে একবার কুরআন খতম কর। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী পারি। তিনি বললেন, বেশ তাহ’লে তুমি শ্রেষ্ঠ ছিয়াম ‘ছওমে দাঊদী’ রাখ। আর তা হ’ল একদিন ছিয়াম রাখা ও একদিন ছিয়াম ভঙ্গ করা। আর সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর। তার চেয়ে বেশী নয়’।[২১১] পরবর্তীতে তাঁকে তিন দিনে কুরআন খতমের অনুমতি দেওয়া হয় *(বুখারী হা/৫০৫২)* এবং বলা হয় যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করলে সে কিছুই বুঝবে না।[২১২] ছওমে দাঊদী সম্পর্কিত নির্দেশ হযরত আবু ক্বাতাদাহ ও হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও এসেছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[২১৩]

নফল ছিয়ামের হুকুম (حكم صيام التطوع) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَآءَ صَامَ وَإِنْ شَآءَ أَفْطَرَ– ‘নফল ছিয়াম পালনকারী তার নিজের উপর হুকুমদাতা। অতএব ইচ্ছা করলে সে ছিয়াম রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারে’।[২১৪]

---

২১১. বুখারী হা/১৯৭৫; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪।
২১২. আবুদাঊদ হা/১৩৯০; তিরমিযী হা/২৯৪৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২২০১।
২১৩. মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।
২১৪. তিরমিযী হা/৭৩২; হাকেম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২০৭৮, রাবী হযরত আলী (রাঃ)-এর ভগিনী উম্মে হানী (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৩৮৫৪।

(১) উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহা) বলেন, যেদিন মক্কা বিজয় হ’ল, সেদিন ফাতেমা এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাম দিকে বসল এবং উম্মে হানী তাঁর ডান দিকে বসল (অর্থাৎ আমি)। এ সময় একটি বালিকা একটি পাত্র নিয়ে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে দিল যাতে পানীয় ছিল। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। অতঃপর তিনি তা উম্মে হানীকে দিলেন। তখন সে তা থেকে কিছু পান করল। অতঃপর সে (অর্থাৎ রাবী) বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি পান করলাম, অথচ আমি ছিয়াম রেখেছিলাম। তিনি বললেন, কোন ক্বাযা ছিয়াম রেখেছিলে কি? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি তোমার কোন ক্ষতি করবে না, যদি নফল ছিয়াম হয়’।[২১৫] একই মর্মে আবু সাঈদ খুদরী ও আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ওয়াজিব ছিয়ামের ক্বাযা ওয়াজিব। কিন্তু নফল ছিয়ামের ক্বাযা ওয়াজিব নয় *(মিরক্বাত; মির‘আত)*।

(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) فَقُلْنَا: لاَ، قَالَ: (فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ). ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: (أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا) فَأَكَلَ- ‘একদিন নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট এসে বললেন, তোমাদের নিকট কিছু খাবার আছে কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তবে আমি ছিয়াম রাখলাম। অতঃপর অন্য একদিন তিনি আমাদের নিকট আসলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে ‘হায়েস’ হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে দেখাও! আমি তো সকালে ছিয়ামের নিয়ত করেছিলাম। আয়েশা বলেন, অতঃপর তিনি তা খেলেন’।[২১৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ ‘তোমাদের নিকট দুপুরের খানা আছে কি?’[২১৭] غَدَاءٍ অর্থ ‘দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার কিছু আগে’। ‘হায়েস’ অর্থ খেজুর, ঘি ও পনির মিশ্রিত এক প্রকার উত্তম খাদ্য।

---

২১৫. আবুদাঊদ হা/২৪৫৬; তিরমিযী হা/৭৩১; মিশকাত হা/২০৭৮, রাবী উম্মে হানী (রাঃ)।
২১৬. মুসলিম হা/১১৫৪; মিশকাত হা/২০৭৬।
২১৭. দারাকুৎনী হা/২১ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।

فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ‘আমি তো সকালে ছিয়ামের নিয়ত করেছিলাম’ অর্থ ‘আমি দিনের প্রথম ভাগে ছিয়ামের নিয়ত করেছিলাম’। ইবনুল মালাক বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল ছিয়াম যে কোন সময় ভাঙ্গা যায়। তাছাড়া দুপুরে সূর্য ঢলে পড়ার আগ পর্যন্ত নফল ছিয়ামের নিয়ত করা যায় *(মিরক্বাত)*।

ছিয়ামের নিষিদ্ধ দিবস সমূহ (الأيام المنهيات للصيام) :

(১) দুই ঈদের দিন।[২১৮] (২) আইয়ামে তাশরীক্বের ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তিন দিন।[২১৯] (৩) কেবলমাত্র শুক্রবার।[২২০] অর্থাৎ একদিন আগে বা পরে মিলানো ব্যতীত অথবা মানত ব্যতীত *(ফাৎহুল বারী ও শরহ নববী)*। (৪) কেবলমাত্র শনিবার।[২২১] (৫) সন্দেহের দিন রামাযানের ছিয়াম রাখা।[২২২] (৬) প্রতিদিন ছিয়াম রাখা।[২২৩] (৭) স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল ছিয়াম রাখা।[২২৪] (৮) ইফতার ও সাহারী ছাড়াই দু’দিন একটানা ছিয়াম রাখা। একে ‘ছওমে বেছাল’ বলা হয়। এটি কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ ছিল। উম্মতকে এটা করতে তিনি নিষেধ করেছেন’।[২২৫]

ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্তাবলী :

৩টি কাজ না করলে ছিয়াম পূর্ণতা পায় না। ত্রুটিহীন ছিয়াম, ক্বিয়াম ও ছাদাক্বা। (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ

---

২১৮. বুখারী হা/১৯৯১, ১৯৯৫; মুসলিম হা/৮২৭; মিশকাত হা/২০৪৮-৪৯।
২১৯. মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।
২২০. বুখারী হা/১৯৮৫; মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫১-৫২ ‘ছওম’ অধ্যায় ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ।
২২১. তিরমিযী হা/৭৪৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২০৬৩; ইরওয়া হা/৯৬০।
২২২. তিরমিযী হা/৬৮৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৯৭৭; ইরওয়া হা/৯৬১।
২২৩. বুখারী হা/১৯৭৭; মুসলিম হা/১১৫৯।
২২৪. মুসলিম হা/১০২৬; বুখারী হা/৫১৯২; মিশকাত হা/২০৩১ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘ক্বাযা’ অনুচ্ছেদ।
২২৫. বুখারী হা/১৯৬৬; মুসলিম হা/১১০৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪১০-১৪ পৃ.; মিশকাত হা/১৯৮৬।

بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ– ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই’।[২২৬] তিনি বলেন, كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ، ‘অনেক ছায়েম রয়েছে, তাদের ছিয়ামে কিছুই নেই কেবল উপবাস ব্যতীত’ *(আহমাদ হা/৯৬৮৩)*। অতঃপর (২) ‘ক্বিয়াম’ সম্পর্কে তিনি বলেন, وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ– ‘রাত্রির অনেক ইবাদতকারী আছে যাদের রাত্রি জাগরণ ছাড়া ইবাদতের কিছুই হয় না’ *(আহমাদ হা/৯৬৮৩)*। অতঃপর (৩) ছাদাক্বা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর আমল হ’ল, كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ‘তিনি রামাযানে ছিয়াম অবস্থায় ছাদাক্বা সহ সকল প্রকার নেকীর কাজ প্রবহমান বায়ুর ন্যায় করতেন’।[২২৭] তিনি বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِى جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ‘কোন মুসলিমের হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান একত্রিত হ’তে পারে না’।[২২৮] আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– ‘যে ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ’ল’ *(হাশর ৫৯/৯)*। তিনি বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا– إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلاَ شُكُورًا– ‘তারা আল্লাহ্র মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য প্রদান করে’। ‘(তারা বলে) শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি। আর আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না’ *(দাহ্র ৭৬/৮-৯)*।

ছিয়াম, ক্বিয়াম ও ছাদাক্বার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে ছাহাবায়ে কেরামও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অতএব ছিয়াম অবস্থায়

২২৬. বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২২৭. বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮।
২২৮. আহমাদ হা/৯৬৯১; নাসাঈ হা/৩১১১; মিশকাত হা/৩৮২৮।

কোন গোনাহ্ করলে ও সাথে সাথে তওবা না করলে ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হবে। একইভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও তারাবীহ-তাহাজ্জুদে গাফলতি করলে এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে কৃপণতা করলে তার ছিয়াম পূর্ণাঙ্গ হবেনা।

আমল কবুলের শর্তাবলী : যে কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস থাকা। (২) তরীকা সঠিক হওয়া। অর্থাৎ বিদ'আত মুক্ত ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হওয়া *(যুমার ৩৯/২)*।

কোন সৎকর্মের মধ্যে 'রিয়া' বা শ্রুতি থাকলে সেটি আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়না। হাদীছে রিয়া বা লোক দেখানো আমলকে 'ছোট শিরক' বলা হয়েছে।[২২৯] যা বড় শিরকের নীচে এবং সকল কবীরা গোনাহের উপরে। কেননা আখেরাতে তার ফলাফল হয় শূন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ- قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالَ : الرِّيَاءُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمُ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً- 'আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় পাই ছোট শিরকের ব্যাপারে। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। যখন শেষ বিচারের দিন আল্লাহ বান্দাদের কর্ম সমূহের ফলাফল প্রদান করবেন, তখন তিনি বলবেন, তোমরা যাও তাদের কাছে, যাদের দেখিয়ে দুনিয়াতে তোমরা কাজ করেছ। অতঃপর দেখ তারা তোমাদের কোন বিনিময় দিতে পারে কি-না' *(আহমাদ হা/২৩৬৮৬; ছহীহাহ হা/৯৫১)*।

রামাযানে সালাফদের অবস্থা :

(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্বাতাদাহ (রাঃ) অন্য সময় প্রতি সাত দিনে এক খতম এবং রামাযানে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

২২৯. আহমাদ হা/২৩৬৮৬; হাকেম হা/৭৯৩৭, ৪/৩৬৫; মিশকাত হা/৫৩৩৪; ছহীহাহ হা/৯৫১।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) ইয়াতীম-মিসকীন ছাড়া ইফতার করতেন না। দাঊদ ত্বাঈ, মালেক বিন দীনার, আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর একই সদভ্যাস ছিল। ইমাম মালেক, যুহরী ও সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) রামাযানে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে রত হ'তেন। (২) তেলাওয়াতের সময় কুরআন অনুধাবন করা ও ক্রন্দন করা উচিৎ। ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর ক্বিরআত শ্রবণকালে সূরা নিসা ৪১ আয়াতে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) অশ্রু বিগলিত হয়ে পড়েন *(বুখারী হা/৫০৫৫)*। তিনি বলেন, 'ঐ চক্ষু কখনোই জাহান্নামে যাবেনা, যে চক্ষু আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে' *(তিরমিযী হা/১৬৩৩)*।

(৩) প্রসিদ্ধ আছে যে, বনু 'আদীর একদল লোক ছিল। যারা কখনোই একা ইফতার করতেন না। সাথে কাউকে পেলে খেতেন। নইলে খানা মসজিদে নিয়ে যেতেন ও মুছল্লীদের সাথে নিয়ে খেতেন' *(মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়াল ইসলাম, ক্রমিক ১২৫৯৮)*। বস্তুতঃ মসজিদে দৈনিক একজনকে ইফতার দেওয়ার দায়িত্ব না দিয়ে সবাই যার যার ইফতার এনে সকলে মিলে-মিশে খাওয়ার মধ্যেই বরকত বেশী। তাতে পরস্পরে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় ও আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*।

(৪) ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা তারাবীহ শেষ না করে বাড়ী ফিরতেন না *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তারাবীহ শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে থাকল, সে সারা রাত্রি ইবাদতের নেকী পেল' *(তিরমিযী হা/৮০৬)*। (৫) প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও তাঁর সাথীগণ ছিয়াম রাখার পর মসজিদে গিয়ে বসতেন ও বলতেন, আমরা আমাদের ছিয়ামকে পরিশুদ্ধ করব। অতঃপর তারা যাবতীয় অনর্থক কথা ও কর্ম যা ছিয়ামকে ত্রুটিপূর্ণ করে, সবকিছু হ'তে বিরত থাকতেন। (৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) খুবই কম খেতেন। তিনি বলতেন, আমার ১৫টি খেজুর থাকত। যার মধ্যে ৫টি দিয়ে ইফতার ও ৫টি দিয়ে সাহারী করতাম। বাকী ৫টি পরের দিনের ইফতারের জন্য রেখে দিতাম' *(আবু নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৮৪)*।

(৭) ইফতার করানোকে ছাহাবায়ে কেরাম খুবই গুরুত্ব দিতেন। একদিন রাসূল (ছাঃ) আউস গোত্রের নেতা প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত সা'দ বিন মু'আয

(রাঃ)-এর বাড়ীতে ইফতার করলেন। ইফতার শেষে তিনি তার জন্য দো'আ করলেন, 'ছায়েমগণ তোমাদের নিকট ইফতার করুন। নেককার ব্যক্তিগণ তোমাদের খাদ্য ভক্ষণ করুন ও ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন' *(আবুদাঊদ হা/৩৮৫৪)*। কি সৌভাগ্যবান ছিলেন সা'দ বিন মু'আয! তিনি এমন একজন মহান ব্যক্তিকে ইফতার করিয়েছেন, যার ছিয়ামের নেকীর সমপরিমাণ নেকী তিনি পেয়ে গেলেন। কেননা তিনি বলেছেন, যত ছায়েমকে তিনি খাওয়াবেন, ততজনের নেকী তিনি পাবেন *(তিরমিযী হা/৮০৭)*। সর্বোপরি ফেরেশতাদের দো'আ তিনি পাবেন। যা আল্লাহ কখনো ফেরৎ দেন না। (৮) শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) যখন বিছানায় শুতেন যেন তিনি তক্তার উপর একটি গমের দানা। অতঃপর উঠে বলতেন, আয় আল্লাহ! জাহান্নাম তো আমার ঘুম কেড়ে নিল! অতঃপর তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৬৭৪৭)*।

(৯) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখবে, তখন যেন তোমার কান, চোখ ও যবান সকল প্রকার মিথ্যা ও গোনাহ হ'তে মুক্ত থাকে। এসময় খাদেমের দেওয়া কষ্ট এড়িয়ে যাও। ছিয়ামের দিন তুমি ভাবগম্ভীর থাক। আর ছিয়াম থাকা ও না থাকার দিনকে তুমি সমান গণ্য করো না *(বায়হাক্বী শো'আব হা/৩৬৪৬; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪৬)*। (১০) প্রসিদ্ধ আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, আমি ঐদিনটির জন্য সবচেয়ে লজ্জিত হই, যে দিনটি আমার হায়াত কমিয়ে দিল। অথচ আমার আমল বৃদ্ধি পেলনা *(আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ, মাওয়ারেদুয যামআন ৩/৩০)*।

রামাযান হ'ল মুত্তাক্বীদের জন্য শিক্ষাগার স্বরূপ। এ মাসে সাধ্যমত সকল প্রকার সৎকর্ম করার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। সারা দিন সর্বদা তাসবীহ-তাহলীল, দো'আ-দরূদ, জামা'আতে ছালাত, দান-ছাদাক্বা ও সকল প্রকার সৎকর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখতে হবে। কোন বদভ্যাস থাকলে তা রামাযানেই ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। আমাদের ছিয়াম ও ক্বিয়ামসহ যাবতীয় সৎকর্ম কবুল করুন! সর্বোপরি তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

Contents

الجزء الثاني

قيام الليل

২য় ভাগ

ক্বিয়াম

ক্বিয়াম' (الْقِيَامُ) অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া। শারঈ অর্থ : ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ– 'তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। সেখান থেকে পারিভাষিক অর্থে রাত্রিতে ছালাতে দণ্ডায়মান হওয়া বুঝানো হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، 'যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতে পড়ল, সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদত করল'।[২৩০]

রাত্রির ছালাত (صلاة الليل)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ، 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[২৩১] এখানে 'রাত্রির ছালাত' বলতে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে *(মির'আত)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) এক রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদিও দু'টির প্রকৃতি ভিন্ন। অর্থাৎ তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী বা জামা'আত সহ পড়া হয়। কিন্তু তাহাজ্জুদ শেষ রাতে কেবল একাকী পড়া হয়। তারাবীহ রামাযানে পড়া হয়। কিন্তু তাহাজ্জুদ সারা বছর পড়া হয়'।[২৩২]

তারাবীহ বা তাহাজ্জুদকে 'ক্বিয়ামুল লায়েল' বা 'রাত্রির নফল ছালাত' বলা হয়। রামাযানে রাতের প্রথমাংশে যখন জামা'আত সহ তারাবীহ্র ছালাতের প্রচলন হয়, তখন প্রতি চার রাক'আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হ'ত। সেখান থেকে 'তারাবীহ' নামকরণ হয় *(ফাৎহুল বারী, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব)*। এই নামকরণের মধ্যেই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, তারাবীহ প্রথম রাতে একাকী অথবা জামা'আত সহ এবং তাহাজ্জুদ শেষরাতে একাকী পড়তে হয়। তারাবীহ রামাযানের বাইরে পড়া বিদ'আত। সে হিসাবে রামাযানের বাইরে রাত্রি

২৩০. মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০ 'ছালাত' অধ্যায়, রাবী ওছমান (রাঃ)।
২৩১. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯ 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬।
২৩২. মির'আত 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা হা/১৩০৩-এর পূর্বে, ৪/৩১১ পৃ.।

জাগরণের উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদের জামা'আত করাও বিদ'আত *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৬০-৬১)*।

অনেকে কুরআন-হাদীছে 'তারাবীহ' নেই বলে কুটতর্ক করেন। এগুলি তারাবীহ না পড়ার অজুহাত হিসাবে তারা বলেন। কুরআন-হাদীছে কোথাও ভাত-রুটি খাওয়ার কথা নেই। কিন্তু তারা এগুলি ছাড়েন না। এইসব লোকদের এড়িয়ে চলাই ভাল।

ছালাতুত তারাবীহ (صلاة التراويح)

মূল ধাতু رَاحَةٌ (রা-হাতুন) অর্থ : প্রশান্তি। অন্যতম ধাতু رَوْحٌ (রাওহুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতে কোন কাজ করা। সেখান থেকে تَرْوِيحَةٌ (তারবীহাতুন) অর্থ : সন্ধ্যারাতের প্রশান্তি বা প্রশান্তির বৈঠক; যা রামাযান মাসে তারাবীহ্র ছালাতে প্রতি চার রাক'আত শেষে করা হয়ে থাকে। বহুবচনে (التَّرَاوِيحُ) 'তারা-বীহ' অর্থ : প্রশান্তির বৈঠকসমূহ *(আল-মুনজিদ)*।

তারাবীহ্র ছালাতের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হয়'।[২৩৩] অতএব পূর্ণ ঈমান ও ছওয়াবের আকাংখা ব্যতীত এই মহা পুরস্কার লাভ করা যাবেনা।

তারাবীহ্র জামা'আত ঈদের জামা'আতের ন্যায় :

ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ ও কিছু মালেকী বিদ্বান এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতে পড়া উত্তম, যা ওমর (রাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম চালু করে গিয়েছেন এবং এর উপরেই মুসলমানদের আমল জারি আছে। এটি ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের (لِأَنَّهُ مِنْ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ) অন্তর্ভুক্ত। যা ঈদায়নের ছালাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল'।[২৩৪]

---

২৩৩. মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৩৪. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার 'তারাবীহ্র ছালাত' অনুচ্ছেদ, ৩/৩২১ পৃ.।

তারাবীহ্‌র জামা'আত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তিন রাত্রি মসজিদে এশার পর থেকে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছেন। প্রথম দিন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় দিন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত এবং তৃতীয় দিন নিজের স্ত্রী-পরিবার ও মুছল্লীদের নিয়ে সাহারীর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন।[২৩৫] পরের রাতে মুছল্লীগণ তাঁর কক্ষের কাছে গেলে তিনি বলেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি যে, এটি তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় কি-না (خَشِيْتُ أَنْ يُّكْتَبَ عَلَيْكُمْ)। আর যদি ফরয হয়ে যায়, তাহ'লে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হবে না'...।[২৩৬]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলেন এবং ফরয হওয়ার ভয়ও দূর হ'ল। ফলে সুন্নাত সেভাবেই রয়ে গেল, যেভাবে জামা'আতের সাথে এটি আদায় করা শুরু হয়েছিল। অতঃপর ওমর (রাঃ) সেই সুন্নাতটিই পুনর্জীবিত করলেন। যেমন আব্দুর রহমান বিন 'আব্দ আল-ক্বারী (রাঃ) বলেন,

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُّتَفَرِّقُونَ- يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ- ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِى يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِى يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ-

'আমি রামাযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একাকী

২৩৫. আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৯৮ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭।

২৩৬. বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/৭৮১; মিশকাত হা/১২৯৫ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭, রাবী যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)।

ছালাত আদায় করছে। কেউ নিজের ছালাত আদায় করছে এবং একদল লোক তার পিছনে ইক্তেদা করছে। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি আমি একজন ক্বারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই, তবে সেটাই উত্তম হবে। অতঃপর তিনি উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন।

পরে অন্য এক রাতে আমি তাঁর সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে ছালাত আদায় করছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, কতই না সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা! তবে তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাক, তা রাতের ঐ অংশ অপেক্ষা উত্তম যে অংশে তোমরা ছালাত আদায় কর। এর দ্বারা তিনি শেষ রাত্রিকে বুঝিয়েছেন। কেননা তখন রাতের প্রথম ভাগে লোকেরা ছালাত আদায় করত'।[২৩৭] এতে বুঝা গেল যে, এশা ও তারাবীহ রাতের প্রথম ভাগে পড়া হ'ত।

তারাবীহ্র রাক'আত সংখ্যা :

(১) হযরত আয়েশা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন, مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا– 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক'আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস

২৩৭. বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১ 'ছালাত' অধ্যায়। বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফে মাননীয় অনুবাদক 'আবদুল কারী' লিখেছেন (হা/১২২৭ (৭), ৩/১৯৮ পৃ.)। যেটি মারাত্মক ভুল। কেননা রাবীর নাম আব্দুর রহমান বিন 'আব্দ আল-ক্বারী। আল-ক্বারী হ'ল তাঁর লকব। যা ক্বার্রাহ (قَارَّة) গোত্রের দিকে সম্বন্ধিত *(মিরক্বাত)*। তাছাড়া অনুচ্ছেদের নাম তিনি লিখেছেন 'তারাবীর নামায ও শবেবরাতের ফযীলত'। কিন্তু মূল আরবী মিশকাতে অনুচ্ছেদের নাম হ'ল بَاب قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ('রামাযান মাসের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)। এর দ্বারা সম্মানিত অনুবাদক শবেবরাতের মত একটি বিদ'আতী প্রথাকে হাদীছ সম্মত করার চেষ্টা করেছেন। যা অনুবাদের ক্ষেত্রে অসততার শামিল।

করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক'আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত পড়েন।[২৩৮]

(২) হযরত ওমর (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করার সুন্নাত পুনরায় চালু করেন, ২০ রাক'আত নয়। যেমন হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَّقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً– 'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন...'।[২৩৯] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ যোগ হয়েছে, সেটি মুনক্বাতি' বা ছিন্নসূত্র হওয়ায় যঈফ। তিনি ওমরের যামানা পাননি। উপরন্তু এটি ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী।[২৪০]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান'।[২৪১] উরওয়া বলেন, তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[২৪২]

---

২৩৮. (১) বুখারী হা/১১৪৭; (২) মুসলিম হা/১৭২৩; (৩) তিরমিযী হা/৪৩৯; (৪) আবুদাঊদ হা/১৩৪১; (৫) নাসাঈ হা/১৬৯৭; (৬) মুওয়াত্ত্বা, পৃ. ৭৪, হা/২৬৩; (৭) আহমাদ হা/২৪৮০১; (৮) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৬৬; (৯) বুলূগুল মারাম হা/৩৬৭; (১০) তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৪৩৭; (১১) বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃ., হা/৪৩৯০; (১২) ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর ভাষ্য, ২/১৯১-১৯২; (১৩) মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৩০৬-এর ভাষ্য, ৪/৩২০-২১।

২৩৯. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২, সনদ ছহীহ 'ছালাত' অধ্যায় 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ, রাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ)।

২৪০. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮০; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২; ঐ, ছালাতুত তারাবীহ ৬১ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৬।

২৪১. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ 'সনদ হাসান' ২/১৩৮ পৃ.; মির'আত ৪/৩২০ পৃ.।

২৪২. মুসলিম হা/৭৩৬-৩৮, রাবী 'উরওয়া বিন যুবায়ের (রাঃ)।

তিরমিযীর ভাষ্যকার খ্যাতনামা ভারতীয় হানাফী মনীষী দারুল উলূম দেউবন্দ-এর মুহতামিম (অধ্যক্ষ) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১২৯২-১৩৫২ হি./১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.) বলেন, وَلاَ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمٍ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ– ‘একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক‘আত ছিল’।[২৪৩]

সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَىْءٌ قِيلَ تُرِكَتِ السُّنَّةُ؟ قَالُوا : وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ : إِذَا ذَهَبَتْ عُلَمَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ جُهَلاَؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ– ‘তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফিৎনা তোমাদেরকে গ্রাস করবে? যার মধ্যে বড়রা জীর্ণ হবে এবং ছোটরা বড় হবে। আর লোকেরা সেগুলিকে সুন্নাত মনে করবে। যখন তা থেকে কিছু ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন বলা হবে সুন্নাত তরক করা হয়েছে। লোকেরা বলল, সেটা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের মধ্য থেকে আলেমগণ গত হয়ে যাবেন ও জাহিলদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ক্বারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও ফক্বীহদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও আমানতদারগণের সংখ্যা কমে যাবে। আখেরাতের কাজের বিনিময়ে দুনিয়া তালাশ করা হবে এবং দ্বীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে দ্বীনের জ্ঞান হাছিল করা হবে’।[২৪৪]

উক্ত হাদীছের বাস্তবতা আমরা এখন চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। কোন মসজিদে ২০ রাক‘আতের বদলে ৮ রাক‘আত তারাবীহ পড়ালে ঐ ইমামের চাকুরী চলে যায় এবং তাকে অপদস্থ করা হয়। একইভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত

২৪৩. আল-‘আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্র. ২/২০৮ পৃ.; মির‘আত ৪/৩২১ পৃ.।

২৪৪. দারেমী হা/১৮৫-৮৬, সনদ ছহীহ; হাকেম হা/৮৫৭০, ৪/৫৬০ পৃ. প্রভৃতি; আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান (বৈরূত: দার ইবনু হাযম, ৭ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.)।

অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করলে ও ৩ মিনিট দেরী না করলে, সাহারী দেরীতে খেলে, জুম'আর দিন খুৎবার সময় এক আযান দিলে ও মিম্বরে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষায় খুৎবা দিলে, মসজিদে ই'তিকাফের নামে ওয়ায মাহফিল ও বিরিয়ানী উৎসবের বিরুদ্ধে কথা বললে, ছালাত শেষে বা জানাযা শেষে দলবদ্ধ মুনাজাত, আখেরী মুনাজাত, শবেবরাত-শবেমে'রাজ, নির্দিষ্টভাবে ২৭শে শবে ক্বদর, মীলাদ-ক্বিয়াম, কুলখানী-চেহলাম, দিবস পালন, বর্ষ পালন ইত্যাদি বিদ'আত সমূহের বিরুদ্ধে কথা বললে তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হয়। ফলে এখন বিদ'আত হয়ে গেছে সুন্নাত। আর সুন্নাত হয়ে গেছে বিদ'আত। এর চাইতে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর সতর্কবাণী আমরা শুনতে পাই কি?

(৪) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ আব্দুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ আল-মাদানী (মৃ. ১১৭ হি.) বলেন,

أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا قَامَ بِهَا فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ– 'আমরা আমাদের মুরব্বী ছাহাবী বা জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের এমন কাউকে পাইনি, যিনি রামাযানে কাফেরদের বিরুদ্ধে লা'নত করতেন না। এ সময় ইমাম ৮ রাক'আতে সূরা বাক্বারাহ শেষ করতেন। আর যখন সেটি ১২ রাক'আতে শেষ করতেন, তখন লোকেরা একটু হালকা বোধ করত'।[২৪৫]

(৫) বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ বিন আবুবকর বিন মুহাম্মাদ আনছারী (৬৫-১৩৫ হি.) বলেন, كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ الْفَجْرِ– 'আমরা রামাযান মাসে তারাবীহ শেষে বাড়ী ফিরতাম। তখন খাদেমরা আমাদের জন্য দ্রুত সাহারীর ব্যবস্থা করত ফজর হয়ে যাওয়ার ভয়ে'।[২৪৬] অর্থাৎ তাঁরা দীর্ঘ ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায়

২৪৫. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮১; মিশকাত হা/১৩০৩, সনদ ছহীহ।
২৪৬. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮২; মিশকাত হা/১৩০৪, সনদ ছহীহ।

করতেন। এর অর্থ এটা নয় যে, তারা ঘুম থেকে উঠে ক্বিয়াম করতেন, (যেমনটি এখন অনেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে)। বরং তাদের অধিকাংশ ঘুমের আগেই তারাবীহ্র ছালাত আদায় করতেন *(মিরক্বাত)*।

তাহাজ্জুদের ছালাতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় **১১** রাক'আত পড়তেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يُصَلِّى فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ– وَهِىَ الَّتِى يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ– إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ– 'রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাত হ'তে অবসরের পর ফজর পর্যন্ত **১১** রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। প্রতি দু'রাক'আত পর সালাম ফিরাতেন এবং শেষে এক রাক'আত বিতরের মাধ্যমে বেজোড় করতেন'।[২৪৭]

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রিতে **১৩** রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[২৪৮] যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।[২৪৯] তাহাজ্জুদের ছালাত ৫, ৭ ও ৯ রাক'আতও প্রমাণিত আছে।[২৫০]

উপরোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সকলেই **১১** রাক'আত তারাবীহতে অভ্যস্ত ছিলেন, কখনই ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। অথচ সেটিই এখন অনেকের মধ্যে সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। অনেকে বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ হ'ল 'হুজ্জাতে ছাহাবী'। অর্থাৎ ছাহাবীদের ইজমা। অথচ একথার কোনই ভিত্তি নেই। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর আমল পাওয়ার পরে অন্য কারু আমল দেখার বিষয় নয়।

---

২৪৭. মুসলিম হা/৭৩৬; বুখারী হা/১১২৩; মিশকাত হা/১১৮৮।
২৪৮. বুখারী হা/৯৯২; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫।
২৪৯. মুসলিম হা/৭৬৫; মিশকাত হা/১১৯৭ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।
২৫০. বুখারী হা/১১৩৯; মিশকাত হা/১১৯২ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; আবুদাঊদ হা/১৪২২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১২৬৫ 'বিতর ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩৫, রাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)।

জামা'আতে তারাবীহ সুন্নাত :

শায়েখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা সুন্নাত। এটি বিদ'আত নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এটি কয়েক রাত্রি (২৩, ২৫, ২৭ তিন রাত্রি) পড়েছিলেন এবং পরে ফরয হওয়ার ভয়ে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে ভয় দূরীভূত হয়েছে। তিনি এটি ১১ রাক'আত পড়েছিলেন।...এর বেশী পড়া জায়েয নয়। কারণ সেটি তাঁর সুন্নাতকে বাতিল করার এবং তাঁর নির্দেশকে অমান্য করার শামিল হবে। যেখানে তিনি বলেছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى، 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩)*। আর এ কারণেই ফজরের সুন্নাত ও অন্যান্য ছালাতের রাক'আত সমূহ বৃদ্ধি করা জায়েয নয়।

তিনি বলেন, وَأَنَّنَا لاَ نُبَدِّعُ وَلاَ نُضَلِّلُ مَنْ يُّصَلِّيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ إِذَا لَمْ تَتَبَيَّنْ لَّهُ السُّنَّةُ وَلَمْ يَتَّبِعِ الْهَوَى– 'আর আমরা তাকে বিদ'আতী বলিনা বা পথভ্রষ্ট বলিনা, যিনি উক্ত সংখ্যার ঊর্ধ্বে তারাবীহ পড়েন, যখন তার নিকট সুন্নাত স্পষ্ট না হয় এবং তিনি প্রবৃত্তির অনুসারী না হন। কেননা যদি বেশী পড়া জায়েয বলা হয়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে উত্তম হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর এই কথার নিকটে দাঁড়িয়ে যাওয়া, যেখানে তিনি বলেছেন, وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صـــ، 'শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত'।[২৫১]

আর ওমর (রাঃ) তারাবীহ্র ছালাতে কোনই বিদ'আত করেননি। বরং তিনি জামা'আতে পড়ার সুন্নাতটি পুনর্জীবিত করেছিলেন এবং তারাবীহ্র রাক'আতের সুন্নাতী সংখ্যার হেফাযত করেছিলেন।[২৫২] অতঃপর যে কথা বলা হয়ে থাকে যে, তিনি রাক'আত বৃদ্ধি করে ২০ রাক'আত পড়েছিলেন, তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় এবং এর সূত্রগুলি একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে

২৫১. ইবনু মাজাহ হা/৪৫; আহমাদ হা/১৫০২৬; মুসলিম হা/৮৬৭ (৪৩); মিশকাত হা/১৪১।
২৫২. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২, হাদীছ 'ছহীহ', রাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ)।

না। ইমাম শাফেঈ, তিরমিযী, নববী, যায়লাঈ প্রমুখ বিদ্বানগণ যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন'।[২৫৩]

হারামায়েনের তারাবীহ ও ক্বিয়ামুল লায়েল :

হারামায়েনে রামাযানের প্রথম রাতে বিতর ছাড়া দুই ইমামের মাধ্যমে (১০+১০) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। অতঃপর শেষ দশকে প্রথম রাতে ২০ রাক'আত তারাবীহ শেষে পুনরায় শেষ রাতে উঠে ১১ রাক'আত 'ক্বিয়ামুল লায়েল' পড়া হয়। অথচ একই রাতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়ার কোন প্রমাণ নেই *(মির'আত ৪/৩১১ পৃ.)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনই ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। অতএব এ সময় হাদীছপন্থী মুসলমানদের উচিৎ হবে জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষ করে তাওয়াফে চলে যাওয়া। ফিরে এসে জামা'আতের সাথে অথবা একাকী বিতর পড়া। অতঃপর শেষ দশকে এশার পর তারাবীহ না পড়ে তাওয়াফ করা এবং মধ্য রাতে জামা'আতের সাথে 'ক্বিয়ামুল লায়েল' করা।

উল্লেখ্য যে, দুই হারামের বাইরে মক্কা ও মদীনার প্রায় সকল মসজিদে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও ৩ রাক'আত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়ে থাকে।

জামা'আতে তারাবীহ কি বিদ'আত?

রামাযানের প্রতি রাতে নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ পড়াকে অনেকে বিদ'আত মনে করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র তিনদিন জামা'আতে তারাবীহ পড়েছিলেন[২৫৪] এবং ওমর ফারূক (রাঃ) নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ চালু করার পরে একে 'সুন্দর বিদ'আত' (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ) বলেছিলেন।[২৫৫] এর জবাব এই যে, ওমর ফারূক (রাঃ) এটিকে আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বলেছিলেন, শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত

২৫৩. আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ (রিয়াদ : মাকতাবা মা'আরেফ ১৪২১ হি.) ১২২-২৩ পৃ.।
২৫৪. আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; নাসাঈ হা/১৬০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩২৭; মিশকাত হা/১২৯৮ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭, রাবী আবু যার (রাঃ)।
২৫৫. বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১, অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত হা/১৩০৯, ৪/৩২৬-২৭ পৃ.।

সর্বতোভাবেই ভ্রষ্টতা। যার পরিণাম জাহান্নাম। তিনি এজন্য বিদ'আত বলেন যে, এটিকে রাসূল (ছাঃ) কায়েম করার পরে ফরয হওয়ার আশংকায় পরিত্যাগ করেন।[২৫৬] আবুবকর (রাঃ) রাজনৈতিক ব্যস্ততায় পুনরায় চালু করেননি। অতঃপর দীর্ঘ বিরতির পরে চালু হওয়ায় বাহ্যিক কারণে তিনি এটাকে 'কতই না সুন্দর বিদ'আত' অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর পরে পুনঃপ্রচলন বলে প্রশংসা করেন।[২৫৭]

বন্ধ হওয়ার পরে পুনরায় জামা'আত চালু :

সম্ভবতঃ নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফতের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য বাধা-বিপত্তি সহ ব্যস্ততার কারণে ১ম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে (১১-১৩ হিঃ) তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি। ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) স্বীয় যুগে (১৩-২৩ হিঃ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া সুন্নাত অনুসরণ করে তাঁর খেলাফতের ২য় বর্ষে ১৪ হিজরী সনে মসজিদে নববীতে ১১ রাক'আতে তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় চালু করেন।[২৫৮] যেমন সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন,

أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَّقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِيْنَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ، رَوَاهُ مَالِكٌ-

'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হযরত উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ইমাম শতাধিক আয়াত সম্বলিত সূরা

২৫৬. বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/৭৮১; মিশকাত হা/১২৯৫ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; নাসাঈ হা/১৩৬৪; ইবনু মাজাহ হা/১৩২৭; মিশকাত হা/১২৯৮।
২৫৭. মির'আত ২/২৩২ পৃ.; ঐ, ৪/৩২৭ পৃ.।
২৫৮. মির'আত ২/২৩২ পৃ.; ঐ, ৪/৩১৫-১৬ ও ৩২৬ পৃ.।

সমূহ পড়তে থাকেন। যাতে আমরা দীর্ঘ ক্বিয়ামের দরুণ লাঠির উপর ভর দিতে বাধ্য হই। আর তখন আমরা ফজরের প্রাক্কালে (إِلاَّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ) ব্যতীত ছালাত থেকে ফিরে আসতে পারতাম না'।[২৫৯] অর্থাৎ এই ছালাত সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ হ'ত।

এক্ষণে যদি কেউ রাতে অধিক ইবাদত করতে চান এবং কুরআন অধিক মুখস্থ না থাকে, তাহ'লে দীর্ঘ রুকূ ও সুজূদ সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ শেষ করে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতে পারেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও অধিক ছওয়াবের কাজ।

তারাবীহ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য (معلومات في صلاة التراويح) :

(১) তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের জন্য মুখে কোন নিয়ত পড়তে হয়না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করাই যথেষ্ট।[২৬০] (২) এর জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে পড়ার জন্য আয়েশা (রাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিশেষ একটি দো'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেটি হ'ল, اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ– *'আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউভুন তোহেব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)।[২৬১] (৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

---

২৫৯. (১) মুওয়াত্ত্বা (মুলতান, পাকিস্তান: ১৪০৭/১৯৮৬) ৭১ পৃ., 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯, হাদীছ 'ছহীহ'- আলবানী ; মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ-৩৭; মির'আত হা/১৩১০, ৪/৩২৯-৩০, ৩১৫ পৃ.; (২) বায়হাক্বী ২/৪৯৬ পৃ., হা/৪৩৯২; (৩) মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (বোম্বাই, ১৩৯৯/১৯৭৯) ২/৩৯১ পৃ., হা/৭৭৫৩; (৪) ত্বাহাভী শরহ মা'আনিল আছার হা/১৬১০। মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী উক্ত হাদীছের (হা/১২২৮ (৮)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সম্ভবতঃ হজরত ওমর (রাঃ) প্রথমে বিতর সহ এগার রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আমলেই তারাবীহ বিশ রাকাত স্থির হয়, অথবা স্থায়ীভাবে ২০ রাকাতই স্থির হয়, কিন্তু কখনও আট রাকাত পড়া হইত' *(৩/১৯৯ পৃ.)*। মাযহাবী তাক্বলীদের আবরণ এভাবেই মানুষকে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের আলো থেকে অন্ধ করে দেয়। যা বড়ই দুঃখজনক!

২৬০. 'ছিয়ামের মাসায়েল' অধ্যায়, 'ছিয়ামের নিয়ত করা' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬১. আহমাদ হা/২৫৫৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১ 'ছওম' অধ্যায়-৭, 'ক্বদরের রাত্রি' অনুচ্ছেদ-৮।

বলেন, ‘তোমরা মনের প্রফুল্লতা নিয়ে ছালাত আদায় কর এবং সাধ্যমত নেক আমল কর, বিরক্তি বোধ না করা পর্যন্ত’।[২৬২] (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামতি করলে সে যেন ছালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ জামা‘আতে অনেক অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ মানুষ থাকেন। তবে কোন ব্যক্তি একাকী ছালাত আদায় করলে ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে’।[২৬৩]

(৫) ফাসিক ও বিদ‘আতীর পিছনে ছালাত আদায় করা মাকরূহ।[২৬৪] তবে বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয আছে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘ইমামগণ তোমাদের ছালাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ’।[২৬৫]

বিশ রাক‘আত তারাবীহ :

প্রকাশ থাকে যে, সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতের *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯)* পরে ইয়াযীদ বিন রূমান থেকে ‘ওমরের যামানায় ২০ রাক‘আত তারাবীহ পড়া হ’ত’ বলে যে বাড়তি বর্ণনা এসেছে, তা ‘যঈফ’ *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮০)* এবং ২০ রাক‘আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ‘মরফূ’ সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে, তা ‘মওযূ’ বা জাল *(ইরওয়া হা/৪৪৫)*।[২৬৬] এতদ্ব্যতীত ২০ রাক‘আত তারাবীহ সম্পর্কে কয়েকটি ‘আছার’ এসেছে, যার সবগুলিই ‘যঈফ’।[২৬৭] ২০ রাক‘আত তারাবীহ্র উপরে ওমরের যামানায় ছাহাবীগণের ‘ইজমা’ বা ঐক্যমত হয়েছে বলে যে দাবী করা হয়, তা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা (بَاطِلَةٌ جِدًّا) মাত্র।[২৬৮]

---

২৬২. বুখারী হা/১১৫০; মুসলিম হা/৭৮৪; মিশকাত হা/১২৪৩-৪৪ ‘কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন’ অনুচ্ছেদ-৩৪।
২৬৩. বুখারী হা/৭০৩; মুসলিম হা/৪৬৭; মিশকাত হা/১১৩১ ‘ইমামের কর্তব্য’ অনুচ্ছেদ।
২৬৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৭ পৃ.; আবুদাঊদ হা/৪৮১; মিশকাত হা/৭৪৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ’ অনুচ্ছেদ-৭।
২৬৫. বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩ ‘ইমামের কর্তব্য’ অনুচ্ছেদ-২৭।
২৬৬. আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৫, ৪৪৬।
২৬৭. তারাবীহ্র রাক‘আত বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য মির‘আত হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/৩২৯-৩৫ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা ২/১৯৩ পৃ.।
২৬৮. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্র. ৩/৫৩১ পৃ.; মির‘আত ৪/৩৩৫ পৃ.।

এটা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অন্য কোন স্ত্রী ও ছাহাবী থেকে ১১ বা ১৩ রাক'আতের ঊর্ধ্বে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।[২৬৯] বর্ধিত রাক'আত সমূহ পরবর্তীকালে সৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[২৭০] এ কথার মধ্যে তাঁর ছালাতের ধরন ও রাক'আত সংখ্যা সবই গণ্য। তাঁর উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যা হ'ল তাঁর কর্ম, অর্থাৎ ১১ রাক'আত ছালাত। অতএব ইবাদত বিষয়ে তাঁর কথা ও কর্মে বৈপরীত্য ছিল, এরূপ ধারণা করা নিতান্তই অবাস্তব। তাঁর পরে তাঁর ছাহাবীগণের আমলও একইরূপ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন।[২৭১] অতএব রাতের নফল ছালাত ১১ বা ১৩ রাক'আতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বোত্তম। জেনে রাখা ভাল যে, রাক'আত গণনার চেয়ে ছালাতের খুশূ-খুযূ ও দীর্ঘ সময় ক্বিয়াম, কু'ঊদ, রুকূ, সুজূদ অধিক যরূরী। যা আজকের মুসলিম সমাজে প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফলে রাত্রির নিভৃত ছালাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত ১১ বা ১৩ রাক'আত আদায় করতেন। পরবর্তীকালে মদীনার লোকেরা দীর্ঘ ক্বিয়ামে দুর্বলতা বোধ করে। ফলে তারা রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে, যা ৩৯ রাক'আত পর্যন্ত পৌঁছে যায়'।[২৭২] অথচ বাস্তব কথা এই যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যেমন দীর্ঘ ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতের মাধ্যমে তিন রাত জামা'আতের সাথে

---

২৬৯. মুওয়াত্ত্বা ৭১ পৃ., টীকা-৮ দ্রষ্টব্য।

২৭০. বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩ 'ছালাত' অধ্যায়, 'দেরীতে আযান' অনুচ্ছেদ, রাবী মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ)।

২৭১. আবুদাঊদ হা/১৩৬২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১১৯০; মিশকাত হা/১২৬৪-৬৫ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

২৭২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (মক্কা : আন-নাহযাতুল হাদীছাহ ১৪০৪/১৯৮৪), ২৩/১১৩ পৃ.।

তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছেন, তেমনি সংক্ষিপ্ত ক্বিয়ামেও তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেছেন। যা সময় বিশেষে ৯, ৭ ও ৫ রাক'আত হ'ত। কিন্তু তা কখনো ১১ বা ১৩-এর ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হয়নি।[২৭৩] তিনি ছিলেন 'সৃষ্টিজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/১০৭)* এবং বেশী না পড়াটা ছিল উম্মতের প্রতি তাঁর অন্যতম রহমত।[২৭৪]

খতম তারাবীহ :

'খতম তারাবীহ' বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই এবং তারাবীহ্‌র ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই। বরং ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা সংক্ষিপ্ত হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই হ'ল প্রধান বিষয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি জানিনা যে, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) কখনো এক রাত্রিতে সমস্ত কুরআন খতম করেছেন কিংবা ফজর অবধি সারা রাত্রি ব্যাপী (নফল) ছালাত আদায় করেছেন।[২৭৫] আজকাল খতম তারাবীহতে হাফেযগণ ক্বিরাআত এমন দ্রুত পড়েন, যা কুরআন অবমাননার শামিল। মুছল্লীরা যা বুঝতে সক্ষম হন না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا، 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাকো' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। যার অর্থ কুরআন শোনা ও অনুধাবন করা। দ্রুত খতম করার ফলে অনুধাবন করার বিষয়টি উধাও হয়ে যায়। অনেকে খতম তারাবীহ্‌র ভয়ে তারাবীহ্‌র জামা'আতেই আসেন না।

অতএব মুছল্লীদের আগ্রহ বুঝে হাফেয ছাহেবগণ তারাবীহ্‌র ক্বিরাআত দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করবেন। সুন্দর কণ্ঠের হাফেয থাকলে ৮ রাক'আতে মধ্যম গতিতে দৈনিক অর্ধ পারা কুরআন পড়া যেতে পারে। তাতেই এশা ও তারাবীহ মিলিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে যায়। অতএব কোন অবস্থাতেই 'খতম

২৭৩. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; আবুদাঊদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৬৪ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫, রাবী আয়েশা (রাঃ); বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১, রাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ)।

২৭৪. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), (৪র্থ সংস্করণ ২০১১ খৃ.), ১৭১-৭৭ পৃ.।

২৭৫. মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

তারাবীহ'তে বাধ্য করা বা একে অধিক ছওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না। কারণ এটি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীকে সেনাপতি করে কোথাও একটি ছোট সেনাদল পাঠান। তিনি সেখানে ছালাতের ইমামতিতে প্রতি ক্বিরাআতের শেষে সূরা ইখলাছ পাঠ করেন। সেনাদল ফিরে এলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের বলেন, শুনে দেখো সে কেন এটা করেছিল? তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলে উক্ত ছাহাবী বলেন, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا 'কেননা এটি আল্লাহ্র গুণাবলী সম্বলিত সূরা। তাই আমি এটা পড়তে ভালবাসি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ– 'ওকে খবর দাও যে, আল্লাহ ওকে ভালবেসেছেন'।[২৭৬]

আবুবকর ইবনুল 'আরাবী আল-মাগরেবী (৪৬৮-৫৪৩ হি.) বলেন, এটি হ'ল একই সূরা প্রতি রাক'আতে পাঠ করার দলীল। তিনি বলেন, আমি ২৮ জন ইমামকে দেখেছি যারা রামাযান মাসে তারাবীহতে স্রেফ সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাছ দিয়ে তারাবীহ শেষ করেছেন মুছল্লীদের উপর হালকা করার জন্য এবং এই সূরার ফযীলতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। কেননা রামাযানে তারাবীহ্তে কুরআন খতম করা সুন্নাত নয়' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ইখলাছ)*।

২৭৬. বুখারী হা/৭৩৭৫; মুসলিম হা/৮১৩; মিশকাত হা/২১২৯; কুরতুবী হা/৬৫২৬।

এক নযরে রাতের নফল ছালাতের নিয়ম সমূহ

(১) ১১ রাক'আত : দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর তিন রাক'আত পড়ে শেষ বৈঠক করবে।[২৭৭] রামাযান ও অন্য সময়ে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অধিকাংশ রাতের আমল।

(২) ১১ রাক'আত : দুই দুই করে মোট ১০ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।[২৭৮]

(৩) ১৩ রাক'আত : দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর একটানা পাঁচ রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ১০ রাক'আত, অতঃপর ৩ রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ১২ রাক'আত, অতঃপর ১ রাক'আত বিতর।[২৭৯]

(৪) ৯ রাক'আত : একটানা ৮ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও নবম রাক'আতে শেষ বৈঠক। **অথবা** দুই দুই করে ৬ রাক'আত। অতঃপর তিন রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ৮ রাক'আত। অতঃপর ১ রাক'আত বিতর।[২৮০]

(৫) ৭ রাক'আত : একটানা ৬ রাক'আত পড়ে প্রথম বৈঠক ও সপ্তম রাক'আতে শেষ বৈঠক। **অথবা** দুই দুই করে ৪ রাক'আত। অতঃপর ৩ রাক'আত বিতর। **অথবা** দুই দুই করে ৬ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।[২৮১]

(৬) ৫ রাক'আত : একটানা ৫ রাক'আত বিতর **অথবা** দুই দুই করে ৪ রাক'আত। অতঃপর এক রাক'আত বিতর।[২৮২]

---

২৭৭. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮ ও অন্যান্য।
২৭৮. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।
২৭৯. মুসলিম হা/৭৩৭; আবুদাঊদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৫৬, ১২৬৪ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; মুসলিম হা/৭৬৫; মিশকাত হা/১১৯৭, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।
২৮০. মুসলিম হা/৭৪৬; আবুদাঊদ হা/১৩৬২; মিশকাত হা/১২৫৭, ১২৬৪ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৬; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; আবুদাঊদ হা/১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১১৯০; মিশকাত হা/১২৫৪, ১২৬৫।
২৮১. আবুদাঊদ হা/১৩৬২; ঐ, মিশকাত হা/১২৬৪; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪।
২৮২. আবুদাঊদ হা/১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১১৯০; মিশকাত হা/১২৬৫; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন নছর আল-মারওয়াযী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একটানা একাধিক রাক'আত বিতর পড়ার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু দুই দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো ও শেষে এক রাক'আত-এর মাধ্যমে বিতর করাকেই আমরা উত্তম মনে করি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক প্রশ্নকারীকে এধরনের জবাবই দিয়েছিলেন যে, 'রাতের ছালাত দুই দুই। অতঃপর যখন তুমি ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত পড়ে নাও, যা তোমার পিছনের সব ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে'।[২৮৩]

উপরের ৬টি নিয়মের মধ্যে প্রথমটি কেবল তিনি তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বাকীগুলি বিভিন্ন সময় তাহাজ্জুদে পড়েছেন। বৃদ্ধাবস্থায় কিংবা সময় কম থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো কমসংখ্যক রাক'আতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। উম্মতের জন্য এটি বিশেষ অনুগ্রহ বটে। বৃদ্ধকালে ভারী হয়ে যাওয়ায় তিনি অধিকাংশ (রাতের নফল) ছালাত বসে বসে পড়তেন।[২৮৪]

বিতর ছালাত (صلاة الوتر)

বিতর ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ।[২৮৫] যা এশার ফরয ছালাতের পর হ'তে ফজর পর্যন্ত সুন্নাত ও নফল ছালাত সমূহের শেষে আদায় করতে হয়।[২৮৬] বিতর ছালাত খুবই ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে বা সফরে কোন অবস্থায় বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না।[২৮৭]

'বিতর' অর্থ বেজোড়। যা মূলতঃ এক রাক'আত। কেননা এক রাক'আত যোগ না করলে কোন ছালাতই বেজোড় হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَّاحِدَةً

২৮৩. বুখারী হা/৪৭২-৭৩, ৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।
২৮৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১১৯৮, 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।
২৮৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৩; নাসাঈ হা/১৬৭৬; মির'আত ২/২০৭; ঐ, ৪/২৭৩-৭৪ পৃ.; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লা-হিল বা-লিগাহ ২/১৭ পৃ.।
২৮৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৪ পৃ.; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৯২-৯৩।
২৮৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯ সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) ১/৪৫৬ পৃ.।

مَثْنَى مَثْنَى) ‘রাতের নফল ছালাত দুই দুই (تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى– । অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করবে, তখন সে যেন এক রাক‘আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে’।[২৮৮] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ ‘বিতর রাত্রির শেষে এক রাক‘আত মাত্র’।[২৮৯] আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক রাক‘আত দ্বারা বিতর করতেন’।[২৯০]

রাতের নফল ছালাত সহ বিতর ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ ও ১৩ রাক‘আত পর্যন্ত (وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْـــرَةَ) পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্য রাত্রি, ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া চলে।[২৯১] যদি কেউ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হ’লে কিংবা রাতে বা সকালে ঘুম হ’তে জেগে উঠার পরে সুযোগ মত তা আদায় করবে।[২৯২] অন্যান্য সুন্নাত-নফলের ন্যায় বিতরের ক্বাযাও আদায় করা যাবে।[২৯৩]

চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এক রাক‘আত বিতরে অভ্যস্ত ছিলেন।[২৯৪] অতএব ‘এক রাক‘আত বিতর সঠিক নয় এবং এক রাক‘আতে কোন ছালাত হয় না’। ‘বিতর তিন রাক‘আতে সীমাবদ্ধ’। ‘বিতর ছালাত মাগরিবের ছালাতের ন্যায়’। ‘তিন রাক‘আত বিতরের উপরে উম্মতের ইজমা হয়েছে’ বলে যেসব কথা সমাজে চালু আছে, শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই’।[২৯৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা

---

২৮৮. বুখারী (ফাৎহ সহ) হা/৯৯০ ‘বিতর’ অধ্যায়-১৪; বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪ ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ-৩৫।

২৮৯. মুসলিম হা/৭৫২; মিশকাত হা/১২৫৫, রাবী ইবনু ওমর (রাঃ)।

২৯০. ইবনু মাজাহ হা/১১৯৬; মিশকাত হা/১২৮৫।

২৯১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৫; আবুদাঊদ হা/২২৬, ১৩৬২, ১৪২২; নাসাঈ হা/১৭১২; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৪; মিশকাত হা/১২৬৩-৬৫; বুখারী হা/৯৯৬; মুসলিম হা/৭৪৫; মিশকাত হা/১২৬১।

২৯২. তিরমিযী হা/৪৬৬, ৪৬৫; আবুদাঊদ হা/১৪৩১; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৮; মিশকাত হা/১২৬৮, ১২৭৯; নায়ল ৩/২৯৪, ৩১৭-১৯ পৃ., মির‘আত ৪/২৭৯ পৃ.।

২৯৩. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮; নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৮-১৯ পৃ.।

২৯৪. নায়লুল আওত্বার ৩/২৯৬; মির‘আত ৪/২৫৯ পৃ.।

২৯৫. মিরক্বাত ৩/১৬০-৬১, ১৭০; মির‘আত হা/১২৬২, ১২৬৪, ১২৭৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্যঃ ৪/২৬০-৬২ পৃ., ২৭৫।

মাগরিবের ছালাতের ন্যায় (মাঝখানে বৈঠক করে) বিতর আদায় করো না'।[২৯৬] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতরের ১ম রাক'আতে সূরা আ'লা, ২য় রাক'আতে সূরা কাফেরূণ ও ৩য় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন। ঐ সাথে ফালাক্ব ও নাস পড়ার কথাও এসেছে।[২৯৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ، لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এবং শেষ রাক'আত ব্যতীত বসতেন না'।[২৯৮] এসময় তিনি শেষ রাক'আতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না (وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ)।[২৯৯]

কুনূত (القنوت) :

'কুনূত' অর্থ বিনম্র আনুগত্য। কুনূত দু'প্রকার। কুনূতে রাতেবাহ ও কুনূতে নাযেলাহ। প্রথমটি বিতর ছালাতের শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। দ্বিতীয়টি বিপদাপদ ও বিশেষ কোন যরূরী কারণে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে পড়তে হয়। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে।[৩০০] বিতরের কুনূত সারা বছর পড়া চলে।[৩০১] তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনূত ওয়াজিব নয়।[৩০২] দো'আয়ে কুনূত রুকূর আগে ও পরে[৩০৩] দু'ভাবেই পড়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ

২৯৬. দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫; সনদ ছহীহ।
২৯৭. হাকেম ১/৩০৫, আবুদাঊদ হা/১৪২৪; দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২।
২৯৮. যাওয়াবে' পৃ. ৩২৫; মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪২, ১/৪৪৭ পৃ.।
২৯৯. নাসাঈ হা/১৭০১, 'ক্বিয়ামুল লাইল' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-৩৭, রাবী উবাই বিন কা'ব (রাঃ); মির'আত ৪/২৬০।
৩০০. তিরমিযী হা/৪৬৪; আবুদাঊদ হা/১৪২৫; নাসাঈ হা/১৭৪৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; মিশকাত হা/১২৭৩।
৩০১. প্রাগুক্ত, মিশকাত হা/১২৭৩; মির'আত ৪/২৮৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৬।
৩০২. আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; নাসাঈ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯১-৯২ 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬; মির'আত ৪/৩০৮।
৩০৩. বুখারী হা/১০০২; মুসলিম হা/৬৭৭; মিশকাত হা/১২৮৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪, মিশকাত হা/১২৯৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; আলবানী, ক্বিয়ামু রামাযান ২৩ পৃ.।

أَنْ يَّدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ، متفق عليه– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকূর পরে কুনূত পড়তেন...।[৩০৪]

ইমাম বায়হাক্বী বলেন, رُوَاةُ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ وَعَلَيْهِ دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ– 'রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন'।[৩০৫] হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আনাস, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে।[৩০৬] রুকূর পূর্বে দু'হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে কুনূত পাঠের কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।[৩০৭] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনূত রুকূর পরে হবে, না পূর্বে হবে এবং এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না। তিনি বললেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এই সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করবে।[৩০৮] ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কার্খীও এটাকে পসন্দ করেছেন।[৩০৯] এই সময় মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন।[৩১০]

দো'আয়ে কুনূত (دعاء قنوت الوتر) :

হাসান বিন আলী (রাঃ) বলেন যে, বিতরের কুনূতে বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়েছেন।-

---

৩০৪. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; মিশকাত হা/১২৮৮।
৩০৫. বায়হাক্বী ২/২০৮; তুহফাতুল আহওয়াযী (কায়রো : ১৪০৭/১৯৮৭) হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৬ পৃ.।
৩০৬. বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফা ২/৫৬৭।
৩০৭. ইরওয়াউল গালীল হা/৪২৭; মির'আত ৪/২৯৯, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ-৩৬।
৩০৮. তুহফা ২/৫৬৬; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১।
৩০৯. মির'আত ৪/৩০০ পৃ.।
৩১০. মির'আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃ.; আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَ لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া ‘আ-ফিনী ফীমান ‘আ-ফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা, ওয়া বা-রিক্‌লী ফীমা ‘আ‘ত্বায়তা, ওয়া ক্বিনী শার্‌রা মা ক্বাযায়তা; ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইয়ুক্বযা ‘আলায়কা, ইন্নাহূ লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লায়তা, ওয়া লা ইয়া‘ইয্‌যু মান্ ‘আ-দায়তা, তাবা-রক্‌তা রব্বানা ওয়া তা‘আ-লায়তা, ওয়া ছাল্লাল্লা-হু ‘আলান্ নাবী’*।[৩১১]

জামা‘আতে ইমাম ছাহেব ক্রিয়াপদের শেষে একবচন...‘নী’-এর স্থলে বহুবচন....‘না’ বলতে পারেন।[৩১২]

---

৩১১. আবুদাঊদ হা/১৪২৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; তিরমিযী হা/৪৬৪; নাসাঈ হা/১৭৪৫; দারেমী হা/১৫৯৩; মিশকাত হা/১২৭৩ ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ-৩৫; ইরওয়া হা/৪২৯, ২/১৭২। উল্লেখ্য যে, কুনূতে বর্ণিত উপরোক্ত দো‘আর শেষে ‘দরূদ’ অংশটি আলবানী ‘যঈফ’ বলেছেন। তবে ইবনু মাসঊদ, আবু মূসা, ইবনু আব্বাস, বারা, আনাস প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূত শেষে রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি তা পাঠ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন *(ইরওয়া ২/১৭৭, তামামুল মিন্নাহ ২৪৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭)*। ছাহেবে মির‘আত বলেন, ইবনু আবী আছেম ও ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, ইবনু হিব্বান বর্ণিত কুনূতে وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ -এসেছে *(মির‘আত ৪/২৮৫)*। তবে সেটি বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি। সেকারণ আমরা এটা ‘মতন’ থেকে বাদ দিলাম।

তবে দো‘আয়ে কুনূতের শেষে ইস্তেগফার সহ যেকোন দো‘আ পাঠের ব্যাপারে অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কুনূতে কখনো একটি নির্দিষ্ট দো‘আ পড়তেন না, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দো‘আ পড়েছেন *(দ্রঃ আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ আবুদাঊদ হা/১৪২৭; তিরমিযী হা/৩৫৬৬ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৭৬; মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৩/১১০-১১; মির‘আত ৪/২৮৫; লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ১৮০৬৯; মাজমূ‘ ফাতাওয়া উছায়মীন, ফৎওয়া নং ৭৭৮-৭৯)*। তাছাড়া যেকোন দো‘আর শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠের বিষয়ে ছহীহ হাদীছে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে *(আহমাদ, আবুদাঊদ হা/১৪৮১; ছিফাত পৃ. ১৬২)*। অতএব আমরা ‘ইস্তেগফার’ সহ যেকোন দো‘আ ও ‘দরূদ’ দো‘আয়ে কুনূতের শেষে পড়তে পারি।

৩১২. আহমাদ, ইরওয়া হা/৪২৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭২২; শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা : ২৯০, ৪/২৯৫ পৃ.।

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়ছালা করে রেখেছ, তার অনিষ্ট হ’তে আমাকে বাঁচাও। কেননা তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক, তোমার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ, সে কোনদিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী কর, সে কোনদিন সম্মানিত হ’তে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তাঁর নবীর উপরে রহমত বর্ষণ করুন’।

দো‘আয়ে কুনূত শেষে মুছল্লী *‘আল্লাহু আকবার’* বলে সিজদায় যাবে।[৩১৩] কুনূতে কেবল দু’হাত উঁচু করবে। মুখে হাত বুলানোর হাদীছ যঈফ।[৩১৪] বিতর শেষে তিনবার সরবে *‘সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস’* শেষদিকে দীর্ঘ টানে বলবে’।[৩১৫] অতঃপর ইচ্ছা করলে বসেই সংক্ষেপে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করবে এবং সেখানে প্রথম রাক‘আতে সূরা যিলযাল ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা কাফেরূণ পাঠ করবে।[৩১৬]

উল্লেখ্য যে, اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ *আল্ল-হুম্মা ইন্না নাস্তা‘ঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা...’* বলে বিতরে যে কুনূত পড়া হয়, সেটার হাদীছ ‘মুরসাল’ বা যঈফ।[৩১৭] অধিকন্তু এটি কুনূতে নাযেলাহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কুনূতে রাতেবাহ হিসাবে নয়।[৩১৮] অতএব বিতরের কুনূতের জন্য উপরে বর্ণিত দো‘আটিই সর্বোত্তম।[৩১৯]

---

৩১৩. আহমাদ, নাসাঈ হা/১০৭৪; আলবানী, ছিফাতু ছালা-তিন্নবী, ১৬০ পৃ.।
৩১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪৮৫; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৮১ পৃ.।
৩১৫. নাসাঈ হা/১৬৯৯ সনদ ছহীহ।
৩১৬. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/১১৯৫; তিরমিযী হা/৪৭১; মিশকাত হা/১২৮৪, ৮৫, ৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩।
৩১৭. মারাসীলে আবুদাঊদ হা/৮৯; বায়হাক্বী ২/২১০; মিরক্বাত ৩/১৭৩-৭৪; মির‘আত ৪/২৮৫।
৩১৮. ইরওয়া হা/৪২৮-এর শেষে, ২/১৭২ পৃ.।
৩১৯. মির‘আত হা/১২৮১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৪/২৮৫ পৃ.।

ইমাম তিরমিযী বলেন, لاَ نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُــوْتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هٰــذَا ‘নবী করীম (ছাঃ) থেকে কুনূতের জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম দো‘আ আমরা জানতে পারিনি’।[৩২০]

কুনূতে নাযেলাহ (قنوت النازلة) :

যুদ্ধ, শত্রুর আক্রমণ প্রভৃতি বিপদের সময় অথবা কারুর জন্য বিশেষ কল্যাণ কামনায় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে বিশেষভাবে এই দো‘আ পাঠ করতে হয়। ‘কুনূতে নাযেলাহ’ ফজর ছালাতে অথবা সব ওয়াক্তে ফরয ছালাতের শেষ রাক‘আতে রুকূর পরে দাঁড়িয়ে *‘রব্বানা লাকাল হাম্দ’* বলার পরে দু’হাত উঠিয়ে সরবে পড়তে হয়।[৩২১] কুনূতে নাযেলাহ্র জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে নির্দিষ্ট কোন দো‘আ বর্ণিত হয়নি। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম আরবীতে[৩২২] দো‘আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলবেন।[৩২৩] রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বা শক্তির বিরুদ্ধে এমনকি এক মাস যাবৎ একটানা বিভিন্নভাবে দো‘আ করেছেন।[৩২৪] তবে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি দো‘আ বর্ণিত হয়েছে। যা তিনি ফজরের ছালাতে পাঠ করতেন এবং যা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে দৈনিক পাঁচবার ছালাতে পাঠ করা যেতে পারে। যেমন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللَّهُمَّ

৩২০. তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৪৬৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ২/৫৬৪ পৃ.; বায়হাক্বী ২/২১০-১১।
৩২১. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৮৮-৯০; ছিফাত ১৫৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮-৪৯।
৩২২. মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮, ‘ছালাতে অসিদ্ধ ও সিদ্ধ কর্ম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-১৯; মির‘আত হা/৯৮৫-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৩/৩৪২ পৃ.; শাওকানী, আসসায়লুল জার্রার ১/২২১।
৩২৩. আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০; মির‘আত ৪/৩০৭; ছিফাত ১৫৯ পৃ.।
৩২৪. বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; নাসাঈ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/১২৮৮-৯১।

خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগফির লানা ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ বায়না কুলূবিহিম, ওয়া আছলিহ যা-তা বায়নিহিম, ওয়ান্ছুরহুম 'আলা 'আদুউবিকা ওয়া 'আদুউবিহিম। আল্ল-হুম্মাল'আনিল কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন সাবীলিকা ওয়া ইয়ুকাযযিবূনা রুসুলাকা ওয়া ইয়ুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আকা। আল্ল-হুম্মা খা-লিফ বায়না কালিমাতিহিম ওয়া ঝালঝিল আক্বদা-মাহুম ওয়া আনঝিল বিহিম বা'সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহূ 'আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং সকল মুমিন-মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আপনি তাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিন ও তাদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দিন। আপনি তাদেরকে আপনার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের উপরে লা'নত করুন। যারা আপনার রাস্তা বন্ধ করে, আপনার প্রেরিত রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে ও আপনার বন্ধুদের সাথে লড়াই করে। হে আল্লাহ! আপনি তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিন ও তাদের পদসমূহ টলিয়ে দিন এবং আপনি তাদের মধ্যে আপনার প্রতিশোধকে নামিয়ে দিন, যা পাপাচারী সম্প্রদায় থেকে আপনি ফিরিয়ে নেন না'।[৩২৫]

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দো'আও পড়া যায়। যেমন, اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ- 'হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বুকের উপর পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টকারিতা হ'তে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় থেকে ভীত হ'তেন, তখন উক্ত দো'আটি পাঠ করতেন'।[৩২৬]

---

৩২৫. বায়হাক্বী হা/২৯৬২, ২/২১০-১১। বায়হাক্বী অত্র হাদীছকে 'ছহীহ মওছূল' বলেছেন।
৩২৬. আহমাদ হা/১৯৭৩৪; আবুদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৪৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৬।

মুনাজাত (المناجاة) :

'মুনাজাত' অর্থ 'পরস্পরে গোপনে কথা বলা' *(আল-মুনজিদ প্রভৃতি)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِىْ رَبَّهُ 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে রত থাকে, তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে অর্থাৎ গোপনে কথা বলে'।[৩২৭] তাই ছালাত কোন ধ্যান (Meditation) নয়, বরং আল্লাহ্র কাছে বান্দার সরাসরি ক্ষমা চাওয়া ও প্রার্থনা নিবেদনের নাম। দুনিয়ার কাউকে যা বলা যায় না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সাথে বান্দা তাই-ই বলে। আল্লাহ স্বীয় বান্দার চোখের ভাষা বুঝেন ও হৃদয়ের কান্না শোনেন।

আল্লাহ বলেন, أُدْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন/গাফির ৪০/৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 'দো'আ হ'ল ইবাদত'।[৩২৮] অতএব দো'আর পদ্ধতি সুন্নাত মোতাবেক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন, আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে। তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, আমাদেরকে সেভাবেই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে দো'আ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই দো'আ করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হ'ল ছালাতের সময়কাল।[৩২৯] ছালাতের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে 'মুনাজাত' করে। 'ছালাত' অর্থ দো'আ, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। 'ছানা' হ'তে সালাম ফিরানোর

---

৩২৭. বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/৭৬ পৃ.; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৭১০, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ-৭ ; إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّهُ আহমাদ হা/১৯০৪৪; মিশকাত হা/৮৫৬ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ-১২।

৩২৮. আহমাদ হা/১৮৪৫৫; আবুদাঊদ হা/১৪৭৯ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৩০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, ২য় পরিচ্ছেদ।

৩২৯. আবুদাঊদ হা/৬১৮; তিরমিযী হা/৩; মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়-৩, 'যা ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ-১, পরিচ্ছেদ-২।

আগ পর্যন্ত ছালাতের সর্বত্র কেবল দো'আ আর দো'আ। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত দো'আগুলির বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। তবুও সালাম ফিরানোর পরে একাকী দো'আ করার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে। তখন ইচ্ছামত যেকোন ভাষায় যেকোন বৈধ দো'আ করা যায়। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, এই দো'আ دبر الصلاة বা ছালাত শেষের দো'আ নয়, বরং তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে عبادة ثانية বা দ্বিতীয় ইবাদত শেষের দো'আ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা মুছল্লী যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে বা মুনাজাত করে। কিন্তু যখনই সালাম ফিরায়, তখনই সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।[৩৩০]

ছালাতে দো'আর স্থান সমূহ : (১) ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ, যা *'আল্ল-হুম্মা বা-'এদ বায়নী'* দিয়ে শুরু হয় (২) শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল সূরা ফাতিহার মধ্যে *'আলহামদুলিল্লাহ'* ও *'ইহ্দিনাছ ছিরা-ত্বাল মুস্তাকীম'* (৩) রুকূতে *'সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা...'*। (৪) রুকূ হ'তে উঠার পর ক্বওমার দো'আ *'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ হাম্দান কাছীরান'...* বা অন্য দো'আ সমূহ। (৫) সিজদাতেও *'সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা'...* বা অন্য দো'আ সমূহ। (৬) দুই সিজদার মাঝে বসে *'আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী...'* বলে ৬টি বিষয়ের প্রার্থনা। (৭) শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে ও সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আয়ে মাছূরাহ সহ বিভিন্ন দো'আ পড়া। এ ছাড়াও রয়েছে (৮) ক্বওমাতে দাঁড়িয়ে দো'আয়ে কুনূতের মাধ্যমে দীর্ঘ দো'আ করার সুযোগ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সিজদার সময় বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়। অতএব ঐ সময় তোমরা সাধ্যমত বেশী বেশী দো'আ কর।[৩৩১] অন্য হাদীছে এসেছে যে, তিনি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন।[৩৩২] সালাম ফিরানোর পরে আল্লাহ্র সঙ্গে

---

৩৩০. যা-দুল মা'আ-দ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণ ১৯৯৬), ১/২৫০।
৩৩১. মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১৪ ; নায়ল ৩/১০৯ পৃ.।
৩৩২. মুসলিম হা/৭৭১; মিশকাত হা/৮১৩ 'তাকবীরের পর যা পড়তে হয়' অনুচ্ছেদ-১১।

বান্দার 'মুনাজাত' বা গোপন আলাপের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব সালাম ফিরানোর আগেই যাবতীয় দো'আ শেষ করা উচিত, সালাম ফিরানোর পরে নয়। এক্ষণে যদি কেউ মুছল্লীদের নিকটে কোন ব্যাপারে বিশেষভাবে দো'আ চান, তবে তিনি আগেই সেটা নিজে অথবা ইমামের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করবেন। যাতে মুছল্লীগণ স্ব স্ব দো'আর নিয়তের মধ্যে তাকেও শামিল করতে পারেন।

ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ (الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة) :

ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই। বলা আবশ্যক যে, আজও মক্কা-মদীনার দুই হারাম-এর মসজিদে উক্ত প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই।

প্রচলিত সম্মিলিত দো'আর ক্ষতিকর দিক সমূহ : (১) এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। অতএব তা যত মিষ্ট ও সুন্দর মনে হৌক না কেন সূরা কাহ্ফ-এর ১০৩-৪ নং আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। (২) এর ফলে মুছল্লী স্বীয় ছালাতের চাইতে ছালাতের বাইরের বিষয় অর্থাৎ প্রচলিত 'মুনাজাত'কেই বেশী গুরুত্ব দেয়। আর এজন্যেই বর্তমানে মানুষ ফরয ছালাতের চাইতে মুনাজাতকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে এবং 'আখেরী মুনাজাত' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বেশী আগ্রহ বোধ করছে ও দলে দলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে। (৩) এর মন্দ পরিণতিতে একজন মুছল্লী সারা জীবন ছালাত আদায় করেও কোন কিছুর অর্থ শিখে না। বরং ছালাত শেষে ইমামের মুনাজাতের মুখাপেক্ষী থাকে। (৪) ইমাম আরবী মুনাজাতে কী বললেন সে কিছুই বুঝতে পারে না। ওদিকে নিজেও কিছু বলতে পারে না। এর পূর্বে ছালাতের মধ্যে সে যে দো'আগুলো পড়েছে, অর্থ না জানার কারণে সেখানেও সে অন্তর ঢেলে দিতে পারেনি। ফলে জীবনভর ঐ মুছল্লীর অবস্থা থাকে 'না ঘরকা না ঘাটকা'। (৫) মুছল্লীর

মনের কথা ইমাম ছাহেবের অজানা থাকার ফলে মুছল্লীর কেবল 'আমীন' বলাই সার হয়। (৬) ইমাম ছাহেবের দীর্ঘক্ষণ ধরে আরবী-উর্দূ-বাংলায় বা অন্য ভাষায় করুণ সুরের মুনাজাতের মাধ্যমে শ্রোতা ও মুছল্লীদের মন জয় করা অন্যতম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফলে 'রিয়া' ও 'শ্রুতি'-র কবীরা গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'রিয়া'-কে হাদীছে اَلشِّرْكُ الأَصْغَرُ বা 'ছোট শিরক' বলা হয়েছে।[৩৩৩] যার ফলে ইমাম ছাহেবের সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'তে পারে।

ছালাতে হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ :

(১) 'ইস্তিসক্বা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দো'আ করবে। এতদ্ব্যতীত (২) 'কুনূতে নাযেলাহ' ও 'কুনূতে বিতরে'ও করবে।

একাকী দু'হাত তুলে দো'আ :

ছালাতের বাইরে যে কোন সময়ে বান্দা তার প্রভুর নিকটে যে কোন ভাষায় দো'আ করবে। তবে হাদীছের দো'আই উত্তম। বান্দা হাত তুলে একাকী নিরিবিলি কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তার হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।[৩৩৪] খোলা দু'হস্ততালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো'আ করবে।[৩৩৫] দো'আ শেষে মুখ মাসাহ করার হাদীছ যঈফ।[৩৩৬] বরং উঠানো অবস্থায় দো'আ শেষে হাত ছেড়ে দিবে।

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য আল্লাহ্র নিকট হাত উঠিয়ে একাকী কেঁদে কেঁদে দো'আ করেছেন।[৩৩৭] (২) বদরের যুদ্ধের দিন তিনি ক্বিবলামুখী

---

৩৩৩. আহমাদ হা/২৩৬৮০; মিশকাত হা/৫৩৩৪ 'হৃদয় গলানো' অধ্যায়-২৬, 'লোক দেখানো ও শুনানো' অনুচ্ছেদ-৫।

৩৩৪. আবুদাঊদ হা/১৪৮৮; মিশকাত হা/২২৪৪, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯।

৩৩৫. আবুদাঊদ হা/১৪৮৬-৮৭, ৮৯; ঐ, মিশকাত হা/২২৫৬।

৩৩৬. আবুদাঊদ হা/১৪৮৬; তিরমিযী হা/৩৩৮৬; মিশকাত হা/২২৪৩, ৪৫, ২২৫৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯; আলবানী বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মোছা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃ.; ইরওয়া হা/৪৩৩-৩৪, ২/১৭৮-৮২ পৃ.।

৩৩৭. মুসলিম হা/৪৯৯, 'ঈমান' অধ্যায়-১, 'উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ করা' অনুচ্ছেদ-৮৭। (মুসলিম হা/২০২)

হয়ে আল্লাহ্র নিকটে একাকী হাত তুলে কাতর কণ্ঠে দো'আ করেছিলেন।[৩৩৮] (৩) বনু জাযীমা গোত্রের কিছু লোক ভুলক্রমে নিহত হওয়ায় মর্মাহত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাকী দু'বার হাত উঠিয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চেয়েছিলেন।[৩৩৯] (৪) আওত্বাস যুদ্ধে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-এর নিহত ভাতিজা দলনেতা আবু 'আমের আশ'আরী (রাঃ)-এর জন্য ওযূ করে দু'হাত তুলে একাকী দো'আ করেছিলেন।[৩৪০] (৫) তিনি দাওস কওমের হেদায়াতের জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে একাকী দু'হাত তুলে দো'আ করেছেন।[৩৪১]

এতদ্ব্যতীত (৬) হজ্জ ও ওমরাহ কালে সাঈ করার সময় 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'হাত তুলে দো'আ করা।[৩৪২] (৭) আরাফার ময়দানে একাকী দু'হাত তুলে দো'আ করা।[৩৪৩] (৮) ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর একটু দূরে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ করা।[৩৪৪] (৯) মুসাফির অবস্থায় হাত তুলে দো'আ করা।[৩৪৫]

তাছাড়া জুম'আ ও ঈদায়েনের খুৎবায় বা অন্যান্য সভা ও সম্মেলনে একজন দো'আ করলে অন্যেরা (দু'হাত তোলা ছাড়াই) কেবল 'আমীন' বলবেন।[৩৪৬] এমনকি একজন দো'আ করলে অন্যজন সেই সাথে 'আমীন' বলতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, দো'আর জন্য সর্বদা ওযূ করা, ক্বিবলামুখী হওয়া এবং দু'হাত তোলা শর্ত নয়। বরং বান্দা যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে

---

৩৩৮. মুসলিম হা/৪৫৮৮ 'জিহাদ' অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-১৮, 'বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাগণের দ্বারা সাহায্য প্রদান'। (মুসলিম হা/১৭৬৩ (৫৮)

৩৩৯. বুখারী হা/৭১৮৯; মিশকাত হা/৩৯৭৬ 'জিহাদ' অধ্যায়-১৯, অনুচ্ছেদ-৫; বুখারী হা/৪৩৩৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৮০, 'দো'আয় হাত উঁচু করা' অনুচ্ছেদ-২৩।

৩৪০. এটি ছিল ৮ম হিজরীতে সংঘটিত 'হোনায়েন' যুদ্ধের পরপরই। বুখারী হা/৪৩২৩, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ সমূহ' অধ্যায়-৬৪, 'আওত্বাস যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ-৫৬।

৩৪১. বুখারী হা/২৯৩৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১১; বুখারী হা/৬৩৯৭; মুসলিম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/৫৯৯৬।

৩৪২. আবুদাঊদ হা/১৮৭২; মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫।

৩৪৩. নাসাঈ হা/৩০১১।

৩৪৪. বুখারী হা/১৭৫১-৫৩, 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫, 'জামরায় কংকর নিক্ষেপ ও হাত উঁচু করে দো'আ' অনুচ্ছেদ-১৩৯-৪২।

৩৪৫. মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।

৩৪৬. ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৬১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৩০-৩১; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম ৩৯২ পৃ.।

প্রার্থনা করবে। যেমন খানাপিনা, পেশাব-পায়খানা, বাড়ীতে ও সফরে সর্বদা বিভিন্ন দো'আ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় তাঁকে আহ্বান করার জন্য বান্দার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪৭]

কুরআনী দো'আ :

রুকূ ও সিজদাতে কুরআনী দো'আ পড়া নিষেধ আছে।[৩৪৮] তবে মর্ম ঠিক রেখে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে পড়া যাবে। যেমন *রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া ... (বাক্বারাহ ২/২০১)*-এর স্থলে *আল্ল-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা* অথবা *আল্ল-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া* ...বলা।[৩৪৯] অবশ্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে কুরআনী দো'আ সহ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকারের দো'আ পাঠ করা যাবে।

তাহাজ্জুদের ছালাত (صلاة التهجد)

মূল ধাতু هُجُوْدٌ (হুজূদুন) অর্থ, রাতে ঘুমানো বা ঘুম থেকে উঠা। সেখান থেকে تَهَجُّدٌ (তাহাজ্জুদুন)। পারিভাষিক অর্থে, রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে ওঠা বা রাত্রি জেগে ছালাত আদায় করা *(আল-মুনজিদ)*।

উল্লেখ্য যে, তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লায়েল' বা 'রাত্রির নফল ছালাত' বলা হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن

৩৪৭. বাক্বারাহ ২/১৮৬, মুমিন/গাফের ৪০/৬০; বুখারী 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৮০, অনুচ্ছেদ-২৪, ২৫ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদ সমূহ।

৩৪৮. মুসলিম হা/৪৭৯; মিশকাত হা/৮৭৩ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ-১৩ ; নায়ল ৩/১০৯ পৃ.।

৩৪৯. বুখারী হা/৪৫২২; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়-৯, 'সারগর্ভ দো'আ' অনুচ্ছেদ-৯।

يَّدْعُوْنِي فَاسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ عَنْهُ: فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْئَ الْفَجْرُ-

'আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব? কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? এভাবে তিনি ফজর স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করেন'।[৩৫০] অত্র হাদীছে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

তাহাজ্জুদে উঠে দো'আ (ما يقول إذا قام من الليل) :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ রাত্রে জাগ্রত হয় ও নিম্নের দো'আ পাঠ করে এবং আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে, তা কবুল করা হয়। আর যদি সে ওযূ করে এবং ছালাত আদায় করে, সেই ছালাত কবুল করা হয়'। দো'আটি হ'ল :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ : *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।* অতঃপর বলবে, *'রব্বিগফির্লী'* (প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর)। অথবা অন্য প্রার্থনা করবে।

৩৫০. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

অনুবাদ : আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যই সকল রাজত্ব ও তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। মহা পবিত্র আল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[৩৫১] এছাড়া অন্যান্য দো'আও পড়তেন।[৩৫২]

(খ) স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াত (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন' *(বুঃ মুঃ)*। **একবার সফরে** রাতে ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরান ১৯১-৯৪ আয়াত (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً..... إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ) পাঠ করেছেন *(নাসাঈ)*। **একবার তিনি** (গুরুত্ব বিবেচনা করে) সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াতটি (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) দিয়ে পুরা তাহাজ্জুদের ছালাত শেষ করেন' *(নাসাঈ)*।[৩৫৩]

(গ) তাহাজ্জুদের ছালাতে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন 'ছানা' পড়েছেন।[৩৫৪] তন্মধ্য হ'তে যেকোন একটি 'ছানা' পড়া চলে। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর নিম্নের দো'আটি পড়তেন-

---

৩৫১. বুখারী হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১২১৩ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে' অনুচ্ছেদ-৩২।
৩৫২. বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫; আবুদাঊদ হা/৮৭৪; মিশকাত হা/১২০০ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।
৩৫৩. বুখারী হা/৬৩১৬; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১৯৫; নাসাঈ হা/১৬২৬; মিশকাত হা/১২০৯; নাসাঈ হা/১০১০; ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/১২০৫ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১; আহমাদ হা/২১৩৬৬; মির'আত ৪/১৯১।
৩৫৪. মুসলিম হা/৭৭০; আবুদাঊদ হা/৫০৬১; তিরমিযী হা/২৪২; মিশকাত হা/১২১২, ১৪, ১৭; নাসাঈ হা/১৬১৭ ইত্যাদি।

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَعَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ–

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা লাকাল হামদু আনতা ক্বাইয়িমুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা নূরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়া মান ফীহিন্না; ওয়া লাকাল হামদু, আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুকা হাক্কুন, ওয়া লিক্বা-উকা হাক্কুন, ওয়া ক্বাওলুকা হাক্কুন; ওয়া 'আযা-বুল ক্বাবরে হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্না-রু হাক্কুন; ওয়ান নাবিইয়ূনা হাক্কুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন, ওয়াস সা-'আতু হাক্কুন। আল্ল-হুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আ-মানতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-ছামতু, ওয়া ইলাইকা হা-কামতু, ফাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়া মা আখ্খারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী; আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুওয়াখখিরু, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর জ্যোতি। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এ সবের মধ্যে যা আছে সবকিছুর বাদশাহ। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য,

তোমার বাণী সত্য, কবর আযাব সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং ক্বিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করি, তোমারই উপর ভরসা করি ও তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। আমি তোমার জন্যই ঝগড়া করি এবং তোমার কাছেই ফায়ছালা পেশ করি। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর, গোপন ও প্রকাশ্য সকল অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি অগ্র ও পশ্চাতের মালিক। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।[৩৫৫]

তাহাজ্জুদ ছালাত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য (معلومات في صلاة التهجد) :

(১) শেষ রাতে তাহাজ্জুদে উঠে প্রথমে হালকাভাবে দু'রাক'আত পড়বে। অতঃপর বাকী ছালাত পড়বে।[৩৫৬] (২) যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে উঠে দু'রাক'আত করে তাহাজ্জুদ পড়বে। শেষে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা এক রাতে দুই বিতর চলে না।[৩৫৭] (৩) বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ হবে, তখন পড়বে'।[৩৫৮] এটি 'মুবাহ' (ইচ্ছাধীন, বাধ্যতামূলক নয়)।[৩৫৯] (৪) তাহাজ্জুদ বা বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে 'উবাদাহ বিন ছামিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ ছাহাবীগণ ফজর ছালাতের আগে তা আদায় করে নিতেন।[৩৬০] (৫) বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম অথবা ব্যথার আধিক্যের কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে রাসূল (ছাঃ) দিনের বেলায় (সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে) ১২ রাক'আত পড়েছেন (তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ রাক'আত ও ছালাতুয যোহা ৪ রাক'আত)।[৩৬১]

---

৩৫৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১১৫১-৫২; আবুদাঊদ হা/৭৭২; বুখারী হা/৬৩১৭; মুসলিম হা/১৮০৮; মিশকাত -আলবানী, হা/১২১১ 'রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদে কি বলবে' অনুচ্ছেদ-৩২; মির'আত হা/১২১৮।

৩৫৬. মুসলিম হা/৭৬৭-৬৮, ৭৬৫; মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪, ৯৭, 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

৩৫৭. আবুদাঊদ হা/১৪৩৯; নাসাঈ হা/১৬৭৯ প্রভৃতি (لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ) নায়ল, 'বিতর' অধ্যায় ৩/৩১৪-১৭ পৃ.; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৭।

৩৫৮. তিরমিযী হা/৪৬৬, ৪৬৫; আবুদাঊদ হা/১৪৩১; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৮; মিশকাত হা/১২৬৮, ১২৭৯ 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৬২-৬৩; মির'আত ৪/২৭৯।

৩৫৯. নায়লুল আওত্বার ৩/৩১৭-১৯।

৩৬০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৩।

৩৬১. মির'আত ৪/২৬৬; মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১২৫৭, 'বিতর' অনুচ্ছেদ-৩৫।

(৬) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না হয়, তাহ'লে উক্ত দু'রাক'আত তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৩৬২] (৭) 'যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়তে শুয়ে গেলেও উঠতে না পারে, তাহ'লে সে উত্তম নিয়তের কারণে পূর্ণ নেকী পাবে এবং উক্ত ঘুম তার জন্য ছাদাক্বা হবে'।[৩৬৩] 'যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহ'লে বাড়ীতে সুস্থ অবস্থায় সে যে নেক আমল করত, সেইরূপ ছওয়াব তার জন্য লেখা হবে'।[৩৬৪] আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অব্যাহত পুরস্কার'।[৩৬৫] (৮) রাতের নফল ছালাত নিয়মিত আদায় করা উচিত। কেননা 'যেকোন নেক আমল তা যত কমই হৌক, নিয়মিত করাই আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয়'।[৩৬৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতের নফল ছালাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছে'।[৩৬৭] তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ ঐ স্বামী-স্ত্রীর উপর রহম করুন, যারা তাহাজ্জুদে ওঠার জন্য পরস্পরের মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়, যদি একজন আপত্তি করে'।[৩৬৮] (৯) তাহাজ্জুদের ক্বিরাআত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে পড়েছেন।[৩৬৯] তিনি বলেন, সরবে ও নীরবে পাঠকারী প্রকাশ্যে ও গোপনে ছাদাক্বাকারীর ন্যায়।[৩৭০] তিনি আবুবকর (রাঃ)-কে কিছুটা জোরে এবং ওমর (রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে ক্বিরাআত করার উপদেশ দেন।[৩৭১]

---

৩৬২. দারেমী হা/১৫৯৪; মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩।
৩৬৩. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/৪৫৪।
৩৬৪. বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪ 'জানায়েয' অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ-১।
৩৬৫. হা-মীম সাজদাহ ৪১/৮, তীন ৯৫/৬।
৩৬৬. বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ-৩৪।
৩৬৭. বুখারী হা/১১৫২; মুসলিম হা/১১৫৯ (১৮৫); মিশকাত হা/১২৩৪ 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩।
৩৬৮. আবুদাঊদ হা/১৩০৮; নাসাঈ হা/১৬১০; মিশকাত হা/১২৩০ 'রাত্রি জাগরণে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩।
৩৬৯. আবুদাঊদ হা/১৩২৭-২৮, ১৪৩৭; তিরমিযী হা/৪৪৯; মিশকাত হা/১২০২-০৩ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।
৩৭০. নাসাঈ হা/২৫৬১; আবুদাঊদ হা/১৩৩৩; তিরমিযী হা/২৯১৯; মিশকাত হা/২২০২ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ-১।
৩৭১. আবুদাঊদ হা/১৩২৯; তিরমিযী হা/৪৪৭; মিশকাত হা/১২০৪ 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১।

লায়লাতুল ক্বদর

ফযীলত :

(ক) এটি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ বলেন, إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ– وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ– لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ– تَنَزَّلُ الْمَلَآئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ– سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ– 'আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(১)*। 'তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি?' *(২)*। 'ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম' *(৩)*। 'এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে' *(৪)*। 'এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/১-৫)*।

(খ) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বস্তু সমূহ স্থিরীকৃত হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّآ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ– فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ– أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ– رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ– 'আমরা এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে। নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী' *(৩)*। 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'- *(৪)*। 'আমাদের পক্ষ হ'তে আদেশক্রমে। আমরাই তো প্রেরণ করে থাকি' *(৫)*। 'যা তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে (বান্দাদের প্রতি) রহমত স্বরূপ। তিনিই তো সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(দুখান ৪৪/৩-৬)*। অর্থাৎ ঐসব বিষয় ফেরেশতাদের নিকট অর্পণ করা হয়, যা ইতিপূর্বে তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে প্রতি লায়লাতুল ক্বদরে আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য তার এক বছরের কর্মকাণ্ড স্বীয় প্রজ্ঞা অনুযায়ী পৃথক করে দেন *(সা'দী, ক্বাসেমী)*।

সময়কাল :

২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ মোট পাঁচটি বেজোড় রাত। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ

الأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ– ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে ক্বদরের রাত্রি তালাশ কর’।[৩৭২]

ক্বদরের রাত্রি কোন্‌টি :

লায়লাতুল ক্বদর কোন তারিখে হয়ে থাকে, বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। যার আলোকে বিদ্বানগণ এক একটির উপরে যোর দিয়েছেন। যেমন উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) ২৭শে রামাযানের রাত্রির ব্যাপারে দৃঢ় মত প্রকাশ করে বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَّ شُعَاعَ لَهَا– ‘ঐদিন সূর্য উঠবে, কিন্তু আলোকচ্ছটা থাকবে না’।[৩৭৩] এর উপরে ভিত্তি করে অনেক বিদ্বান ২৭-এর রাত্রিকে লায়লাতুল ক্বদর বলে নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হ’লেন। এমন সময় দু’জন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হ’ল। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে খবর দেবার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক দু’জন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হ’ল। ফলে সেটি আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হ’ল (অর্থাৎ তারিখ ও সময়টি আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হ’ল)। সম্ভবতঃ এটা তোমাদের জন্য ভাল হ’ল। অতএব তোমরা এটা অনুসন্ধান কর ২৯, ২৭ ও ২৫শের রাতে’।[৩৭৪] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছের ব্যাখ্যা এটাই হ’তে পারে যে, তিনি বের হয়েছিলেন কেবল ঐ বছরের শবে ক্বদর নির্দিষ্ট করে বলার জন্য’ *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বদর ৯৭/১ আয়াত)*।

এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সমস্ত হাদীছ একত্রিত করলে এ রাত্রিকে নির্দিষ্ট করার কোন উপায় নেই। যদি ২৭-এর রাত্রি নির্দিষ্ট হ’ত, তাহ’লে

৩৭২. বুখারী হা/২০১৭; মুসলিম হা/১১৬৯; মিশকাত হা/২০৮৩।
৩৭৩. মুসলিম হা/৭৬২; তিরমিযী হা/৩৩৫১; মিশকাত হা/২০৮৮।

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ কেবল এ রাতেই ইবাদতে রত থাকতেন। কিন্তু তাঁদের আমল ছিল এর বিপরীত। তারা শেষ দশকে ই'তিকাফে ও ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। কিন্তু আমরা কেবল ২৭-এর রাত্রিকেই শবেক্বদর ধরে নিয়েছি এবং এ রাত্রিকে ইবাদতের জন্য এমনকি ওমরাহ্র জন্য খাছ করে নিয়েছি। অথচ ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (ছাঃ) ১৯ দিন সেখানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তিনি বা তাঁর সঙ্গী ছাহাবীগণের কেউ ২৭শে রামাযানে বিশেষভাবে লায়লাতুল ক্বদর পালন করেননি বা ওমরাহ করেননি। বরং এভাবে দিন নির্ধারণ করাটাই বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ রাতটিকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করেননি।

মানুষ এভাবে বহু কিছুকে নিজেদের ধারণার ভিত্তিতে দ্বীনের বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছে। যা আদৌ কোন দ্বীন হিসাবে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এর মাধ্যমে আমরা অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়েছি এবং শর্টকাট রাস্তায় জান্নাত পাওয়ার শয়তানী ধোঁকায় নিপতিত হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-আমীন!

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এ রাত্রিকে গোপন রেখেছেন তার তাৎপর্য এই যে, বান্দা যেন সারা রামাযান ইবাদতে কাটায় এবং শেষ দশকে তার প্রচেষ্টা যোরদার করে' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ক্বদর ৯৭/১ আয়াত)*।

লায়লাতুল ক্বদর কিভাবে পালন করবে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ– 'রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন'।[৩৭৫] তিনি বলেন, يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ– 'শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) যত কষ্ট করতেন, অন্য সময় তত করতেন না'।[৩৭৬]

৩৭৪. বুখারী হা/২০২৩; মিশকাত হা/২০৯৫ 'ছওম' অধ্যায়।
৩৭৫. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।
৩৭৬. মুসলিম হা/১১৭৫; মিশকাত হা/২০৮৯, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

ইবনু কাছীর বলেন, সর্বদা বেশী বেশী প্রার্থনা করা মুস্তাহাব। রামাযান মাসে আরও বেশী এবং রামাযানের শেষ দশকে আরও বেশী। তন্মধ্যে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে সবচাইতে বেশী। বিশেষভাবে যে দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ রাত্রিতে পড়ার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হ'ল – اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল! তুমি ক্ষমা করতে ভালবাসো। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।[৩৭৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহর ছালাত পড়েছিলেন। উক্ত তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছালাত আদায় করেন।[৩৭৮] এ সময় তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানের সাধারণ নির্দেশের আলোকে *(নাহল ১৬/১২৫)* তারাবীহ্র ছালাতের মাঝে বিরতির সময় সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষামূলক কিছু নছীহত করায় কোন বাধা নেই। কিন্তু তা যেন রাত্রির ছালাতের মূল পরিবেশকে বিনষ্ট না করে এবং প্রচলিত ওয়ায-মাহফিল ও খানাপিনার অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়।

এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত বা দলবদ্ধভাবে যিকর করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহ্র ছালাত এবং একাকী যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই হ'ল সুন্নাত সম্মত।

---

৩৭৭. তিরমিযী হা/৩৫১৩; আহমাদ হা/২৫৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১।

৩৭৮. আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; দারেমী হা/১৭৭৭; মিশকাত হা/১২৯৮, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।

ই'তিকাফ (الاعتكاف)

ই'তিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন'।[৩৭৯] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম।[৩৮০]

ই'তিকাফের জন্য জুম'আ মসজিদ হওয়াই উত্তম। তবে নিয়মিত জামা'আত হয় এরূপ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করাও জায়েয। কারণ এ মর্মে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি একটি বর্ণনায় 'জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না'[৩৮১] আসলেও অন্য বর্ণনায় 'জামা'আত হয় এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ হবে' এসেছে।[৩৮২] এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং হাসান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা'আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না।[৩৮৩] যেহেতু নারীদের জন্য জুম'আর ছালাত ওয়াজিব নয়,[৩৮৪] সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করায় কোন বাধা নেই। যদি অভিভাবকের অনুমতি, পূর্ণ নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধাদি মওজূদ থাকে।[৩৮৫]

সময়কাল :

এটি বছরের যেকোন সময় করা যায়। যেমন একবার রাসূল (ছাঃ) শওয়ালের শেষ দশকে বিগত রামাযানের ক্বাযা ই'তিকাফ করেছিলেন *(বুখারী হা/২০৪১)*।

---

৩৭৯. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৩৮০. ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা।
৩৮১. وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ– আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬।
৩৮২. وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ– দারাকুৎনী হা/২৩৮৮, রাবী আয়েশা (রাঃ); ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬।
৩৮৩. বায়হাক্বী হা/৮৮৩৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্র. মির'আত হা/২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬ পৃ.।
৩৮৪. আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭, রাবী ত্বারেক বিন শিহাব (রাঃ)।
৩৮৫. মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, ১৯/১২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর'১৬ প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৭১।

ওমর (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহেলী যুগে আমি মানত করেছিলাম যে, মাসজিদুল হারামে একরাত ই'তিকাফ করব। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/২০৪২)*।

উত্তম হ'ল রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِى قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি রামাযানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মারা যান, সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন'।[৩৮৬]

কখন প্রবেশ করবে ও কখন বের হবে :

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে।[৩৮৭] তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِلْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ -يَعْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِى- 'তোমরা শেষ দশকে ক্বদর রাত্রি সন্ধান কর। যদি তোমাদের কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে বা অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে সে যেন বাকী সাত দিনের উপরে অক্ষম না হয়' *(মুসলিম হা/১১৬৫ (২০৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমরা ক্বদর রাত্রি সন্ধান কর শেষ সাত রাতে'।[৩৮৮] এর দ্বারা তাকীদ বুঝানো হয়েছে। যাতে ১০ দিনের স্থলে ৭ দিনের কম না হয়। এরপরেও বাধ্যগত কারণের বিষয়টি আলাদা। কেননা আল্লাহ বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*।

---

৩৮৬. বুখারী হা/২০৪৪; মিশকাত হা/২০৯৯।

৩৮৭. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।

৩৮৮. বুখারী হা/২০১৫; মুসলিম হা/১১৬৫; মিশকাত হা/২০৮৪, রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)।

শর্ত :

(ক) ই'তিকাফ মসজিদে হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 'যখন তোমরা মসজিদ সমূহে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। (খ) এজন্য তাকে ছিয়াম রাখতে হবে। হযরত আয়েশা, ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩৮৯] রাসূল (ছাঃ) শওয়ালের শেষ দশকে রামাযানের যে ক্বাযা ই'তিকাফ করেছিলেন *(বুখারী হা/২০৪১)*, তখন তিনি ছায়েম ছিলেন কি-না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে তাঁর রীতি ছিল ছায়েম অবস্থায় ই'তিকাফ করা। অতএব এটাই রীতি হিসাবে ধরে নিতে হবে *(ফাৎহুল বারী ৪/২৭৬)*।

ই'তিকাফ অবস্থায় বৈধ বিষয় সমূহ :

(ক) মসজিদে বিছানা-পত্র ও ছোট চৌকি খাটানো। রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশক্রমে আয়েশা (রাঃ) মসজিদে নববীতে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য পৃথক তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন *(বুখারী হা/২০৩৩)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তওবার খুঁটির পিছনে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য এটা করা হয়েছিল'।[৩৯০] আর এটি ছিল ক্বিবলার বিপরীত দিকে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২২৩৬)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে ই'তিকাফ স্থল হওয়া উত্তম।

(খ) ই'তিকাফকারী প্রাকৃতিক প্রয়োজনে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারবেন'।[৩৯১]

(গ) মসজিদে ই'তিকাফ স্থলে স্ত্রী সাক্ষাত করতে পারেন এবং স্বামী বেরিয়ে এসে স্ত্রীকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে পারেন। যেমন স্ত্রী ছাফিইয়া বিনতে হুয়াইকে রাসূল (ছাঃ) রাতের বেলা এগিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৯২]

(ঘ) স্ত্রী তার স্বামীর সংক্ষিপ্ত সেবা করতে পারেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) মসজিদে রাসূল (ছাঃ)-এর মাথার চুল আঁচড়ে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/২০৪৬)*।

---

৩৮৯. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮০৩৭ ও ৮০৩৩।
৩৯০. ইবনু মাজাহ হা/১৭৭৪; মিশকাত হা/২১০৭; আলবানী, তারাজু'আত হা/৩২।
৩৯১. বুখারী হা/২০২৯; মুসলিম হা/২৯৭; মিশকাত হা/২১০০, রাবী আয়েশা (রাঃ)।
৩৯২. বুখারী হা/২০৩৫; মুসলিম হা/২১৭৫।

মহিলাদের ই'তিকাফ : মহিলাগণ পৃথকভাবে ই'তিকাফ করতে পারেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন, যতদিন না আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেন'।[৩৯৩]

মসজিদে ই'তিকাফ করতে হবে : মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ই'তিকাফকারীর উপর সুন্নাত হ'ল, (১) সে কোন রোগীর সেবা করবে না (২) জানাযায় শরীক হবে না (৩) নারী স্পর্শ করবে না ও তার সাথে সহবাস করবে না (৪) বাধ্যগত প্রয়োজন ব্যতীত বের হবে না (৫) ছিয়াম ব্যতীত ই'তিকাফ করবে না এবং (৬) জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না'।[৩৯৪] তবে আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'জামা'আত হয় এরূপ মসজিদে ই'তিকাফ হবে'।[৩৯৫]

ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ও ই'তিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী :

(ক) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ **১১** রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা।[৩৯৬] (খ) প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা।[৩৯৭] (গ) অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*। (ঘ) একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ – اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর)[৩৯৮] দো'আটি বেশী বেশী পাঠ করা। (ঙ) তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى

৩৯৩. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।
৩৯৪. আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬।
৩৯৫. দারাকুৎনী হা/২৩৮৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬।
৩৯৬. বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮।
৩৯৭. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫।
৩৯৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১।

يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ– ‘ছালাত শেষ করা পর্যন্ত ইমামের সাথে ক্বিয়ামকারী ব্যক্তি সারা রাত্রি ক্বিয়ামের নেকী পায়’।[৩৯৯]

(চ) জামা‘আতের সাথে ৮ রাক‘আত তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত যেমন ছালাতুত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল ছালাত শেষে অথবা কেবলমাত্র ১, ৩ বা ৫ রাক‘আত বিতর পড়বেন। অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর জামা‘আতে এসে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন।

(ছ) সকালে ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ও গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দু’রাক‘আত তাহিইয়াতুল ওযূ ও দু’রাক‘আত তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করবেন। এভাবে যতবার টয়লেটে যাবেন, ততবার করবেন। অতঃপর বেলা ১২-টার মধ্যে ২ অথবা দুই দুই করে সর্বোচ্চ ১২ রাক‘আত পর্যন্ত ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও উম্মতের কল্যাণ চেয়ে আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করবেন। উক্ত নিয়তে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ– *‘আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র’*। অথবা *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া...*। ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও’ *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এ দো‘আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন।[৪০০] এ সময় দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হৃদয়ের কান্না শোনেন *(মুমিন ৪০/১৯;*

৩৯৯. তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।
৪০০. বুখারী হা/৬৩৮৯; মুসলিম হা/২৬৯০; মিশকাত হা/২৪৮৭।

ইব্রাহীম ১৪/৩৮)। দো'আর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের নাম না করাই ভাল। কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২২ পৃ.)*। রোগ আরোগ্যের জন্য বা অন্যান্য দো'আ সমূহের জন্য দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'যরূরী দো'আ সমূহ' অধ্যায় ২৬৭-৩০০ পৃ.।

(জ) দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত, বিশুদ্ধ তাফসীর বা অন্যান্য দ্বীনী কিতাব সমূহ অধ্যয়নে রত থাকবেন। বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি শেষ করুন এবং তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) থেকে কমপক্ষে সূরা ফাতিহা, নাবা, আছর ও সূরা তাকাছুর-এর তাফসীর পাঠ করুন। (ঝ) সশব্দে ইবাদত করবেন না এবং অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

(ঞ) ক্বদরের রাত্রিগুলিতে মসজিদে অপ্রয়োজনীয় আলোচনা ও দীর্ঘ ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা এবং বাড়তি খানাপিনা ও হৈ-হুল্লোড় করা ঠিক নয়। এতে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং লায়লাতুল ক্বদর অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে পড়ে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

যাকাতুল ফিৎর (زكاة الفطر)

হুকুম : এটি ২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎরের দু'দিন পূর্বে ফরয করা হয়। *(মির'আত ৬/১৮৬)*। যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ (صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ) عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ- وَفِي رِوَايَةٍ لِّأَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায় করার নির্দেশ দান করেছেন'। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, 'এক ছা' খাদ্যশস্য'।[৪০১] আগে দিলে সেটি কবুল ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু পরে দিলে সাধারণ ছাদাক্বায় পরিণত হবে। যেমন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন ছায়েমকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি এটি ঈদের ছালাতের পূর্বে

৪০১. বুখারী হা/১৫০৩, ১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৬, ৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।

আদায় করবে, সেটি কবুল ছাদাক্বা হিসাবে গৃহীত হবে। আর যে ব্যক্তি এটি ছালাতের পরে আদায় করবে, সেটি সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে গৃহীত হবে'।[৪০২]

যার পরিবারে একদিনের খাদ্য মওজূদ আছে এবং মাথা পিছু এক ছা' করে খাদ্য প্রদানের ক্ষমতা আছে, এরূপ ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয *(ফাৎহুল বারী ৩/৪৩২; মির'আত ৬/১৮৭)*। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজন সমূহ বাদে ২০০ দিরহাম তথা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়। এটি ফরয ছাদাক্বা। যা আদায় না করলে তার উপর ঋণ হিসাবে থেকে যাবে, যা শেষ বয়সে হ'লেও তাকে আদায় করতে হবে।[৪০৩]

কোন কোন বিদ্বান এটিকে 'মনদূব' বলেছেন। যা প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে রহিত হয়। তাদের দলীল হ'ল- ক্বায়েস বিন সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে যে, أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত *(বাক্বারাহ ৪৩)* নাযিলের পূর্বে। অতঃপর উক্ত আয়াত নাযিলের পর তিনি আর আমাদের আদেশও করেননি, নিষেধও করেননি'।[৪০৪]

এ বিষয়ে হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছের সনদে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। এক্ষণে এটিকে 'ছহীহ' ধরে নিলেও এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে, একটি ফরয আরেকটি ফরযকে বাতিল করবে।[৪০৫] খাত্ত্বাবী বলেন, কায়েস বিন সা'দ-এর হাদীছ ছাদাক্বাতুল ফিৎরের উজূবকে দূর করেনা। কেননা এর অর্থ এটা নয় যে, একটি ইবাদত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে

৪০২. আবুদাঊদ হা/১৬০৯, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৮১৮ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ।
৪০৩. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫-৮৬ পৃ. 'যাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ; মির'আত ৬/১৮৭ পৃ. 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ।
৪০৪. নাসাঈ হা/২৫০৬-০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮২৮; আহমাদ হা/১৫৫১৫, ২৩৮৯৪।
৪০৫. ফাৎহুল বারী হা/১৫০৩-এর পূর্বে 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর ফরয' অনুচ্ছেদ-৭০, ৩/৪৩০-৩১ পৃ.।

আরেকটি ইবাদতের অপরিহার্যতা দূরীভূত হবে'। তাছাড়া সকল প্রকার যাকাতের মূল উৎস হ'ল, সম্পদ। পক্ষান্তরে ছাদাক্বাতুল ফিৎরের মূল উৎস হ'ল ব্যক্তি'। ইমাম বায়হাক্বীও একই কথা বলেন। ছাহেবে মির'আত বলেন, বিদ্বানগণ যাকাতুল ফিৎর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন *(মির'আত ৬/১৮৭)*।[৪০৬]

কোন কোন বিদ্বান ছাদাক্বাতুল ফিৎর কেবল ছায়েমদের উপর ওয়াজিব বলেছেন। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিৎর ফরয করেছেন ছায়েমকে অনর্থক কথা ও বাজে কাজ থেকে পবিত্র করার জন্য এবং অভাবগ্রস্তদের খাদ্যের জন্য'।[৪০৭] এর জবাবে ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'পবিত্র করা'র কথা এসেছে অধিকাংশের হিসাবে। এর অর্থ এটা নয় যে, যারা গোনাহ করেনি তাদের উপর এটা ওয়াজিব নয়। অথবা যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে ইসলাম কবুল করেছে তার উপর ফিৎরা ওয়াজিব নয়।[৪০৮]

'ছোটদের উপর' ফিৎরা ফরয বলে তার পিতা বা অভিভাবককে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার ফিৎরা তার অভিভাবক দিবে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফিৎরা ফরয। আর শিশুরাও মুসলিম সন্তান হিসাবে মুসলমান। সেকারণ তাদের উপর ফিৎরা ফরয। যে ব্যক্তি ঈদের আগের দিন সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে ইসলাম কবুল করে, তাকেও ফিৎরা দিতে হয়। তৃতীয়তঃ এটি জানের ছাদাক্বা, মালের ছাদাক্বা নয়। অতএব এখানে 'নিছাব' শর্ত নয় যেমনটি হানাফী মাযহাবে বলা হয়েছে। ইবনু বাযীযাহ বলেন, ঈদের আগের দিন যদি কোন সন্তান জন্ম নেয়, তার জন্য ফিৎরা দিতে হয়। আবার যদি কেউ মারা যায়, তার জন্য ফিৎরা দিতে হয় না'। ইবনু কুতায়বা বলেন, الْمُرَادُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَدَقَةُ النُّفُوْسِ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অর্থ জানের ছাদাক্বা'। আর ফিৎর এসেছে ফিৎরাত হ'তে *(ফাৎহুল বারী ৩/৩৬৭)*। যার অর্থ ধর্ম বা সৃষ্টিগত স্বভাব। যার

৪০৬. খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান (হালব, মিসর : আল-মাত্ববা'আতুল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৩৫১ হি./১৯৩২ খৃ.) ২/৪৭; মির'আত ৬/১৮৭ পৃ.।

৪০৭. আবুদাঊদ হা/১৬০৯; মিশকাত হা/১৮১৮ 'যাকাত' অধ্যায় 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ।

৪০৮. ফাৎহুল বারী হা/১৫০৩-এর আলোচনা ৪৩২ পৃ.; মির'আত হা/১৮৩৩-এর আলোচনা ৬/১৯২ পৃ.।

উপরে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(রূম ৩০/৩০)*। সেদিকে সম্বন্ধ করেই ছাদাক্বাতুল ফিৎর বলা হয়েছে তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য।[৪০৯]

'ক্রীতদাস বা গোলামদের উপর ফিৎরা' বলতে তাদের মনিবদের বুঝানো হয়েছে। যদি গোলামের নিজস্ব কোন আয় না থাকে'।[৪১০] অতএব ধনী ও গরীব প্রত্যেকেই ফিৎরা দিবে। গরীবরা যা ফিৎরা দিবে, ধনীদের কাছ থেকে তার অনেক গুণ বেশী ফেরত পাবে।[৪১১] কেননা ধনীদের জন্য ফিৎরা গ্রহণ বৈধ নয়।

ফিৎরা কখন জমা করবে :

ফিৎরা জমা করা সুন্নাত। যাতে সুশৃংখলভাবে বণ্টন করা সহজ হয়। ছাহাবায়ে কেরাম ঈদুল ফিৎরের এক, দুই বা তিন দিন পূর্বে জমাকারীর নিকট ফিৎরা জমা দিতেন'।[৪১২]

কি কি খাদ্যবস্তু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মদীনায় খাদ্য হিসাবে যেসব বস্তু প্রচলিত ছিল, সবই এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে। একইভাবে বিশ্বের যে দেশে যেটি প্রধান খাদ্যবস্তু, সেটা দিয়েই যাকাতুল ফিৎর আদায় করবে। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ– 'আমরা এক ছা' খাদ্যশস্য অর্থাৎ এক ছা' যব বা এক ছা' খেজুর, এক ছা' পনির বা এক ছা' কিশমিশ থেকে যাকাতুল ফিৎর বের করতাম'।[৪১৩] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় খোসাবিহীন যবের (السُّلْتُ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় 'আটা ও ছাতু'-র কথা এসেছে।[৪১৪] এক্ষণে গম দিয়ে

৪০৯. মির'আত, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা ৬/১৮৫ পৃ.।
৪১০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫; মির'আত ৬/১৯০; ফাৎহুল বারী ৩/৪৩২ পৃ.।
৪১১. ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৮৬; মির'আত ৬/১৯০ পৃ.।
৪১২. বুখারী হা/১৫১১; ফাৎহুল বারী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ ১৩৭৯ হি.) ৩/৪৩৯-৪১ পৃ.; ঐ, কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ২য় সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ. ৩/৪৩৯ পৃ.।
৪১৩. বুখারী হা/১৫০৬; মুসলিম হা/৯৮৫; মিশকাত হা/১৮১৬।
৪১৪. (وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪১৬, ২৪১৫।

আদায় করলেও তা এক ছা‘ করেই দিতে হবে। যেমনটি অন্য খাদ্য শস্যের বেলায় নির্ধারণ করা হয়েছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫)*। এটি ঐ সময় মদীনায় চালু ছিল না। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلاَّ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় করা হ’ত না খেজুর, কিশমিশ ও যব ব্যতীত। আর তখন গম ছিল না’ *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৪০৬)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ’ *(বুখারী হা/১৫০৬)*। ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, لاَ نَعْلَمُ فِي الْقَمْحِ خَبَرًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنِ الْبُرُّ بِالْمَدِينَةِ ذَلِكَ الْوَقْتَ إِلاَّ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ- ‘আমরা গমের ব্যাপারে কোন নিশ্চিত খবর রাসূল (ছাঃ) থেকে জানতে পারিনি। যার উপরে নির্ভর করা যায়। আর সে সময় মদীনাতে গম পাওয়া যেত না, খুবই অল্প পরিমাণ ব্যতীত’। পরে ছাহাবীগণের যামানায় যখন এর আমদানী বৃদ্ধি পায়, তখন অনেকে এক ছা‘ যবের বদলে অর্ধ ছা‘ গম দেন’ *(ফাৎহুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা, ৩/৪৩৭)*।

মু‘আবিয়া (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর সিরিয়া থেকে মদীনায় প্রথম গম আমদানী হয়। এটি ছিল উচ্চ মূল্যের। ফলে আমীর মু‘আবিয়া (৪১-৬০ হি.) এটি অর্ধ ছা‘ দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবীগণ তা মানেননি। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ

قَالَ إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَّا عِشْتُ–

‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় প্রত্যেক ছোট-বড়, স্বাধীন ও গোলাম এক ছা‘ করে খাদ্যবস্তু অর্থাৎ এক ছা‘ পনির বা এক ছা‘ যব বা এক ছা‘ খেজুর বা এক ছা‘ কিশমিশ যাকাতুল ফিৎর‘ হিসাবে আদায় করতাম। আমরা এভাবেই (যাকাতুল ফিৎর) বের করতাম। এমন সময় মু‘আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (খলীফা হওয়ার পর) হজ্জ বা ওমরাহ উপলক্ষ্যে মদীনায় এলেন। (তাঁর সঙ্গে সিরিয়ার গমও এল)। তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি মনে করি সিরিয়ার দুই মুদ (অর্ধ ছা‘) গম (মূল্যের দিক দিয়ে) মদীনার এক ছা‘ খেজুরের সমান। অতঃপর লোকেরা সেটা গ্রহণ করল। তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন, আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে থাকব ততদিন সেটাই আদায় করব, যেটা আমি (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায়) আদায় করতাম’।[৪১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَفِى رِوَايَةٍ : لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا– ‘তখন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি কখনই বের করব না সেটা ব্যতীত, যা আমি বের করতাম রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায়’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি কখনই বের করব না, এক ছা‘ ব্যতীত’।[৪১৬]

তিনি অর্ধ ছা‘ গমের ফিৎরা বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, لاَ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا– ‘না। ওটা মু‘আবিয়ার মূল্য নির্ধারণ। আমি ওটা মানিনা এবং ওটাতে আমলও করিনা’।[৪১৭] হাকেম ও ইবনু খুযায়মাতে

৪১৫. মুসলিম হা/৯৮৫; বুখারী হা/১৫০৮।
৪১৬. ফাৎহুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা, ৩/৪৩৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩০৭, সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/১৬১৮, সনদ যঈফ।
৪১৭. হাকেম হা/১৪৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪১৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩০৬।

এক ছা‘ গমের (صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ) কথা এসেছে। যে বিষয়ে ইবনু খুযায়মা বলেন, ذِكْرُ الْحِنْطَةِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلاَ أَدْرِي مِمَّنِ الْوَهْمُ– ‘আবু সাঈদের বর্ণনায় গমের উল্লেখ হওয়াটা ‘নিরাপদ নয়’ (অর্থাৎ এটি ভুলক্রমে হয়েছে)। জানিনা এটি কার ধারণা মতে হ’ল? শায়খ আলবানীও অনুরূপ বলেন’।[৪১৮] এক্ষণে যারা সে সময় অর্ধ ছা‘ গমের ফিৎরা দিয়েছিলেন, তারা উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় সেটি দিয়েছিলেন তাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী।

অতএব গমের ফিৎরার উপর ছাহাবীগণের ইজমা হয়েছে কথাটি ঠিক নয়। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (মৃ. ৭৩ হি.), আবু সাঈদ খুদরী (মৃ. ৭৪ হি.) প্রমুখের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ সর্বদা এক ছা‘ খাদ্য শস্যে ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় করেছেন। এক্ষণে যদি কেউ গম দিতে চান, তাহ’লে এক ছা‘ করেই দিতে হবে। যেমন ঐ সময় প্রচলিত খাদ্য শস্য সমূহের মূল্যে কম-বেশী থাকা সত্ত্বেও পরিমাণে একই ছিল *(ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৭)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, মু‘আবিয়ার কথা অনুযায়ী অর্ধ ছা‘ গমের ফিৎরা দানের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে (فِيهِ نَظَرٌ)। কেননা এটি একজন ছাহাবীর বক্তব্য। যার বিরোধিতা করেছেন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণ। যারা মু‘আবিয়ার চাইতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তাছাড়া মু‘আবিয়া স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, এটি তার ‘রায়’ মাত্র। তিনি এটি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ হিসাবে বলেননি। আবু সাঈদ খুদরীর হাদীছে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের দৃঢ়তা রয়েছে এবং হাদীছ পাওয়ার পরে ইজতিহাদ পরিত্যাগ করার প্রমাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে মু‘আবিয়ার রায় ও লোকদের তা মেনে নেওয়ার মধ্যে ইজতিহাদ জায়েয হওয়ার দলীল রয়েছে। যা প্রশংসিত। কিন্তু দলীল মওজুদ থাকার পর উক্ত ইজতিহাদ অগ্রহণযোগ্য।[৪১৯]

---

৪১৮. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৪১৯; তাহকীক, ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ‘যমী।

৪১৯. (لَكِنَّهُ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فَاسِدُ الإعتبار) ফাৎহুল বারী হা/১৫০৮-এর আলোচনা, ৩/৪৩৮।

পরিমাণ :

ফিৎরার পরিমাণ এক ছা‘। আর তা হবে মাদানী ছা‘। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ– ‘ওযন হ’ল মক্কাবাসীদের ওযন এবং মাপ হ’ল মদীনাবাসীদের মাপ’।[৪২০]

যারা মদীনার ছা‘-এর বিপরীতে ইরাকী ছা‘ গ্রহণ করেন ও তার অনুপাতে অর্ধ ছা‘ গমের ফিৎরা দেন, তারা বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করুন। কেননা হিজাযী ছা‘ ৫১/৩ রতল (যা আড়াই কেজি চাউলের সমান)। পক্ষান্তরে ইরাকী ছা‘ তার প্রায় দ্বিগুণ ৮ রতল *(মির‘আত ৬/১৮৮)*। যা প্রায় সাড়ে ৩ কেজি চাউলের সমান।

ফিৎরা জমা ও বণ্টন :

ফিৎরা ঈদের এক, দুই বা তিন দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। তার পূর্বে নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। তিনি বলেন, ঈদুল ফিৎরের দু’তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ’তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ’ত।[৪২১]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর তার মাধ্যমে বণ্টন করাই হ’ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত জমাকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি আরব দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। এর ফলে যাকাত দাতা রিয়া ও শ্রুতি থেকে বেঁচে যান এবং ‘ডান

৪২০. আবুদাঊদ হা/৩৩৪০; নাসাঈ হা/২৫২০; ছহীহাহ হা/১৬৫।
৪২১. বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা ৩/৪৪০-৪১ পৃ.; মির‘আত ১/২০৭ পৃ.।

হাতের দান বাম হাত টের পায় না' এরূপ দাতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র ছায়া প্রাপ্ত মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারেন।[৪২২]

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে *(তওবা ৯/৬০)*। যাকাতুল ফিৎর সহ সকল প্রকার ফরয ছাদাক্বা এর অন্তর্ভুক্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬)*। যদিও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এটিকে কেবল মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট বলেছেন।[৪২৩] মূলতঃ এটিও ছাদাক্বা বণ্টনে কুরআনের সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ফকীর-মিসকীনকে ছাদাক্বাতুল ফিৎর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়ার ব্যাপারে তাকীদ হিসাবে গণ্য হবে। নিম্নে খাতসমূহ বর্ণিত হ'ল।-

(১) ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী। (২) মিসকীন : অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যিনি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারেন না, মুখ ফুটে চাইতেও পারেন না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়। (৩) 'আমেলীন : যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। (৪) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ : অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য ও নও মুসলিমদেরকে ইসলামের উপর দৃঢ় রাখার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট। (৫) দাসমুক্তি : এই খাত বর্তমানে শূন্য। যদি কোথাও দাসপ্রথা থাকে, তবে তারা পাবে। তাছাড়া সূরা দাহ্র ৮ আয়াতের আলোকে অনেক বিদ্বান অসহায় কয়েদীদের মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন *(কুরতুবী)*। (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি : যার সম্পদের তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় তিনি ফকীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবেন। (৭) ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা)। এটি জিহাদের খাত হিসাবে অগ্রগণ্য। আল্লাহ্র পথে সংগ্রামের যেকোন খাতে এটি ব্যয় করা যাবে। (৮) দুস্থ মুসাফির : পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয়শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ বাড়ীতে সম্পদশালী হন।

---

৪২২. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৪২৩. মাজমু' ফাতাওয়া ২৫/৭১-৭৮ পৃ.; যাদুল মা'আদ ২/২০ পৃ.।

ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা ফকীর-মিসকীন সহ এক বা একাধিক খাতে ব্যয় করা যাবে। খাত বহির্ভূতভাবে এবং ৪ নং খাতের হকদার ব্যতীত অন্য কোন অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। কারণ মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত নিয়ে মুসলিম হকদারদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য হাদীছে নির্দেশ এসেছে। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।[৪২৪]

দানের ক্ষেত্রে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এটি বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হয় এবং শিরক ও বিদ'আতের সহায়ক না হয়। এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করতে গেলেও দেখা উচিৎ সেগুলির পরিচালনা কমিটি শিরক ও বিদ'আতের অনুসারী কি-না। নইলে এইসব দান বাতিলের সহায়ক হবে। জেনে-শুনে এরূপ দান করলে নেকীর বদলে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ– 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

৪২৪. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ– বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৬২-৭৪ পৃ.; মির'আত হা/১৮৩৩-এর আলোচনা ৬/১৯১-৯২ পৃ.।

প্রসিদ্ধ চারটি যঈফ হাদীছ

(১) ‘বান্দারা যদি জানত যে, রামাযানে কি রয়েছে, তাহ’লে তারা আশা করত পুরো বছর যেন রামাযান হয়।...নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রামাযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়’।[৪২৫]

(২) হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শা‘বান মাসের শেষদিন ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি একটি মহান মাস ছায়া করেছে। বরকতময় মাস। এমন মাস যাতে একটি রাত্রি আছে, যা হাযার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এর ছিয়াম সমূহকে ফরয এবং রাত্রির নফল ছালাতকে ঐচ্ছিক করেছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য একটি নফল কাজ করে, সে ঐ ব্যক্তির সমান হয়ে যায়, যে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করে। আর যে ব্যক্তি এই মাসে একটি ফরয আদায় করে, সে ঐ ব্যক্তির সমান হয়, যে অন্য মাসে সত্তুরটি ফরয আদায় করে। এটি ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের ছওয়াব হ’ল জান্নাত। এটি সহানুভূতির মাস। এটা সেই মাস, যাতে মুমিনের রুযী বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে, সেটি তার জন্য তার গোনাহসমূহের কাফফারা হবে এবং জাহান্নাম হ’তে মুক্তির কারণ হবে। এছাড়া তার জন্য উক্ত ছায়েমের ছওয়াবের সমান ছওয়াব হবে। অথচ ঐ ছায়েমের ছওয়াব হ্রাস পাবে না। ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সবাই তো এইরূপ সামর্থ রাখি না, যা দ্বারা ছায়েমকে ইফতার করাতে পারি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি বা এক চুমুক দুধ দ্বারা ইফতার করাবে তাকেও আল্লাহ এরূপ ছওয়াব দান করবেন।...আর যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করায় আল্লাহ তাকে হাউয কাউছারের পানি পান করাবেন। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না। এটা এমন মাস, যার প্রথম ভাগ রহমত, মধ্য ভাগ মাগফিরাত আর শেষভাগ হলো জাহান্নাম হ’তে মুক্তি লাভ।

৪২৫. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৮৬, সনদ যঈফ বরং মওযূ- আরনাঊত্ব, রাবী আবুল খাত্ত্বাব আল-গিফারী (রাঃ)।

যে ব্যক্তি এই মাসে তার অধীনস্তদের উপর হ'তে কাজের বোঝা কমিয়ে দিবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন এবং তাকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দান করবেন'।[৪২৬]

(٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اُغْزُوا تَغْنَمُوا، وَصُومُوا تَصِحُّوا، وَسَافِرُوا تَسْتَغْنُوا-

(৩) 'তোমরা যুদ্ধ কর, গণীমত হাছিল কর। তোমরা ছিয়াম রাখ, স্বাস্থ্যবান হও। তোমরা সফর কর, ধনী হও'।[৪২৭]

(٤) مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَّمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَّلاَ مَرَضٍ لَّمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ-

(৪) 'যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়া অথবা অসুস্থতা ব্যতীত রামাযানের একটি ছিয়াম ভঙ্গ করল, পুরো বছরেও তার ক্বাযা আদায় হবে না, যদিও সে বছর ব্যাপী ছিয়াম পালন করে'।[৪২৮]

এতদ্ব্যতীত 'সিলসিলা যঈফাহ'-তে ছিয়াম ও ক্বিয়াম সম্পর্কে যঈফাহ ক্রমিক সংখ্যা ৫৬৭৯ থেকে ৫৮৮৯ পর্যন্ত মোট ২১১টি হাদীছ জমা করা হয়েছে, যার সবগুলিই যঈফ, মুনকার অথবা মওযূ'। এসব হাদীছ বর্ণনা করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

৪২৬. ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৮৮৭; মিশকাত হা/১৯৬৫; যঈফাহ হা/৮৭১।
৪২৭. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৮৩১২; যঈফাহ হা/৫১৮৮, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৪২৮. বুখারী তা'লীক্ব 'ছওম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৯; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৯৮৭; তিরমিযী হা/৭২৩; আবুদাঊদ হা/২৩৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১৬৭২; যঈফ আত-তারগীব হা/৬০৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ছিয়াম ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

আধুনিক বিজ্ঞান মতে সুস্বাস্থ্যের জন্য খাওয়ার প্রয়োজন বেশী নয়, বরং কম। অতএব **(১)** প্রতি রামাযানে একমাস ছিয়াম পালনকালে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মূত্রথলি সহ দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘণ্টা ব্যাপী দীর্ঘ বিশ্রাম পায়। ফলে সারা বছরে দেহের অভ্যন্তরে যে জৈব বিষ (Toxin) সৃষ্টি হয়, তা এক মাসের ছিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত (Detoxicate) হয়ে যায়।

(২) এটি শরীরে প্রবহমান পদার্থ সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ছিয়ামের কারণে দিবসে মদ্যপান, ধূমপান প্রভৃতি বদ অভ্যাস ও উত্তেজক বস্তু হ'তে বিরত থাকার ফলে লাঙ্গ ক্যান্সার (Lung Cancer), হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা (Heart Weakness) ও অন্যান্য কঠিন রোগ থেকে মানুষের মুক্তি ঘটে। রামাযান মাসে যকৃত (liver) ও মূত্রাশয় সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। ছিয়ামের ফলে যকৃতের ফোড়া আরোগ্য হয়। এর জন্য অবশ্য এক মাসের মতো ছিয়াম পালন করা লাগে। মূত্রাশয়ের নানা উপসর্গও এই ছিয়ামের দ্বারা উপশম হয়। ফুসফুসে কাশি, লোবার নিউমোনিয়া, কঠিন কাশি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ ছিয়ামের দ্বারা আরোগ্য হয়।

(৩) মেদ বৃদ্ধি (Obecity) **:** অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির ফলে নানা ধরণের মারাত্মক ব্যধির সৃষ্টি হ'তে পারে। যেমন বুকের মাংসপেশীতে মেদ বৃদ্ধি হ'লে শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে। স্থূল দেহে পিত্তপাথুরী (Gallstone) বেশী হয়ে থাকে। মেদ বৃদ্ধির ফলে দেহের ওযন বাড়ে। ফলে হাঁটুতে ও কোমরে বাত ব্যথা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একমাস ছিয়ামের ফলে মেদ হ্রাস পায়।

(৪) বদহযম (Dyspepsia) **:** অধিক পরিমাণে খাওয়া, ক্ষুধার পূর্বে খাওয়া, পরিশ্রমের পর বিশ্রামের পূর্বেই খাওয়া ইত্যাদি কারণে এটি হয়ে থাকে। এর ফলে পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ, বমি, এমনকি অজীর্ণজনিত ডায়রিয়া শুরু হ'তে পারে। যাতে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা এবং পরিণামে মৃত্যুও হ'তে পারে। এ রোগের চিকিৎসায় তেমন কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই। শুধু ক্ষুধা না হ'লে খাবে না, ক্ষুধা হ'লে প্রথমে

হালকা খাবার খাবে, অতিভোজন থেকে বিরত থাকবে, ভাজা-পোড়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবে। ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে এ নিয়মগুলি মেনে চলার কারণে ছায়েম বদহযম বা ডিসপেপসিয়া থেকে মুক্তি পায়।

(৫) উচ্চ রক্তচাপ (Blood pressure) : অতি ভোজন, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে দেহে চর্বি জমে রক্তবাহী নালাগুলি সরু হয়ে যায়। তাতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দেহে রক্তচাপ বেড়ে যায়। তা থেকে হার্ট, ব্রেইন, কিডনী প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখের রক্তবাহী আর্টারী সরু হওয়ায় চোখের রেটিনায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যাওয়া, দেহের অর্ধাংশ অবশ (Paralysis) হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছিয়াম পালন করার ফলে রক্তে চর্বির পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে ছিয়াম ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং তা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জটিলতা থেকে দেহকে রক্ষা করে।

(৬) বুক ধড়ফড়ানি (Tachycardia) : প্রতি মিনিটে বুকের স্বাভাবিক হার্টবিট হ'ল ৭২ বার। কিন্তু তা বেড়ে মিনিটে ৯০ বার বা তারও বেশী হ'লে এই রোগের সৃষ্টি হয়। ছিয়াম অবস্থায় ছায়েম সর্বদা পবিত্র আত্মায় থাকেন এবং সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন। ফলে তিনি থাকেন সদা নিরুদ্বেগ। তাতে এই সমস্যা হ'তে তিনি বহুলাংশে নিরাপদ থাকেন।

(৭) বহুমূত্র (Diabetes) : শরীরের প্যানক্রিয়াসে (অগ্নাশয়) ইনসুলিন-এর স্বল্পতাহেতু রক্তে চিনির (সুগার) ভাগ বেড়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগ। এ ব্যাধির প্রথম চিকিৎসাই হ'ল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। এতে রক্তে চিনির পরিমাণ কমে যায় ও ক্ষারের (ইনসুলিন) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে ছায়েমের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(৮) এইড্স (AIDS) : প্রাথমিকভাবে এটি একটি যৌন রোগ। প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল একে প্রতিহত করা যায়। ছিয়াম অবৈধ যৌন সংসর্গের পথ রুদ্ধ করে এইড্স-এর কবল থেকে ছায়েমকে রক্ষা করে।

(৯) কোলেস্টেরল (Cholesterol) **হ্রাস** : শরীরের শিরা ও ধমনীগুলিকে (Veins and Arteris) নদী-নালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নদী-

নালার প্রবাহ যত বেশী থাকে, সেগুলি ততবেশী সতেজ থাকে। সেখানে পানি জমলে তা ভরাট হয়ে অচল হয়ে যায়। তেমনিভাবে দেহের মধ্যে কোলেস্টেরল জমলে শিরা-উপশিরাগুলি সরু হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ছিয়াম পালনে দেহের চর্বি ও কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমে যায় ও তা স্বাভাবিক থাকে।

(১০) গ্যাস্ট্রিক এসিডিটি (Ggastric Acidity) : ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেলে ছিয়ামের বিভিন্ন দিক নিয়ে দেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছিলেন। তাতে দেখা যায় যে, প্রায় ৮০% ছায়েমের গ্যাস্ট্রিক এসিড স্বাভাবিক ছিল। প্রায় ৩৬% অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% ছায়েমের এসিড একটু বাড়লেও তা ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছেনি।

(১১) পেপটিক আলসার (Peptic Ulcer) : উচ্চ অম্ল (Hyper acidity) থেকে সৃষ্টি হয় পেপটিক আলসার বা পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতজনিত রোগ। এর উপসর্গ স্বরূপ নাড়ী ফুটো হয়ে যেতে পারে এবং নাড়ী সরু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অফিসে বা কর্মস্থলে যারা ঘন ঘন চা-বিস্কুট ইত্যাদি খান, তাদের এ রোগটি বেশী হয়। ছায়েম এই সুযোগ পান না। ফলে তাদের পেপটিক আলসার হবার সুযোগ কমে যায়। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হ'লে ছিয়াম রেখে পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে হবে। ছাই ও অঙ্গার থেকে যেমন মাঝে-মধ্যে চুলাকে খালি করতে হয়, তেমনি ছিয়াম রাখার মাধ্যমে অযাচিত বর্জ্য থেকে পাকস্থলীকে মাঝে-মধ্যে খালি করা আবশ্যক।

পেপটিক আলসারের নযীর মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হয়না। তাছাড়া মিশ্র ধর্মের দেশগুলিতে মুসলমানদের মধ্যে পেপটিক আলসার খুবই কম। এর কারণ হ'ল মুসলমানগণ রামাযানে এক মাস ছিয়াম পালন করেন এবং তাদের খাদ্যে মদ (Alcohol) থাকেনা।

(১২) হযম ক্রিয়ার উপর ছিয়ামের প্রভাব : ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খাবার এমনকি এক গ্রামের এক দশমাংশও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন হযম ক্রিয়ার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দাবী অনুযায়ী

যকৃতকে (লিভার) নিয়মিত বিশ্রামে রাখতে হয়। আর এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া বাঞ্ছনীয়। যা রামাযানের ছিয়াম ব্যতীত সম্ভব নয়। এছাড়া যারা সপ্তাহে দু'দিন নফল ছিয়াম রাখেন, তাদের দেহ আল্লাহ্র রহমতে সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।

(১৩) মস্তিষ্ক শক্তিশালী করণ : ছিয়াম মানুষের মস্তিষ্ককে শক্তিশালী করে। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, কাজে মনোযোগ আসে এবং যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়। এ সময় ফুসফুসে অবাধ গতিতে বায়ু চলাচল করে। ফলে ছিয়াম পালনকালে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।

(১৪) নিম্নের তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্য বের হয়ে যায় এবং দেহকে চাঙ্গা রাখে। (১) সর্বদা পরিশ্রমের মাধ্যমে দেহকে সতেজ রাখা (২) নিয়মিত হাটা-চলা করা। (৩) সপ্তাহে দু'দিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল ছিয়াম রাখা'। ইঞ্জিন সুরক্ষার জন্য মাঝে-মধ্যে যেমন ডকে নিয়ে সার্ভিসিং করতে হয়, তেমনি ছিয়ামের মাধ্যমে মাঝে-মধ্যে পাকস্থলী হ'তে বর্জ্য নিষ্কাষণ করে সার্ভিসিং করতে হয়।

(১৫) চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। রামাযানে এক মাসের ছিয়াম মুমিনকে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। যা তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুন্দর মানুষে পরিণত করে।

(১৬) ছায়েমের জন্য অনায়াসে পালন করার মত কয়েকটি উপদেশ : (ক) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন (খ) গোশত ও মসলা কম খান (গ) ধীরে ধীরে চিবিয়ে খান (ঘ) ক্রোধ পরিহার করুন (ঙ) শান্ত ও পবিত্র থাকুন।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

*****

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতূর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৭টি।